বঙ্গের

প্রতাপ-আদিত্য

ঐতিহাসিক নাটক

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রথম অভিনয় ... ষ্টার থিয়েটার

নবপর্য্যায়ে—অভিনয়

কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটার

মিনার্ভা থিয়েটার ... মিত্র থিয়েটার

মনোমোহন থিয়েটার ... আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্

এলফ্রেড থিয়েটার ... নাট্যমন্দির লিমিটেড্

চলচ্চিত্রে অভিনয় ... ম্যাডান থিয়েটারস্ লিমিটেড্

পুনরায় অভিনয়—ষ্টার থিয়েটার

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩১৩

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী—গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
১৫নং মোহনলাল মিত্র লেন, কলিকাতা

উপহার

পরম সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ., বি. এল.

মহাশয়ের

করকমলে

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বিক্রমাদিত্য	যশোহরাধিপতি
বসন্ত রায়	বিক্রমের ভ্রাতা
প্রতাপাদিত্য	ঐ পুত্র
গোবিন্দ রায়	বসন্ত রায়ের পুত্র
রাঘব রায়	”
উদয়াদিত্য	প্রতাপের পুত্র
গোবিন্দদাস	বৈষ্ণব সাধু
ভবানন্দ	দেওয়ান
শঙ্কর	প্রতাপের সখা
সূর্য্যকান্ত	শঙ্করের শিষ্য
সুখময়	”
আকবর	দিল্লীর সম্রাট
সেলিম	সাহাজাদা
মানসিংহ	আকবরের সেনাপতি
ঈসাখাঁ মন্সর আলি	হিজলার নবাব
রডা	পর্টুগীজ জলদস্যু
কমল (কামাল)	প্রতাপের দেহরক্ষী

স্ত্রী

কাত্যায়নী	প্রতাপের স্ত্রী
ছোটরাণী	বসন্ত রায়ের স্ত্রী
বিন্দুমতী	প্রতাপের কন্যা
কল্যাণী	শঙ্করের স্ত্রী
বিজয়া	যশোরেশ্বরীর সেবিকা

সুন্দর, মদন, মামুদ, চণ্ডীবর, সের খাঁ, আজিম খাঁ, দূতগণ, প্রহরিগণ, সৈন্যগণ, মাঝিগণ, প্রজাগণ, ভৃত্য, পথিক, গয়লাবৌ ও পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি

শ্রীনরকুমার শর্ম্মা

ভূমিকা

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কেহ নাহি আঁটে তায়, নাহি মানে পাতসায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

কবিদের মধুময়ী লেখনীমুখে সুধা ঝরে, সে সুধা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই অমরত্ব প্রদান করে। বাস্তবিক চিরমধুর ভারতচন্দ্রের উপর্য্যুক্ত পংক্তি কয়টি বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতে যে পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে, এমন বোধ হয় আর কিছুতে করে নাই। কিন্তু কেবল স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াই কবি ক্ষান্ত—প্রতাপ-আদিত্যের বিশেষ পরিচয় অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায় না। অধুনা কতিপয় স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহাত্মার চেষ্টায় ও অনুসন্ধানে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ প্রতাপ-আদিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক বাকী। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভিত্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহাও আবার সম্পূর্ণ নহে—তাহা হইতেই সমগ্র অট্টালিকার আকৃতি ও গঠন-প্রণালী অনুমান

করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিকের ক্লেশ, কিন্তু কবির বিলক্ষণ আনন্দ। মূল সত্যের ফলকে কল্পনা-প্রভাবে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করাই কবির ব্যবসায়! কাব্য ইতিহাস নহে, আদর্শ গঠনই কবির উদ্দেশ্য, তাঁহার প্রধান লক্ষ্য চিত্রের ও চরিত্রের উৎকর্ষের দিকে। আশা করি, পাঠক "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকখানি পড়িবার সময় এই কথা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী কিরূপ ছিলেন, তাহা জানি না —ইতিহাস তাহা বলিয়া দেয় নাই—কিন্তু তাহাতে কবির কি আসিয়া যায়? তিনি স্বচ্ছন্দমনে তেজমাধুর্য্যময়ী কল্যাণীকে আনিয়া দর্শকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, সাধ্বী ব্রাহ্মণীর দিগন্ত-প্রসারিণী প্রভায় তাঁহার চিত্রখানি কত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিংবদন্তী বলে, মা যশোরেশ্বরীর কৃপাই প্রতাপ-আদিত্যের সৌভাগ্যের কারণ, ভারতচন্দ্র লিখিলেন— "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী" আর কবিকে পায় কে? তিনি মহিমান্বিতা মাতৃরূপিণী কপালিনী বিজয়া-মূর্ত্তি গড়িয়া নিজে ধন্য হইলেন, দশকবৃন্দকেও ধন্য করিলেন। চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ, ঘটনা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এ স্থলেও কবি-কল্পনা সকল সময়ে ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। কোথাও বা নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া, কোথাও বা কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, আবার কোথাও বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কিঞ্চিৎ নোয়াইয়া বাঁকাইয়া কবি তাঁহার সাধের চিত্রখানিকে নির্দ্দোষ ও পূর্ণাবয়ব করিতে প্রয়াস পান। সুতরাং "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকে উল্লিখিত ঘটনানিচয়ের সহিত যদি ইতিহাসের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য লক্ষিত না হয় ত তাহাতে বিচিত্রতা কি? এরূপ অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও "প্রতাপ-আদিত্য"কে স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে, কারণ, ইহার মূল ভিত্তি ইতিহাস। নাটককার কোথাও কোন মুখ্য ঘটনা বা চরিত্রের বিকৃতি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাঁহার কৌশলময়ী লেখনীর গুণে সেগুলি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিব শিবই আছেন, বানর

খানরই আছে; তবে হয় ত কোন কোন চিত্র রঞ্জিত করিবার সময় কবি (বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই) রংটা একটু গাঢ় করিয়া ফেলিয়াছেন।

আর একটী কথা। "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস। বাঙ্গালীর শক্তি জগতে দুর্লভ, আবার বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যও চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী না পারে, এমন কার্য্যই নাই, অথচ বাঙ্গালী-প্রবর্ত্তিত কোন মহাকার্য্যেরই শেষ রক্ষা হয় না, কোথা হইতে চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া দেয়। এদেশের উপর এমন জগজ্জননীর কৃপা, এমন বুঝি আর কোথাও নাই। কিন্তু অভাগা আমাদের দোষে মাকে পদে পদে মুখ ফিরাইতে হয়। বাঙ্গালী-জীবনের এই হর্ষ-বিষাদ-ভরা ইতিহাস, এই আলো ও ছায়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, "প্রতাপ-আদিত্যে" অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার কি দোষে তাহার বহু-কালের চেষ্টার ফল ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নাটককার যথাসম্ভব চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন! "একা বাঙ্গালী মহাশক্তি; জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান্ সম্রাটেরও পূজনীয়; কিন্তু একত্র দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ, হীন হ'তেও হীন; অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।"—সেলিমের এই উক্তিতে সার সত্য নিহিত আছে। বাঙ্গালীর সকলেই কর্ত্তা হইতে চান; সুতরাং দশজন বাঙ্গালী একত্র হইয়া কোন কার্য্য করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ। "গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ ক'র্‌তে চান না, রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ ক'র্‌তে অনিচ্ছুক"—তা তাতে দেশ উৎসন্ন যায় যাক্। ইহার উপর ক্ষুদ্রপ্রাণ-সুলভ ঈর্ষা, স্বার্থান্ধতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং সর্ব্বোপরি জ্ঞাতিবিরোধ আছে। আর কি চাই? কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকারময় নহে। "বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বুঝে।" বুঝে বলিয়াই এই

দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণে আজ ব্যাকুলতা দেখিতে পাইতেছি। তাই "প্রতাপ-আদিত্যে"র আজ এত আদর। এই ব্যাকুলতাই আশা—এই ব্যাকুলতাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মধ্যে উন্নতির সোপান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ব্যাকুলতা ছিল বলিয়াই যুগযুগান্তরের পূর্ব্বে আর্য্য-ঋষিগণ একদিন সপ্তসিন্ধুতটে বসিয়া আমা-দিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সমান ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানবস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।"

শ্রীমন্মথমোহন বসু

———০———

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

[ ] এইরূপ অংশগুলি অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে

শ্রীনবকুমার পরাই

নবকুমার গরাই

প্রতাপ-আদিত্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের বাটীর সম্মুখ

শঙ্কর, মামুদ ও মদন

মামুদ। হাঁ দাদাঠাকুর! দেশে ট্যাকা যে ক্রমে দায় হ'য়ে প'ড়ল।

শঙ্কর। কেন, আবার তোমাদের হ'ল কি?

মদন। হবে আবার কি? রোজ রোজ যা হয়ে আস্ছে তাই।

মামুদ। হবে আবার কি? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়। দায়ুদ খাঁর সঙ্গে হ'ল মোগলের লড়াই। দায়ুদ খাঁ হেরে গেল না ত, আমাদের মেরে গেল।

মদন। দিন নেই, ক্ষণ নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, কেবল পেয়াদার তাড়া। তাতে ঘরে বাস করি কি ক'রে?

মামুদ। কোন দিন হয় ত বাড়ীতে রইলুম না—খেটে খেতে হবে ত—যদি সে সময় এসে মেয়ে-ছেলেদের বে-ইজ্জত করে?

শঙ্কর। তোমাদের উপরই বা এত অত্যাচার কেন? অন্য স্থানেও জুলুম জবরদস্তি আছে বটে, কিন্তু তোমাদের উপর যেমন, এমন ত আর কোথাও নেই। তোমাদের অপরাধ কি?

মামুদ। অপরাধ, আমরা পাঠান। এখন বাঙ্গালা মোগলের মুলুক ; আগেকার নবাব দায়ুদ খাঁ ছিলেন পাঠান—আমাদের স্বজাত। এইমাত্র আমাদের অপরাধ।

শঙ্কর। তা হ'লে এ ত বড়ই দুঃখের কথা হ'য়ে পড়্‌ল মামুদ!

মামুদ। তা হ'লে বলদিকি দাদাঠাকুর কেমন ক'রে দেশে বাস করি?

মদন। এই সে দিন হাল গরু বেচে নূতন নবাবকে সেলামী দিয়েছি, দেনা ক'রে থাজনা—হাল বকেয়া কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি। আবওয়াবের পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত বাকি রাখিনি—

মামুদ। তবু শালার নায়েবের বকেয়া বাকি শোধ হ'ল না।

মদন। আরে শালা! কাল তোর মনিব নবাব হ'ল তখন বকেয়া পেলি কোথায়? কোনও রকমে উদ্বাস্ত করা।

মামুদ। আমাদের আত্মীয়-স্বজন সবাই চ'লে গেছে। আমরা কেবল দেশের মায়া ত্যাগ ক'র্‌তে পারিনি।

মদন। বিশেষতঃ তোমার আশ্রয়ে এতকাল র'য়েছি দাদাঠাকুর, তোমার মায়া ছাড়ি কেমন ক'রে?

শঙ্কর। তাই ত মদন! তোমরা ত আমাকে বড়ই ভাবিত ক'রে তুল্লে।

মামুদ। দোহাই দাদাঠাকুর, তুমি যা হোক একটা বিহিত না ক'র্‌লে ত আমরা আর বাঁচিনা।

শঙ্কর। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী; আমি কি বিহিত কর্‌বো? নবাব বাদসার সঙ্গে বিবাদ ক'রে তোমাদের কি উপকার ক'র্‌বো?

মামুদ। তা ত বুঝ্‌তেই পা'রছি। তোমাকেই বা রোজ রোজ এমন ক'রে কাঁহাতক জ্বালাতন করি?

মদন। অর্থে বল, সামর্থ্যে বল, তুমি এতকাল আমাদের রেখে আস্‌ছ ব'লেই আমরা বেঁচে আছি। এখন তুমি হা'ল ছেড়ে দিলে,

আমরা যে ডুবে মরি দাদাঠাকুর। নিত্যি নিত্যি জবরদস্তি ক'র্‌লে আমরা আর কেমন ক'রে দেশে বাস করি ?

শঙ্কর। আমিই বা কোন্ সাহসে তোমাদের দেশে বাস ক'র্‌তে বলি ?

মদন। তা হ'লে কি এ স্থান ত্যাগ করাই তোমার পরামর্শ ?

শঙ্কর। স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন না, দায়ুদখাঁর সঙ্গে এ রাজ্যের স্বাধীনতা এক রকম লোপ পেয়েছে। সে রাম-রাজত্ব আর নেই। এখন বাঙ্গালা এক রকম অরাজক। রাজা থাকেন আগ্রায়, বাঙ্গালার সুবেদার তাঁর এক জন চাকর বই ত নয়। রাজমহলের নবাব সেরখাঁ আবার চাকরের চাকর—একটা বড় গোছের তসিলদার। বৎসর বৎসর আগ্রার খাজাঞ্চীখানায় টাকা আমানত করাই তাঁর কাজ। সুতরাং টাকা নিয়েই তার প্রজার সঙ্গে সম্বন্ধ। খাজনার তাগাদায় টাকা যোগান দিতে পার, থাক। না পার, পথ দেখ।

মামুদ। যখন তখন তাগাদায় টাকা যোগান, কোন প্রজায় কখন কি পেরে থাকে দাদাঠাকুর ?

শঙ্কর। পারে না, তা ত জা'ন্‌ছি। কিন্তু রাজা ত সেটা বুঝ্‌ছেন না।

মামুদ। তা হ'লে অনুমতি কর, জন্মস্থানকে সেলাম ঠুকে বিদায় হই।

শঙ্কর। তা ভিন্ন আর উপায় কি ?

মদন। কোথায় যাব ? যেখানে যাব, সেইখানেই ত এই রকম অত্যাচার।

শঙ্কর। রাজা বসন্ত রায় যশোর নগর প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। সেইখানে গেলে বোধ হয় ভাল থাক্‌তে পার। কেন না, শুনেছি রাজা নাকি বড় দয়ালু; নদে জেলার অনেক লোক সেখানে গিয়ে বাস ক'রছে।

গ্রামবাসিগণের প্রবেশ

১ম। [সরোদনে] ও খুড়োঠাকুর !

শঙ্কর। কি, ব্যাপার কি ?

১ম। বাবাকে কাছারীতে ধ'রে নিয়ে গেল। বকৃরিদের জন্যে একটা খাসী মানত ছিল, সেইটে গোমস্তা চেয়েছিল। বাবা সেটা দিতে চায়নি। তার বদলে আর দুটো খাসী দিতে চেয়েছিল। গোমস্তা নেয়নি। এখন পঞ্চাশ ষাট জন পা'ক সঙ্গে করে এনে বাবাকে বেঁধে নিয়ে গেল।

সকলে। কি উপায় দাদাঠাকুর ?

১ম। দোহাই বাবাঠাকুর, রক্ষে কর।

মামুদ। তাই ত দাদাঠাকুর। এমন অত্যাচার ক'দিন সহ্য করা যায় ?

মদন। তাই ত, রক্ত-মাংসের শরীর—

১ম। কি হবে খুড়োঠাকুর ?

মদন। দাদাঠাকুর, প্রতিকার কর।

সকলে। প্রতিকার কর, প্রতিকার কর।

শঙ্কর। প্রতিকারের একমাত্র উপায় আছে।

সকলে। কি উপায় দাদাঠাকুর ?

শঙ্কর। প্রতিকারের একমাত্র উপায়—আর সে উপায তোমাদেরই কাছে আছে।

মদন। কি উপায় বল।

শঙ্কর। তোমরা পাঠান। আমাদের মতন ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালী ত নও, বাঙ্গালী অত্যাচার সহ্য ক'রতেই জন্মগ্রহণ ক'রেছে। তোমরাও কি তাই ?

সকলে। কথন নয়। আমরা পাঠান—অত্যাচার সইতে জানি না।

শঙ্কর। অত্যাচার সইতে জান না, অত্যাচার দমনের উপাযও ত জান না।

মদন। হুকুম কর, লাঠি ধরি।

সকলে। হুকুম কর, লাঠি ধরি।

শঙ্কর। শক্তিমান্ পাঠান। দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে বাঙ্গালা মুলুকে এসে শুধু বাহুবলে এখানে আপনাদের প্রতিষ্ঠা ক'রেছ। বলি ভাই সব। পিতৃপিতামহের সেই রক্ত—সেই চির-উষ্ণ বীরশোণিত পিতৃ-পিতামহের দেশেই কি রেখে এসেছো? ধমনীতে প্রবাহিত হ'বার জন্যে এক বিন্দুও কি তার অবশিষ্ট নেই? এককণামাত্রও কি সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পার নি?

সকলে। আল্‌বৎ এনেছি, খুব এনেছি। হুকুম কর, লাঠি ধরি। অত্যাচারের শোধ নিই।

শঙ্কর। না না—এ আমি কি ব'লছি। আত্মহারা হ'যে এ আমি কি ব'লছি। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নেওয়া যে অসম্ভব। অগণ্য অসংখ্য অত্যাচার যদি হয, তা হ'লে কত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে? বাদসার প্রবল শক্তি – নিত্য নূতন লোকের উৎপীড়ন। এ দিকে তোমরা মুষ্টিমেয দরিদ্র প্রজা। স্ত্রী, পুত্র, মা, বাপ, নিযে সংসারী। প্রতিশোধ নিতে যাওয়া বাতুলতা।

মদন। সেই বুঝেই ত গায়ের ঝাল গায়ে মেরে চুপ ক'রে থাকি। তাই ত প্রাণের দুঃখ তোমার কাছে জানাতে আসি।

শঙ্কর। আমি কি ক'র্‌তে পারি? আমি দীন, অতিদীন, তুচ্ছ, পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক। আমি কি কর্‌তে পারি?

মামুদ। তুমি আমাদের কি ক'রতে পার না পার খোদা জানে। কিন্তু তোমাকে দুঃখ না জানালে যেন আমাদের প্রাণের জ্বালা জুড়োয় না!

শঙ্কর। দেখ, আপাততঃ তোমাদের যা বল্লুম, তাই কর। যে যার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে রাজা বসন্তরায়ের আশ্রয়ে চ'লে যাও। আর দেখ, তুমি সূর্য্যকান্তকে সঙ্গে ক'রে নায়েবের কাছে নিয়ে যাও। আমার বিশ্বাস, জরিমানা স্বরূপ কিছু টাকা দিলেই তোমার বাপকে ছেড়ে দেবে।

১ম। যো হুকুম। [শঙ্কর, মামুদ ও মদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মামুদ। আমরা রাজার কাছে পৌঁছুতে পা'র্‌বো কেন দাদাঠাকুর। কে আমাদের দুঃখের কথা রাজার কানে তু'লবে ?

শঙ্কর। বেশ, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

মদন। সাধে কি আর তোমার কাছে আসি দেবতা। আমাদের এ দুঃখের মর্ম্ম তুমি না হ'লে বুঝ্‌বে কে ?

শঙ্কর। যাও, উদ্যোগ আয়োজন করগে। কে কে যেতে চায়, খবর নাও। (উভয়ের অভিবাদন)

মদন। (অনুচ্চ কণ্ঠে) একান্তই যদি দেশ ছাড়্‌তেই হয় মিয়া, তা হ'লে শালার নায়েবকে জানিয়ে যাব না ?

মামুদ। চুপ চুপ—দাদাঠাকুর শুনতে পাবে। সে কথা আর ব'লছিস কেন ? অম্‌নি যাব ? আগে মেয়ে-ছেলেগুলোকে সরিয়ে শালার নায়েবকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে অন্য কাজ। [উভয়ের প্রস্থান

শঙ্কর। তা ওরা আমার কাছে আসে কেন ? আমি ওদের কি ক'র্‌তে পারি ? পারি না ? যথার্থ ই কি আমি কিছু ক'র্‌তে পারি না ? তবে ভগবান প্রতিকারের জন্য ওদের আমার কাছেই বা পাঠান কেন ?—আমি কি কিছু ক'র্‌তে পারি না ? ভীরু, পরপদলেহী, পরান্নভোজী, সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর বাঙ্গালী কি মনুষ্যযোগ্য কোন কাজই ক'র্‌তে পারে না ? স্তন্যপায়ী শিশুর মত মাতৃভূমির গলগ্রহস্বরূপ হ'য়ে শুধু কি উদরপূরণের জন্যই বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ ক'রেছে ? কি করি—কি করি ! একদিকে মোগল সম্রাট্ আক্‌বরের প্রতিনিধি—সমস্ত বাঙ্গালার অধীশ্বর। অন্য দিকে পর্ণকুটীরবাসী এক ভিখারী ব্রাহ্মণ। অসাধ্যসাধন। আমা হ'তে রাজার অনিষ্ট-চিন্তার কথা মনে আন্‌তে নিজেকেই নিজের উন্মাদ বল্‌তে ইচ্ছা করে। কিন্তু মা অসাধ্যসাধিকে শঙ্করি ! হতভাগ্য ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা—প্রতিবাসী দরিদ্রের উপর অযথা উৎপীড়নে এ হৃদয়ে কি

যন্ত্রণা তুমি ত সব বুঝতে পারছ মা। দোহাই মা, তুমিই আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবার উপায় বলে দাও। উদ্ধার কর মা—উদ্ধার কর—এ উন্মাদচিন্তার দায় থেকে আমাকে রক্ষা কর।

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

সূর্য্য। কেও—দাদা।

শঙ্কর। হাঁ। হানিফ্ খাঁর ছেলেকে যে তোমার কাছে পাঠালুম ?

সূর্য্য। আমি আগে থাক্‌তেই তাকে খালাস করে এনেছি।

শঙ্কর। কি করে আন্‌লে ?

সূর্য্য। কিছু ঘুষ দিয়ে আন্‌লুম, আর কি কর্‌ব।

শঙ্কর। বেশ করেছ। তার পর তোমাকে কি বল্‌তে চাই শোন। আমি কোন প্রযোজনবশে বিদেশে যাব।

সূর্য্য। সে কি! কোথায় যাবে ?

শঙ্কর। যথাসময়ে জান্‌তে পার্‌বে। এখন প্রশ্ন করো না।

সূর্য্য। তোমার কথা শুনে আমার প্রাণটা কেমন করে উঠল। তোমার এরূপ মূর্ত্তি ত কখনও দেখিনি! সত্য কথা বল্‌তে কি দাদা। আমি ভয় পাচ্ছি।

শঙ্কর। বীর তুমি। হৃদয়ও বীরযোগ্য কর।

সূর্য্য। তুমি যাবে, মাকে আমার কোথায় রেখে যাবে ?

শঙ্কর। তুমি আছ। কল্যাণীকে তোমার হাতে সমর্পণ করে গেলুম।

সূর্য্য। আস্‌বে কবে ?

শঙ্কর। তা বল্‌তে পারি না।

সূর্য্য। ফির্‌বে ত ?

শঙ্কর। তাই বা কেমন ক'রে বলি।

সূর্য্য। তবে এতদিন শিখিয়ে পড়িয়ে আমাকে কি নারী আগ্‌লাতে রেখে গেলে!

শঙ্কর। অসহ্য বোধ কর, ভার পরিত্যাগ ক'র্‌বে।

সূর্য্য। আমাকে কি এমনই নরাধম পেলে দাদা, যে মায়ের ভার ফেলে পালিয়ে যা'ব।

শঙ্কর। বেশ, তবে সময়ের অপেক্ষা কর। যথাসময়ে তোমাকে সংবাদ দেব।

সূর্য্য। দিয়ো, যেন ভুলে থেক' না। দেখো দাদা! ভাই বল—শিষ্য বল—সব আমি। আমার শিক্ষা যেন নিষ্ফল ক'রো না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের অন্তঃপুর

কল্যাণী

কল্যাণী। এমন জ্বালা ত কখন দেখিনি! মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে চারটি রাঁধা ভাত খাবে, এ পোড়া দেশের লোক কি না তাও সুশৃঙ্খলে খেতে দেবে না! ঠাঁইটি ক'রে, আসনটি পেতে, মানুষকে বসিয়ে রান্নাঘরে ভাত বাড়্‌তে গেছি, থালা হাতে ক'রে ফিরে এসে দেখি—ও মা, এ মানুষ আর নেই! অবাক ক'রেছে! এ দেশের পায়ে দণ্ডবৎ। আর নয়। তল্পীতল্পা আর মিন্‌সেকে নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করাই দেখ্‌ছি এখন যুক্তি। থালার ভাত আবার হাঁড়িতে পূরে, এই আসে এই আসে ক'রে, হাপিত্যেশ হ'য়ে ব'সে আছি—তিন পহর বেলা হ'ল, তবু কিনা মানুষের দেখা নেই!—গেল কোথায়? খাবার সময় ব্রাহ্মণকে ধ'রে নিয়ে এরা গেল কোথায়? কেনই বা আসে, তাও ত বুঝ্‌তে পারি না! দেশে এত মাতব্বরের বাড়ী থাক্‌তে, পোড়া লোক আমার স্বামীর কাছেই বা আসে কেন?

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। বল ত কল্যাণী! আমার কাছেই বা আসে কেন? আমি

দুর্ব্বল, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, নিজেই নিজের সাহায্যে অক্ষম, বেছে বেছে আমার কাছেই বা আসে কেন ?

কল্যাণী। তাদের হ'য়েছে কি ?

শঙ্কর। তারা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে।

কল্যাণী। ও মা, সে কি !

শঙ্কর। ডাকাতে তাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে।

কল্যাণী। ডাকাতে লুট করেছে !—হ্যাঁগা, কখন ক'র্‌লে ?

শঙ্কর। দিনে, দ্বিপ্রহরে, সমস্ত লোকের সাক্ষাতে।

কল্যাণী। দিনে ডাকাতি !—ও মা, সে কি কথা ! এত লোক থাকতে কেউ তাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না !

শঙ্কর। কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে, আমার কাছে আস্‌বে কেন ?

কল্যাণী। তা হ'লে দেখ্‌ছি এদেশে বাস করা সুকঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল !

শঙ্কর। নরাধমেরা গরীব চাষাদের স্ত্রী পুত্রকে পথে বসিয়ে গেছে। কাউকে বা বেঁধে নিয়ে গে'ছে ! অত্যাচার—চারিদিকে অত্যাচার। প্রতিকার করে, এমন লোক কেউ নেই। কোনও স্থানে আশ্রয় না পেয়ে তারা দলবদ্ধ হ'য়ে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি কল্যাণী !

কল্যাণী। ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল, কেউ বাধা দিতে পারলে না ?

শঙ্কর। বাধা কে দেবে ! কোন্ সাহসে দেবে, যে রক্ষা-কর্ত্তা, সেই ডাকাত। সর্ব্বস্ব লুটে, সকল লোকের সাম্‌নে গ্রামের বুকের ওপর তারা আসন পেতে ব'সেছে। বাধা কে দেবে কল্যাণি !

কল্যাণী। * (ও মা, রাজা ডাকাত !) * তা হ'লে নিরুপায়। * (রাজার কাজে বাধা দেয়, এমন সাহস কার ?) *

শঙ্কর। বল ত কল্যাণি ? কার ঘাড়ে দশ মাথা যে এমন কাজে

হাত দেয়—রাজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু এ সমস্ত জেনে শুনেও হতভাগ্য মূর্খ প্রজা আমার কাছে আসে কেন?

কল্যাণী। তারা মনে করে, তুমি বুঝি এ অত্যাচারের প্রতিকার ক'র্‌তে পার।

শঙ্কর। কিন্তু আমি কি পারি কল্যাণী?

কল্যাণী। সে তুমি নিজে ব'ল্‌তে পার। আমি স্ত্রীলোক—অল্পবুদ্ধি, আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব?

শঙ্কর। শৈশবকাল থেকে তোমাতে আমাতে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আবদ্ধ। বিবাহের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত তোমার কাছ থেকে একদণ্ডও ছাড়া হইনি। তুমিও পিতৃমাতৃহীন, আমিও পিতৃমাতৃহীন। এত কাল আমার সংসারে তুমি স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, গুরু, শিষ্য—গর্ব্ব ক'রে বল্‌বার যত প্রকার সম্পর্ক আছে, সমস্ত অধিকার ক'রে ব'সে আছ। আদরে, পালনে, তিরস্কারে, অভিমানে আমিই তোমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এতেও তুমি কি বলতে পার না, আমি প্রতিকার ক'রতে পারি কি না?

কল্যাণী। আমি যে চিরকাল তোমার মধুর সৌম্য মূর্ত্তিই দেখে আসছি প্রভু! যে রুদ্রমূর্ত্তিতে এ অত্যাচারের প্রতিকার হয়, তা ত কখনও দেখিনি!

শঙ্কর। মূর্ত্তিতে আমি যাই হই, কিন্তু এটা ঠিক ব'লতে পারি, যে মন্দিরে তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সে মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের যোগ্য নয়। একথা আমি জানি, তুমি জান। কিন্তু প্রসাদ-পুরের হতভাগ্য প্রজারা ত তা জান্‌লে না। তারা প্রতিকার ভিক্ষা ক'রতে উন্মাদের মতন আমার কাছে ছুটে এল।

কল্যাণী। কে বুঝি তাদের বুঝিয়েছে যে, তোমার কাছেই প্রতিকার আছে।

শঙ্কর। কে সে কল্যাণি ?

কল্যাণী। আমার স্বামীর নামে যাঁর নাম, বুঝি তিনি [সেই সৌম্য, প্রশান্তমূর্ত্তি যোগিরাজ যদি ব্রহ্মাণ্ডনাশিনী শক্তির ঈশ্বর হন, তখন আমার ঘরের যোগিরাজ হ'তেই বা শত্রুধ্বংস হ'বে না কেন ? তারা ঠিক বুঝেছে—মূর্খ প্রজা ঈশ্বর-পরিচালিত হ'যে তোমার শরণাপন্ন হয়েছে। তুমি তার প্রতিকার কর।]

শঙ্কর। কিন্তু ক'নে বউ।—

কল্যাণী। কল্যাণী বল! অত আদর দেখিও না, ভয করে।

শঙ্কর। কিন্তু কল্যাণী! আমার হস্ত-পদ যে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

কল্যাণী। তাতে কি ? শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল।]

শঙ্কর। তারপর ?

কল্যাণী। তারপর আবার কি ? যদি কোথাও যাবার মানস ক'রে থাক, যাও। [এতগুলো নিরীহ দরিদ্র প্রজা এক দিকে আর একটা তুচ্ছ নারী একদিকে। তুমি কি আমায় এতই পাগল পেয়েছ যে, শৃঙ্খল হ'য়ে তোমার গতিরোধ কর্‌ব ? এখনি কি যেতে চাও ?

শঙ্কর। বিলম্ব কর্‌লে কি যেতে পারব! অস্ফুট কণ্ঠস্বরে যে তোমার সঙ্গে প্রেমসম্ভাষণ ক'রেছি কল্যাণী!

কল্যাণী। সত্যি কথা। আমারও ত তাই। রমণীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হৃদয়। আবার কি কর্‌তে কি ক'রে ব'সবো!] এস তবে কুলদেবতার আশীর্ব্বাদী ফুল তোমার হাতে বেঁধে দিইগে।

শঙ্কর। আমি কি পার্‌ব ক'নে বউ ?

কল্যাণী। (আবার ক'নে বউ! তা'হলে পার্‌বে না। প্রথম থেকে আত্মহারা হ'লে, না পার্‌বারই ত সম্ভাবনা।) পার্‌বে না কেন ? পারতেই হ'বে [শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ ক'রে, পরশুরামের বিজয়ে, বহুলায়াসে যে জানকীরত্ন লাভ ক'রেছিলেন, প্রজার জন্য যদি অম্লানবদনে

গর্ভাবস্থায় তাঁকে বনবাস দিতে পারেন, বিনাক্লেশে, নিজের অজ্ঞাতসারে আমাকে লাভ ক'রে তোমার নিজের ঘরে ফেলে রেখে যেতে পারবে না! মনে ক'রেছ, যত শীঘ্র পার, যাত্রা কর—তুমি আমার পানে চেয়ো না— কিন্তু দোহাই, তোমার মুখের অন্ন ফেলে উঠে গে'ছ।

শঙ্কর। বেশ—চল।

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর—প্রাসাদ-মন্দির-প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়

বিক্রম। হাঁহে ভায়া, মালখাজনা সমস্ত আগ্রায় রওনা ক'রে দিয়েছ ত?

বসন্ত। তা' না ক'রে কি আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কথা কইতে পাচ্ছি! সে সমস্ত—পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত চুকিয়ে দিয়েছি।

বিক্রম। বেশ ক'রেছ ভাই! ওইটেই হ'চ্ছে আসল কাজ। সদর মালগুজারী খাজাঞ্চীখানায় আগে আন্‌জাম ক'রে তার পরে যা খুসী তাই কর। সখের কাজই বল, আর দেবতা-অর্চ্চনাই বল—দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ-শান্তি, ক্রিয়া-কলাপ এ সব পরের কথা। জমিদারী বজায় থাক্‌লে ত এ সব।

বসন্ত। তা আর ব'ল্‌তে। তার উপর চারিদিকে শত্রু!

বিক্রম। চারিদিকে শত্রু। এই সোণার রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেছো, বন কেটে নগর বসিয়েছো—এ পাকা আমটির ওপর অনেক কাঠবিড়ালীর নজর আছে।

বসন্ত। তবে আমরা খাড়া থাক্‌লে কাকে ভয়?

বিক্রম। বস্, বস্! খাড়া থাকলে কাকে ভয়? তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে আর বুঝা'ব কি! দায়ুদখাঁর সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ

হ'য়েছে। আমাদের বাপ-পিতামহের পুণ্যবলে ক্ষতি না হ'য়ে উল্‌টে লাভই হয়ে গেছে। আজ আমরা বারো ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া। এখন এমন রাজ্যটি যাতে বজায় রাখ্‌তে পার, কেবল সেই চেষ্টা কর। মাটি ত নয়, যেন সোনা। ভাল রকম আবাদ ক'রতে পার্‌লে সোনা ফলান যায়। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই! তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন বিপদের কোনও ভয় দেখি না। একটু নরম মেজাজে নবাবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে চলা—সেটা তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন। ছেলেপিলেগুলো কি তেমন মিলে মিশে চ'ল্‌তে পার্‌বে! বিশেষতঃ আমার বাপধন যেরূপ উদ্ধত-প্রকৃতি, তাকে ত একটুও বিশ্বাস করা যায় না।

বসন্ত। সে কি মহারাজ! প্রতাপকে উদ্ধত প্রকৃতি দেখ্‌লেন কখন?

বিক্রম। না, না—তা এখনও দেখিনি বটে! তবে কি জান, কিছু চঞ্চল।

বসন্ত। চঞ্চল, না শান্ত?

বিক্রম। হ্যাঁ হ্যাঁ—এখনও শান্ত আছে বটে—এখনও চঞ্চলটা নয় বটে!

বসন্ত। চঞ্চল বটে আমার ছেলেরা। বিশ্বাস নেই বরং তাদের। প্রতাপ চঞ্চল! প্রতাপের মত ছেলে কি আর দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বিক্রম। হ্যাঁ-হ্যাঁ—এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে, তবে কি না, তবে কি না—যতটা ব'ল্‌ছ, ততটা যে ঠিক বুঝেছ—বসন্ত! একেবারে বাবাজাকে তুমি যে—বুঝেছ, ভাই—

বসন্ত। আপনি কি প্রতাপকে সন্দেহ করেন নাকি?

বিক্রম। হা হা! একেবারে যে সন্দেহ—হা হা তবে কি না,—

বসন্ত। কেন দাদা! প্রতাপের উপর আপনি অন্যায় সন্দেহ ক'রলেন? এ রাজ্যের যদি কেউ মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে ত সে এক প্রতাপ।

বিক্রম। যাক্—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—ও কথা ছাড়ান

দাও। দুর্গা দুর্গম হরে, দুর্গা দুঃখ হরে। যাক্—যাক্, বিক্রমপুর বাক্‌লা থেকে তুমি যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সব আনাবে ব'লেছিলে, তার কর্‌লে কি ?

বসন্ত। আনাতে লোক ত পাঠিযেছি।

বিক্রম। বেশ বেশ। গোবিন্দদেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যশোরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থেরও প্রতিষ্ঠা কর। বস্, তা হ'লেই ঠিক হবে। [দেবতা-ব্রাহ্মণ কুটুম্ব-নারায়ণ আনাও, প্রতিষ্ঠা করাও, তা হ'লেই মঙ্গল হবে।] দুর্গা দুর্গম হরে। [তা হ'লে যাও ভাই, প্রাতঃকৃত্য সারগে।]

বসন্ত। আপনি কেবল তাঁদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করে দেবেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ—দু'জনে পরামর্শ ক'রে যা কর্ত্তব্য হয় করা যাবে।

বসন্ত। যথা আজ্ঞা— [প্রস্থান

বিক্রম। এমন ভাই পেলে, বাদসাগিরি পেলেও তার হাতে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পারি। কিন্তু ছেলেকেই আমার বিষম ভয়। প্রতাপের কোষ্ঠীর যে রকম ফল শুনেছি, তাতে পুত্রলাভ ক'রেও আমার হর্ষে বিষাদ। [ঠিকুজ্জীতে যখন ব'লেছে,—প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হ'বে, তখন কি সে কথা মিথ্যে হ'বার যো আছে?]যাক্, আর ভেবেই বা কি ক'র্‌ব। ছ'দিনের দিন বিধাতা সূতিকা-ঘরে ব'সে কপালে যা আঁক কেটে গেছে, সে ত ঝামা দিয়ে ঘস্‌লেও আর উঠ্‌বে না। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুঃখ হরে। তবে কিনা—তবে কিনা—পিতৃদ্রোহী সন্তান—জেনে শুনে ঘরে রাখা—দুধ-কলা দিয়ে কালসর্প পোষা। দুর্গ্যা—বসন্তকে যে ছাই এ কথা ব'ল্‌তেই পারছি না! আর বল্লেই বা কি হ'বে, বসন্ত ত বুঝ্‌বে না। যাক্—তারা শিবসুন্দরি! ভেবে আর কি ক'র্‌ব? কালী কালভয়বারিণী মা![—তবে একটা সুবিধে হ'য়েছে।]বসন্ত পরম বৈষ্ণব।—স্বয়ং বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দদাস তার সহায়। ছেলেটাকে কৌশল ক'রে তার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। ভারা আবার তাকে নিরামিষ ধরিয়েছে,—

গলায় তুলসীর মালা পরিয়েছে। কাজটা অনেক এগিয়েছে। এখন মা কালীর ইচ্ছায়, ছেলেটাকে একেবারে নিরেট বৈষ্ণব ক'র্‌তে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই।—ভবানন্দ!

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। মহারাজ!

বিক্রম। দেখে এস ত প্রতাপ কোথায়?

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, তিনি তুলসীমঞ্চে ব'সে মালা জপ কর্‌ছেন।

বিক্রম। বেশ বেশ! আচ্ছা ভবানন্দ, প্রতাপের ভক্তিটে কেমন দেখ্‌ছ বল দেখি?

ভবা। ওঃ! কি ভক্তি! তা আর আপনাকে পাপমুখে কি ব'ল্‌ব মহারাজ! হাতের মালা ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তেই দু'চক্ষু দিয়ে দর দর ক'রে জল। যেন ইচ্ছামতী নদীতে বান ডেকে গেল।

বিক্রম। বেশ, বেশ।

ভবা। হয় ত ব'ল্লে বিশ্বাস ক'রবেন না, গোবিন্দদাস বাবাজীরও বুঝি এত ভক্তি দেখিনি।

বিক্রম। বেশ, বেশ—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর দেখি, গোবিন্দদাস বাবাজীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি!

[ভবানন্দের প্রস্থান

বেশ হ'য়েছে। বসন্ত প্রতাপকে ঠিক বাগিয়ে এনেছ। তুলসীতলায় যখন বসিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি! তুলসীর গন্ধ দু'দিন নাকে ঢুকলে, বাপধনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে নিরামিষ হ'য়ে যা'বে। বস্‌—বস্‌ আর ভয় কি। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুখ্‌খ হরে। তবু রঙের ওপর একটু রসান চড়িয়ে দিই। প্রতাপকে আনিয়ে গোবিন্দদাস বাবাজীর দু'টো গান [illegible]

ভৃত্যের প্রবেশ

যা'-ত রাজকুমারকে একবার আমার কাছে আস্‌তে বল্‌ত।

[ভৃত্যের প্রস্থান

গোবিন্দদাসের প্রবেশ

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ!—অধীনকে স্মরণ ক'রেছেন কেন মহারাজ?

বিক্রম। এস বাবাজী এস—এই অনেক দিন তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনিনি—তাই বুঝেছো বাবাজী! সংসার চক্রে—ঘুরে ঘুরেই মর্‌ছি। কাছে সুধার সাগর থাক্‌তেও, একটু যে চাক্‌বো, তাও পার্‌ছিনি। বাবাজী ক্ষণেকের জন্য একটু কৃষ্ণনাম শুনিয়ে দাও।

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ!—মহারাজ, নরাধম আমি। আজও পর্য্যন্ত অভিমান নিয়ে ঘুরে ম'র্‌ছি। আমি যে মহারাজকে আনন্দ দিতে পারি, সে ভরসা আমার কই? তবে দয়া ক'রে অধীনের মুখে কৃষ্ণনাম শুনতে চেয়েছেন; এই আমার বহু ভাগ্য।

বিক্রম। বাবাজি! যে ব্যক্তি সাধু, তার কি অহঙ্কার থাকে। যাক—বাবাজী একটা গেয়ে ফেল।

গোবিন্দ। কি গাইব, অনুমতি করুন।

বিক্রম। যা হোক একটা—ভাল কথা, সেই যে সেদিন বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন গেয়েছিলে, সেটা আমার কানে বড়ই মধুর লেগেছিল।

গোবিন্দ। যে আজ্ঞে—

গীত

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত মিত রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি' মন, তাহে সমর্পিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অত-এ তোঁহারি বিশোয়াশা॥

বিক্রম। বা! বা! কি মধুর! কি ভাব—তাতল সৈকতে—তাতে আবার বারিবিন্দু সম—যেন তপ্তখোলায় বালি—পড়্লুম মটর—হলুম ফুট্‌কড়াই—বা! বা! কি সুন্দর উপমা! তার ওপর আবার বারিবিন্দুটি প'ড়েছে কি—অমনি চড়াঙ—খোলা একেবারে চোচাকলা। মহাজন না হ'লে এ কথা বলে কে? সুত—মিত—রমণীসমাজে! বা! বা! কি চমৎকার!—তাতে রমণীসমাজে যত জ্বালা হোক আর না হোক বাবাজী! মাঝখান থেকে এক সুতোর জ্বালায় অস্থির হয়ে প'ড়েছি! বাবাজী! সুতো এখন কাছি হ'য়ে কোন্ দিন গলায় ফাঁস না লাগায়!—ওরে! প্রতাপকে ডেকে আনতে ব'ললুম, তার ক'রলি কি?

গোবিন্দ। তবে কিনা তিনি দয়াময়!

বিক্রম। এই!—যা ব'লেছো বাবাজী! তবে কিনা তিনি দয়াময়!—সেই সাহসেই বেঁচে আছি!—ওরে! দেরি ক'রছিস কেন? প্রতাপকে আন্‌তে দেরি ক'রছিস কেন?

সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন

গোবিন্দ। (উঠিয়া) হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!—কি ক'রলে!

বিক্রম। ওরে! এ কি রে! ওরে, এ কাজ কে ক'রলে রে! ওরে এ জীবহত্যা কে ক'রলে রে! দোহাই বাবাজী—যেয়ো না!

গোবিন্দ। ক্ষমা করুন মহারাজ! অধীন আর এখানে থাকতে পারবে না। যে স্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণবের সে স্থানে থাকা উচিত নয়। হা গোবিন্দ! কি ক'রলে!

বিক্রম। ওরে, এ জীবহত্যা কে ক'রলে রে!

ধনুর্ব্বাণ হস্তে প্রতাপের প্রবেশ

এ কি প্রতাপ! এ অকারণ প্রাণিহত্যা কে ক'রলে? নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম শুনছিলুম—তাতে বাধা কে দিলে প্রতাপ?

প্রতাপ। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি ক'রেছি।

বিক্রম। না—না। তুমি কেন এ কাজ ক'রবে! এই শুনলুম, তুমি তুলসীমঞ্চে ব'সে হরিনাম জপ ক'রছিলে। এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি ক'রবে কেন!

প্রতাপ। কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হ'যে বুঝ্লুম আমি হরিনাম-জপের যোগ্য নই; অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দু'দিন পরে যাকে রাজদণ্ড হাতে ক'রতে হ'বে, *[পররাজ্য-লোলুপ দুর্দ্দান্ত মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয়-ভিখারী দুর্ব্বলকে রক্ষা ক'রতে কথায় কথায় যাকে অস্ত্র ধ'রতে হ'বে,]* অহিংসাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম তার নয়। শক্তি-অভিমানী যশোর-রাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তাঁর কাছে কর্ত্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, *[তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শত্রুশোণিতে মহাকালীর তর্পণ।]* পিতা! তাই আমি এই শোণিত-পিপাসু বাজ-পক্ষীকে শরাঘাতে সংহার ক'রেছি।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মিথ্যা কথা, এ কার্য্য আমি ক'রেছি।

বিক্রম। তাই ত বলি—তাও কি কখন হয়! ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখ্তে প্রতাপ আমার, পিতৃসম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়েছে। এই শুনলুম, তুমি পরম বৈষ্ণব হ'য়েছো। তুমি এমন কাজ ক'রবে কেন!

প্রতাপ। না পিতা! মিথ্যা নয়। এ ব্রাহ্মণকে এর পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখিনি। আমারই শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হয়েছে।

শঙ্কর। না মহারাজ! মিথ্যা কথা! এই উড্ডীয়মান্ বাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নিহত হ'য়েছে।

প্রতাপ। সাবধান ব্রাহ্মণ! রাজার সম্মুখে মিথ্যা ক'য়ো না।

শঙ্কর। সাবধান রাজকুমার! বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে মহা-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রো না। এ কার্য্য আমি ক'রেছি।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা, আমি করেছি।

শঙ্কর। ভাল, বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? সম্মুখেই পক্ষী প'ড়ে আছে। পরীক্ষা কর। কার শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হ'য়েছে, এখনি বুঝ্‌তে পারা যা'বে।

প্রতাপ। বেশ, তাতে আপত্তি কি!

শঙ্কর। ধর্ম্মাবতার যশোরেশ্বর সম্মুখে—তাঁর সম্মুখে পরীক্ষা, সুবিচারেরই প্রত্যাশা করি। কিন্তু রাজকুমার, পরীক্ষার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মণ হ'য়েও আমি কায়স্থকুলতিলক বিক্রমাদিত্য-নন্দনের দাসত্ব স্বীকার ক'রবো। আর আমা হ'তে যদি এ কার্য্য সাধিত হয়, তা হ'লে প্রতিশ্রুত হও রাজকুমার, তুমি অবনত-মস্তকে এই ভিখারী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার ক'রবে!

প্রতাপ। বেশ, প্রতিজ্ঞা ক'রলুম।—কিন্তু ব্রাহ্মণ! পরীক্ষায় মীমাংসা হ'বে কি ক'রে!

শঙ্কর। তুমি কোন্ স্থান লক্ষ্যে শরসন্ধান ক'রেছ?

প্রতাপ। আমি পাখীর পক্ষ ভেদ ক'রেছি।

শঙ্কর। আর আমি মস্তক চূর্ণ ক'রেছি।

ধনুর্ব্বাণ হস্তে বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। আর আমি হৃদয় বিদ্ধ ক'রেছি।

বিক্রম। এ কি! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! এ কি হেঁয়ালি! কে তুমি? এ সমস্ত কি প্রতাপ!

প্রতাপ। তাই ত! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কিছুইত জানি না মহারাজ এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছন পাদক্ষেপ, এ অপূর্ব্ব রণোন্মাদন বেশ আর কখনও ত দেখিনি মহারাজ! কে তুমি মা? কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

শঙ্কর। যথার্থ-ই কি এলি মা! (দুর্ব্বলপীড়ন-দর্শন-কাতর, সহস্রধা-ভিন্ন-অন্তর) এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁচেছে মা!

বিজয়া। এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন। এই দেখ প্রতাপ, পক্ষ ছিন্ন। আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষী-হৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত! কিন্তু জান্‌তে পারি কি ব্রাহ্মণ! কেন তুমি এই শ্যেনপক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেছিলে?

শঙ্কর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্ব্বল-করে লক্ষ্য-বেধের শক্তি আছে কিনা পরীক্ষা ক'রছিলুম।

প্রতাপ। আর আমি দেখ্‌লুম মা! হিন্দুস্থানের এ সীমান্তপ্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে নিক্ষিপ্ত বাণ, কখন, কোনও কালে, আগ্রার সিংহাসনে পৌঁছিতে পারে কিনা।

বিজয়া। আর আমি দেখ্‌লুম, মহারাজের প্রাসাদশিরে অগণ্য শ্বেত পারাবত—মনের সাধে বিচরণ ক'রছে। তাদের সেই আনন্দের সংসার ছারখার ক'রবার জন্য, একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ! বিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটি সুখের সংসার যবনের অত্যাচারে ছারখার হ'য়েছিল। তা'র ফলে একটি ব্রাহ্মণকন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ অরণ্যবাসিনী—কুমারী কপালিনী। কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠলো। প্রতিশোধ-বাসনায় কম্পিত কর হ'তে আপনা-আপনি শর ছুটে গেল। পাখীর হৃদয় বিদ্ধ হ'ল। এই নাও প্রতাপ, পাখী নাও। এই ত্রিধা-বিভিন্ন বিহঙ্গম, তোমার বিজয়-পতাকার চিহ্ন হো'ক। [প্রস্থান

শঙ্কর। এ কি মা! দেখা দিয়ে যাও কোথায়! সর্ব্বনাশী! আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়-হীন ক'রিস্ কেন?

প্রতাপ। এ কি মা বিজয়লক্ষ্মি! হতভাগ্য সন্তানের চক্ষে একটা নূতন জীবনের আভাস দিয়ে আবার তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস কোথা?

শঙ্কর। রাজকুমার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভৃত্য।

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ থেকে তোমার দাসানুদাস।
[পরস্পরে আলিঙ্গন ও প্রস্থান

[বিক্রম। ওরে ওরে—কে কোথা রে! ও বসন্ত—বসন্ত—কোথা রে! কি হ'ল রে!]

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—পথ

গোবিন্দদাস

গোবিন্দ। এ আমাকে কি দেখা'লে দয়াময়! শান্তির ভিখারী আমি কাতর কণ্ঠে তোমার কাছে আত্মনিবেদন ক'রলুম, তার ফলে কি ঠাকুর আমাকে এই দেখ্‌তে হ'ল! না, না—প্রভু যে আমার শুধু প্রেমময় নন, তিনি যে আবার দর্পহারী। এ মধুর কৃষ্ণনাম আমি দীন-দরিদ্রে বিলাই না কেন; কেন আমি ঐশ্বর্য্যময়, তমোময় রাজার কাছে?—সে ত দীন নয়, সে ত কৃষ্ণনামের ভিখারী নয়। সে যে মান-যশের কাঙ্গাল—কামিনী-কাঞ্চনে চির-আসক্ত। আমি কি তবে নামের জন্য নাম করি, না রাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য? নইলে দয়াময়ের নাম স্মরণে এমন শোণিতময় ফল দেখ্‌লুম কেন? রক্তাক্ত-কলেবরে গতাসু পক্ষী আমার চরণপ্রান্তে নিপতিত হ'ল!—প্রভু! এ মর্ম্মবেদনা যে আর আমি সহ্য ক'র্‌তে পারি না। দয়াময়! এ দাসের প্রতি করুণা কর—চরণে আশ্রয় দাও—চরণে আশ্রয় দাও।

পশ্চাদ্দিক হইতে পুষ্পভূষিতা বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। (গোবিন্দের পৃষ্ঠে হাত দিয়া) গোবিন্দ!

গোবিন্দ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এ কি দেখি! এ কি দেখি। কথা কি

কানে বেজেছে জননি! সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিতে কি আজ তার কাছে এসেছিস্ মা!

বিজয়া। দুঃখ কেন গোবিন্দ!—তোমার ঠাকুর কি শুধু বাঁশীর ঠাকুর,—অসির নয়? একুশ দিনের ঠাকুর আমার স্তনপানে পূতনা-নিধন ক'রেছেন। দুই বৎসরের শিশু মৃণালবাহু-বেষ্টনে তৃণাবর্ত্ত সংহার ক'রেছেন। ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নৃত্যের ছল ক'রে প্রতি পদক্ষেপে কালীয়ের এক এক ফণা চূর্ণ ক'রেছেন। গোবিন্দ। দেখ, দেখ—চেয়ে দেখ—কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে অর্জ্জুন-সারথির মূর্ত্তি দেখ। * [যেখানে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, সেখানে মা আমার অত্যাচারী-দলনে সংহার-মূর্ত্তি!] * বৃন্দারণ্যে ব্রজেশ্বরীর সহবাসেই তিনি রাসবিহারী। গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখানে তুমি নিজে কেঁদে মাকে আমার কাঁদিও না। বৈষ্ণবী আনন্দময়ীকে দু'টি দিনের জন্য সংহারিণী মূর্ত্তি ধ'রতে দাও। বড় অত্যাচার—উঃ! বড় অত্যাচার!—গোবিন্দ! বাপ, বৃন্দাবনে যাও! এই দেখ বক্ষ বিদ্ধ—শতধা ছিন্ন—বড় যাতনা। আমার অনুরোধ—বৃন্দাবনে যাও।

গোবিন্দ। যথা আজ্ঞা জননি! অজ্ঞান আমি, প্রভুর লীলা না বুঝ্‌তে পেরে সন্দেহ করি। অধম সন্তানের প্রতি কৃপা কর মা—কৃপা কর।

বিজয়া। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হোক। [প্রস্থান

প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ

প্রতাপ। কি হ'ল ভাই শঙ্কর! মা যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

শঙ্কর। ভয় কি ভাই!—মায়ের পূজার ফলে যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তা'তে এই বুঝেছি যে, মা যখন একবার কৃপা ক'রেছেন, তখন সে কৃপা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি না।

প্রতাপ। তাই যদি, তবে মা কোথায় গেল—একবার যে দেখা দিলে! ভাই! শুধু একটিবার মাত্র যে, অলক্তকরাগ-রঞ্জিত, শত্রুহৃদয়-শোণিত-নিষিক্ত—সে চরণকমল—শুধু যে একবার দেখলুম। আর

দেখ্‌তে পেলুম না কেন ? শঙ্কর, শঙ্কর ! তোমায় পেলুম, তোমার মাকে আর পেলুম না কেন ? মা, মা ! কই মা—কোথা মা !

শঙ্কর। ভাই, ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর। এই যে, এই যে—বাবাজী। বাবাজী ! ধনুর্দ্ধরা, বরাভয়করা একটি বালিকাকে এ পথে যেতে দেখছো ?

গোবিন্দ। মাকে খুঁজ্‌ছ—তোমরা কি আমার মাকে খুঁজছ ?

গীত

চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা পায় ॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে হিয়ার মাঝারে দুলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া মরাল গমনে চলে।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ বলে ॥

পঞ্চম দৃশ্য

যশোহর—প্রাসাদ-মন্দির-প্রাঙ্গণ

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়

বসন্ত। কি দেখ্‌লেন, কি শুন্‌লেন ? প্রতাপ কি আপনার অমর্য্যাদা ক'রেছে ?

বিক্রম। আরে মন্দভাগ্য, বুঝেও বুঝ্‌তে পারছ না ! যা ব'লছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক কানে তুল্‌ছ না !

বসন্ত। আপনি কি ব'লছেন, আমি যে তার এক বর্ণও বুঝ্‌তে পারছি না !

বিক্রম। আর বুঝ্‌বে কি ? বোঝ্‌বার কি আর কিছু রেখেছে। শাস্ত্রবাক্য, বিশেষতঃ জ্যোতিষবাক্য—ও কি আর মিথ্যে হবার যো আছে ? কোষ্ঠির ফল—বিধাতার লিখন—খণ্ডায় কে ?

বসন্ত। শাস্ত্রবাক্য, জ্যোতিষবাক্য কি ? এ সব আপনি কি ব'লছেন ?

বিক্রম। আর ব'লব কি—তোমার শেষ বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনা দেখে, একেবারে বাক্য-রোধ। যাক্—যা হ'বার তা হ'বেই—নইলে বসন্তের বুদ্ধি লোপ পা'বে কেন ? ওরে ভাই ! তোকে যে আমি শুধু ভাইটি দেখি না। বল, বুদ্ধি, আশা, ভরসা—সমস্ত যে তুই। তোর জন্যেই যে আমার যত ভাবনা। বন কেটে নগর বসালি—রাশি রাশি অর্থ ব্যয় ক'রে বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় দীঘি সরোবর, সুন্দর সুন্দর বাগান—সব রচনা ক'রলি, কিন্তু বুদ্ধির দোষে ভোগ ক'র্‌তে পেলিনি। কানুনগো-গিরি কাজ ক'রেছিলুম—দাউদখাঁর পয়সায় ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রলুম—এখন দেখ্‌ছি ত দাউদের সঙ্গে সব যায় ! যাক্,—তারা শিব-সুন্দরি ! কলম পিস্‌তে এসেছিলি—কলম পিসেই চ'লে গেলি !

বসন্ত। প্রতাপ কি আমাকে হত্যা ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছে ?

বিক্রম। তুমি প্রতাপকে মনে কর কি ?

বসন্ত। আমি ত তাকে শিষ্ট, শান্ত, ধর্ম্মভীরু, বংশোজ্জ্বল সন্তান ব'লেই জানি।

বিক্রম। বস্, তবে আর কি—তবে আমারই বা এত হাক্-পাক ক'রবার দায়টা কি পড়ে গেছে ! কালী করুণাময়ি !—ওরে আমার জপের মালাটা দিয়ে যা।

বসন্ত। আমি ত জানি, গুরুজনে—বিশেষতঃ আমাকে তার যতটা ভক্তি, এমন ভক্তির সিকিও যদি আমার সন্তানগণের থাকত, তা হ'লে আমার মতন সুখী আর জগতে থাকত না।

বিক্রম। বা রে জ্যোতিষ—বা রে তোর লেখা ! যে ঘটনাটি ঘটাবে আগে থাক্‌তে পাকচক্র ক'রে, ধীরে ধীরে তা'র আবছায়াটুকু জাগিয়ে তুল্‌ছ। হায় হায় ! হ'ল কি ! তারা শিবসুন্দরি !—ওরে !—আরে ম'ল, ওরে ! তবে আর আমি কেন সংসার-চিন্তায় জরজর হ'য়ে ভেবে মরি !

(ভৃত্যের মালা লইয়া প্রবেশ ও বিক্রমের হস্তে দিয়া প্রস্থান) আমার শেষাবস্থা। টানাটানি ক'রে বড় জোর না হয় দু'চার দিন বাঁচব! আমার জন্যে ভাবনা কি! মর্‌তেই যখন হ'বে, তখন রোগে খাপি খেয়েই মরি, কি অপঘাতে টপ ক'রেই মরি—আমার দুই-ই সমান। তারা শিবসুন্দরি! কি আশ্চর্য্য! হ'ল কি! কালে কালে এ সব হ'ল কি! গাছের ফল গাছেই রইল—বোঁটা গেল খসে—মাঝখান থেকে বোঁটাটি গেল খসে! বসন্ত রইল, তার ছেলেরা রইল, মাঝখান থেকে পুত্রস্নেহ ভাইপোর ঘাড়ে প'ড়ে গেল! বিধাতার মার্ না হ'লে এ সব অসম্ভব ব্যাপার ঘট্‌বে কেন? যাক্—এখন আমি নিশ্চিন্ত। দুর্গা দুর্গম হরে, দুর্গা দুখ্‌খ হরে! আহা, যশোর ত নয়—ইন্দ্রভুবন, মাটি ত নয়—যেন মণিকাঞ্চন, গাছ ত নয়—যেন হরিচন্দন। যাক্—তারা শিবসুন্দরি!

বসন্ত। বৃদ্ধবয়সে দাদার দেখছি বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে! নইলে একমাত্র সন্তান—বংশের প্রদীপ—তার ওপর বিষদৃষ্টি হ'বে কেন?

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। মহারাজ! গোবিন্দদাস বাবাজী যশোর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

বসন্ত। সে কি!

বিক্রম। ওই!—সব যা'বে বসন্ত! সব যা'বে!—কেউ থাক্‌বে না। যাদের নিয়ে যশোর, তা'দের মধ্যে একটি প্রাণীও থাক্‌বে না।

বসন্ত। গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন!—কি অভিমানে তিনি আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন ভবানন্দ?

বিক্রম। অমর্য্যাদা, অমর্য্যাদা। সাধুপুরুষ আমার সুমুখে—চোখের উপরে গা-ময় রক্তের ছিটে! হরিনাম ভেঙ্গে গেল—ভক্তি গেল, ভাব গেল! সাধুপুরুষের তা হ'লে আর রইল কি? কাজেই তাঁর যশোর বাস আর সইল না! দুর্গা দুর্গম হরে!—

ভবা। না মহারাজ! কেউ তাঁর অমর্য্যাদা করেনি। তিনি দেবাদিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছেন।

বিক্রম। তা যাবেনই ত! দেবতারাও ক্রমে ক্রমে তল্পি-তল্পা নিয়ে যশোর থেকে স'রে পড়েন আর কি!

ভবা। কে এক যশোরেশ্বরী তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ ক'রেছেন।

বসন্ত। যশোরেশ্বরী!—সে কি! তিনি আবার কে?

বিক্রম। তিনি কে—(হাস্য) তিনি কে? দু'দিন পরেই জানতে পারবে ভায়া তিনি কে! তিনি সাধুপুরুষকে পাঠিয়ে দিলেন বৃন্দাবনে, আর আমাদের দু'ভাইকে পাঠাবেন সোঁদরবনে। বাঘের তাড়ায় কেওড়া গাছের উপর ব'সে থাক, আর সুঁদরা গরাণের ফল খাও।—ভবানন্দ তুমি এখন যেতে পার। (ভবানন্দের প্রস্থান) বসন্ত! প্রাণের ভাইটী আমার! এখনও বল্‌ছি সময় থাক্‌তে প্রতিকার কর। নইলে কিছু থাক্‌বে না। কোষ্ঠীর ফল মিথ্যে হ'তেই পারে না। আগে থাক্‌তেই তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। বসন্ত! পশ্চিমে কালবৈশাখীর কালো মেঘ ফুস্ ক'রে মাথা তু'লেছে! দেখ্‌তে পাবে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর ঝড়—আকাশ কড়্-কড়্—রক্তবৃষ্টি—শিলাপাত—বজ্রাঘাত!—কালী কালভয়বারিণী মা!

বসন্ত। কোষ্ঠীতে ব'লেছে কি?

বিক্রম। প্রতাপ পিতৃঘাতী হ'বে তোমাকে মারবে, আমাকে মারবে। আমাকে মারে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু বড় দুঃখু বসন্ত! তোমাকে সে রাখ্‌বে না। আজ তার প্রথম নিদর্শন। প্রতাপের বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ—আমার সম্মুখে জীবনাশ, সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত্ত পরেই রণরঙ্গিণী চণ্ডী! বসন্ত—বসন্ত! যা দেখেছি, তোমার সুমুখে বল্‌তেও ভয় পাচ্ছি!

বসন্ত। গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন!

বিক্রম। যাবেন না ত কি বাণের খোঁচা খেয়ে প্রাণ দেবেন! এ কি কানুনগোর কলম রে ভাইজী! যে—এক খোঁচায় একেবারে চৌষট্টি

পরগণা গেঁথে উঠলো! হিসেব-নিকেশ চোস্ত—একটু বেলেমাটি পর্য্যন্ত ঝ’রে পড়্‌বার যো নেই। এ বাবা হাতের তীর—ছাড়লুম ত অমনি হাত এড়িয়ে বেরিয়ে গেল। তাগ্ কর্‌লুম হ’রেকে, লাগলো গিয়ে শঙ্করাকে! যেখানে এত তীর ছোঁড়াছুঁড়ি; সেখানে গোবিন্দদাস বাবাজী থাকবেন কেমন ক’রে?—তারা শিবসুন্দরি!

বসন্ত। আপনার অভিপ্রায় কি?

বিক্রম। প্রতিকার—সময় থাক্‌তে থাক্‌তে প্রতিকার। যদি রাজ্যের মুখ চাও—যদি নিজের বংশধরের মুখ চাও—যদি আমার মুখ চাও, তা হ’লে আগে থাক্‌তেই প্রতিকার কর।

বসন্ত। প্রতিকার কেমন ক’রে ক’র্‌বো?

বিক্রম। আর কাজ নেই—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—দুর্গ্যা!

বসন্ত। প্রতাপকে কি বন্দী ক’রে রাখ্‌তে বলেন?

বিক্রম। আর কেন ভাই—ছাড়্ না। ও কথায় আর দরকার কি? শিবে শঙ্করি। আমি যেন বন্দী কর্‌তেই ব’ল্‌ছি—বন্দী ক’রে ফল কি? বন্দী ক’র্‌লে উল্টো বিপত্তি।—তারা শিবসুন্দরি। আর বন্দী ক’রেই বা ক’দিন রাখবে?

বসন্ত। তবে কি আপনার অভিপ্রায়, বাবাজীকে হত্যা করা!

বিক্রম। দুর্গ্যা দুর্গম হরে—দুর্গা দুষ্‌খ হবে—

বসন্ত। বলেন কি মহারাজ!

বিক্রম। যাক্—যাক্—তুমি বাকলা থেকে আত্মীয়বন্ধুগুলোকে আনাবার ব্যবস্থা কর। বাগুটের ঘোষেদের আনাও, গোবরগঞ্জের বোসেদের আনাও—আটাকাটীর গুহদের আনাও—আর ভাল ভাল বংশের যে কেউ আস্‌তে চায়, সম্মানের সহিত এনে যশোরে প্রতিষ্ঠা কর।

বসন্ত। যাগ-যজ্ঞ ক’রে, কত দেবতার কাছে মানত করে যে সন্তান লাভ কর্‌লেন তাকে আপনি হত্যা কর্‌তে চান?

বিক্রম। আরে ভাই যেতে দাও যেতে দাও। শিবে শঙ্করি—ভাল, আর এক কাজ করলে ক্ষতি কি? আমরা বুড়ো হয়েছি, দুদিন বাদে প্রতাপেরই ঘাড়ে ত রাজ্যভার প'ড়বে। তা হ'লে কিছুদিনের জন্যে তাকে আগ্রায় পাঠাও না কেন? আগ্রায় গিয়ে বাদশার পরিচিত হ'লে লাভ ভিন্ন ত ক্ষতি নেই। পাঁচজন বড়লোকের সঙ্গে দেখা-শোনা ক'রলে, কিছু জ্ঞানলাভও ক'রতে পা'রবে। সেই সঙ্গে দিন কয়েক আমাদের না দেখ্‌লে আমাদের প্রতি বাবাজার একটু মায়াও প'ড়বে—মনটা সেই সঙ্গে একটু নরম হ'বে। কেমন, এ প্রস্তাবে তোমার মন আছে ত?

বসন্ত। না থাকলেও, কাহাতক আপনার কথার প্রতিবাদ করি। এ প্রস্তাব মন্দের ভাল

বিক্রম। বস, তাই কর বসন্ত। আমার জন্যে নয় শুধু তোমার জন্যে তুমি যে আমার দক্ষিণ বাহু। তার শিবসুন্দরি। বস—তাই কর—প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাও—ভাল রকম নজর সঙ্গে দিয়ে দাও—যাতে বাদশার নজরে পড়ে

বসন্ত। যথা আজ্ঞা

বিক্রম। বস বস কাল কালভয়বারিণি মা করুণাময়ী ভবসুন্দরি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

যশোহর রাজ প্রাসাদের একাংশ

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়

গোবিন্দ। দেখলে ভাই, বাবার আক্কেল।

ভবা। আমি ত ব'লেছি রাজকুমার, ছোটবাজার ঘাড়ে ভূত চেপে আছে, কিংবা বড় রাজকুমার তাকে গুণ ক'রেছে। বড়রাজা নিজে

বুঝেছেন, ছোটরাজাকে বোঝাবার এত চেষ্টা ক'রছেন, তবু উনি বুঝবেন না! প্রতাপের মত ছেলে তিনি আর পৃথিবীতে দেখ্‌তে পান না।

গোবিন্দ। না। বাবা হ'তেই দেখছি সব যায়।

ভবা। তার উপর প্রসাদপুর থেকে একটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোক এসে বড় রাজকুমারের সঙ্গী হ'য়েছে। সে লোকটা অতি বদ-মত্‌লবী। দেশের লোক সব একজোট হ'য়ে তাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! সে হ'ল ইয়ার! তাতেই বুঝুন, প্রতাপের মতলবটা কি।

গোবিন্দ। মতলব আবার কি? কোন্‌দিন দেখ না আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে বসে।

ভবা। ছোটরাজাই ত এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, বড়রাজাকে চিন্‌ত কে?

গোবিন্দ। এখনই বা চেনে কে? বাবাই ত এ রাজ্যের ধর্ম্মতঃ রাজা। বড়রাজা, অস্ত্র কোন্‌ ধারে ধরতে হয়, এখনও জানেন না। চিরকাল কানুনগো-গিরি কাজ ক'রে এসেছেন। এখনও লোকে তাঁকে কানুনগো ব'লেই জানে। রাজা বলি তুমি আর আমি।

ভবা। ছোট রাজা একদিন যদি না থাকেন, তা হ'লে কি এ রাজ্য চলে!

গোবিন্দ। একদিন! এক দণ্ড না থাকলে চলে! প্রকৃত রাজাই তিনি—প্রকৃত রাজ্যই তাঁর।

ভবা। বড়রাজা যা টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমাদের দেশে বড় জোর একটা পরগণা কেনা যায়।

গোবিন্দ। টাকাই বা পাঠিয়েছেন কার? দাউদ খাঁ গৌড় থেকে পালা'বার সময় বাবার হাতেই ত হীরে-জহরৎগুলো দিয়ে যায়। বলে যায়—"দেখ' ভাই! যদি বাঁচি, তা হ'লে আমার সম্পত্তি আমায় ফিরিয়ে দিও। যদি মরি, তা হ'লে এ সম্পত্তি তোমার।"

ভবা। উঃ! কি বিশ্বাস!

গোবিন্দ। দেখ দেখি ভাই ভবানন্দ। প্রাণধন এমন ক'রে কি কেউ পরহস্তগত করে! বাবা যে কি বুঝেছেন, ঈশ্বরই জানেন। নিজে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। আর সব রাজ-রাজড়ারা বাবাকেই চেনে, বাবাকেই ভয় করে। নিজে মহাবীর—'গঙ্গাজল' অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়ালে যম পর্য্যন্ত বাবার কাছে আস্‌তে সাহস করে না। সেই বাবা কি না বড়ো রাজার কাছে কেঁচো। বাবার এ মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল ভাই?

ভবা। অতি ধাম্মিকের সংসার করা উচিত নয়।

গোবিন্দ। ধর্ম্মই বা এতে তুমি দেখ্‌লে কোথায়? নিজের ছেলে পুলের স্বার্থে যিনি আঘাত করেন, তাঁকে তুমি ধাম্মিক কেমন ক'রে বল বুঝ্‌তে পারি না।

ভবা। কি জানেন রাজকুমার, বাল্যকাল থেকে দুই ভাইয়ে একত্র কি না—

গোবিন্দ। ভাই! কিসের ভাই! এক আপনার ভাই।

ভবা। হ্যাঁ! বলেন কি! দুই ভাইয়ে সহোদর ন'ন!

গোবিন্দ। তবে আর ব'লছি কি! জাঠ্‌তুতো ভাই।

ভবা। বলেন কি! এ ত আশ্চর্য্য ব্যাপার। কলিকালে এমন ত কখন দেখিনি। এতকাল চাকরী ক'রছি, কই ঘুণাক্ষরেও ত তা জান্‌তে পারিনি!

গোবিন্দ। আমরাও কি জান্‌তুম! একবার বাবার অসুখ হয়, সেই সময় পিতামহের শ্রাদ্ধ—আমায় ক'রতে হয়, তাতেই জান্‌তে পেরেছিলুম।

ভবা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

গোবিন্দ। বল দেখি ভাই ভবানন্দ! একে জাঠ্‌তুতো ভাই, তার আবার ছেলে। রাঢ়দেশে পিণ্ডিতে বাধে না। বাবার কি না সে হ'ল আপনার—আর নিজের ছেলে হ'ল পর!

ভবা। ছোটরাণীমাকে সব ব'লেছি, দেখুন না কতদূর কি হয়।

গোবিন্দ। অধর্ম্ম—অধর্ম্ম; বাপ চাচ্ছে ছেলেকে মারতে, আমার বাবার মাঝখান থেকে স্নেহরস উথলে উ'ঠ্‌ল! বাপের অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল না, অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল খুড়তুতো খুড়োর!

ভবা। চুপ চুপ—বড় রাজকুমার আস্‌ছেন।

গোবিন্দ। তাই ত, তাই ত! এখানে এমন সময়ে!

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ। গোবিন্দ! খুড়োমহাশয় কোথায়?

গোবিন্দ। কোথায়, তা ত ব'ল্‌তে পারি না। কেন, তাঁকে কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

প্রতাপ। তিনি আমাকে কি জন্য ডাকিযে পাঠিয়েছেন। তোমরা এখানে কতক্ষণ আছ?

ভবা। এই এসে দাঁড়িয়েছি, আর আপনিও এসে পড়েছেন।

প্রতাপ। এই এসেছো?

ভবা। এই আপনার সঙ্গে বল্লেও হয়।

প্রতাপ। তা হলে ছোটরাজা কোথা, তোমরা জান্‌বে কেমন ক'রে!

ভবা। এই দাঁড়িয়ে আপনার কথাই ব'লছিলুম। আপনার কি হাতের তাগ্‌! ওড়া পাখী বিঁধে কিনা মাটিতে এসে লট্‌পট!

প্রতাপ। তাতে আমার গৌরব নেই—

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। কেও প্রতাপ এসেছ?

প্রতাপ। আজ্ঞে হাঁ। (অভিবাদন) এ দীনকে স্মরণ ক'রেছেন কেন?

বসন্ত। বিশেষ প্রয়োজন আছে। এস আমার সঙ্গে।

[বসন্ত ও প্রতাপের প্রস্থান

গোবিন্দ। একবার ভক্তির ঘটাটা দেখ্‌লে!

ভব। সে আমি অনেক দিন ধ'রে দেখে আসছি, আপনি দেখুন।

গোবিন্দ। তা আমরা কি এতই পাপী যে, দেবী-দর্শনটা আমাদের বরাতে ঘট্‌ল না।

ভবা। ভানুমতীর বাচ্ছা—ভানুমতীর বাচ্ছা! প্রসাদপুর থেকে যখন একটা দেবা এসেছে, তখন অমন কত দেবী আস্‌বে, তার একটা কি! তবে আমিও আত্মারাম সরকার, ছোটরাণীমাকে এক রকম বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রেছি। আমিও মামীমার খেল্‌ দেখিয়ে দেব।

বেগে রাঘব রায়ের প্রবেশ

রাঘব। দাদা! দাদা!—আর শুনেছেন?

গোবিন্দ। কি হে রাঘব! কি হে রাঘব?

রাঘব। বড় দাদা যে চ'ললো।

গোবিন্দ। চ'ললো? কোথায়?

রাঘব। বাবা তাঁকে আগ্রা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছেন।

গোবিন্দ। কে ব'ললে—কে ব'ললে?

ভবা। হে মা কালী—শিবদুর্গা—শিবদুর্গা।

গোবিন্দ। বল কি! সত্যি?

রাঘব। এই আমি আড়াল থেকে শুনে এলুম।

গোবিন্দ। ভবানন্দ!

ভবা। চলুন, চলুন। হে গোবিন্দ, গদাধর, গণেশ, কার্ত্তিক, দোহাই বাবা—দোহাই বাবা!—থুড়ি—হে কালুরায়, দক্ষিণরায়, ভেড়া বাবা, মোষ বাবা!

সপ্তম দৃশ্য

যশোহর-রাজপ্রাসাদ—বসন্ত রায়ের মহল

বসন্ত রায় ও ছোটরাণী

ছোটরাণী। প্রতাপকে ভালবাসতে অনিচ্ছা কার? তবে ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। এই যে আপনি প্রতাপকে নিজের ছেলের চেয়েও স্নেহ করেন, তাতেও আমি বরং সন্তুষ্ট। কেন না, কথায় কথায় দেশে এই রাজার পরিবর্ত্তন। চারিদিকে শত্রু। তার ওপর মগ ও পর্টুগীজের উৎপাত। এরূপ সময়ে প্রতাপের ন্যায় বীর পুত্রের ওপর রাজ্যভার না দিয়ে কি আমার ছেলেদের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারব?

বসন্ত। বোঝ ছোটরাণি—বোঝ। সাধে কি আর প্রতাপকে প্রাণের অধিক ভালবাসতে ইচ্ছা হয়?

ছোটরাণী। ভালবাসতে ত আর আমি নিষেধ ক'রছি না, কিন্তু ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে অধিক আদর করে, তাকে বলে ডা'ন। বড় রাজার চেয়ে এই যে আপনি ভাইপোর ওপর এই ভালবাসাটা দেখাচ্ছেন, মনে ক'রেছেন কি, প্রতাপ এ ভালবাসার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারবে? প্রতাপ যতই বুদ্ধিমান হ'ক, যতই জ্ঞানী হ'ক, সে যে বাপের চেয়ে আপনাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, এ ত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বসন্ত। সে বিশ্বাস তোমাকে করতেই বা বলে কে? বাপের চেয়ে সে যে আমাকে অধিক শ্রদ্ধা ক'রবে সেটা আমারও ত অভিরুচি নয়। আমার যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান সে যদি আমাকে দেয়, তা হলেই যথেষ্ট। আমি তার অধিক চাই না। যদি না দেয়, যদি সে আমার চরিত্রে সন্দেহ করে, তাতেই কি! আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রে যাচ্ছি ফলাফলের কর্ত্তা ত আমি নই।

ছোটরাণী। কর্ত্তব্য ক'রলে আমি কোন কথাই কইতুম না। এ যে আপনি কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত ক'রেছেন! বড়রাজা তা'কে আগ্রা পাঠাবার ইচ্ছা ক'রেছেন, প্রতাপও যেতে স্বীকৃত, মাঝখান থেকে আপনি অন্নজল ত্যাগ ক'রে ব'সে রইলেন; এটা দেখতে কেমন দেখায় না মহারাজ। লোকে দেখলে মনে ক'রবে কি। প্রতাপই বা দেখলে ভাববে কি! অবশ্য বড়রাজার আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। এ রাজ্যের মধ্যে একমাত্র তিনিই আপনার মহৎ চরিত্রে সন্দেহ না ক'রতে পারেন। অপরে যদি সন্দেহ করে, প্রতাপ নিজে যদি সন্দেহ করে, তা হ'লেই বা তার অপরাধ কি! আমি ত মহারাজ আপনার হৃদয়গত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী—আপনার মহৎ হৃদয়ের কোথায় কি রত্ন লুকান আছে, আমার ত কিছুই অবিদিত নাই—তথাপি সময়ে সময়ে মনে হয়, মহারাজ বুঝি প্রতাপ সম্বন্ধে এতটুকু একটু অভিপ্রায় আমার কাছেও গোপন ক'রে রেখেছেন।

বসন্ত। দেখ ছোটরাণী! তবে বলি শোন। এ ভালবাসায় আমার একটু স্বার্থ আছে। যথার্থ-ই ছোটরাণী! এতকাল তোমার কাছে একটি কথা গোপন ক'রে আসছি। সেটি কি বলি, শোন। আমরা বংশানুক্রমিক রাজা নই। আমাদের দুই ভাই হ'তেই এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাও আবার শত্রু জয় ক'রে আমরা এ রাজ্য লাভ করিনি। পেয়েছি—নবাব-দপ্তরে চাকুরী ক'রবার পুরস্কার স্বরূপ। অর্থে রাজ্যক্রয়, সামর্থ্যে নয়। আমার সোনার রাজ্য—স্বর্গতুল্য যশোর। কিন্তু ছোটরাণী! এমন রাজ্য হ'য়েও আমার মনে সুখ নেই। কি ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, কি ক'রে বংশানুক্রমিক এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই চিন্তায় দিবারাত্রি আমি অস্থির। রাজ্য উপার্জ্জন ক'রেছি, কিন্তু রক্ষা ক'রবার উপায় জানি না। চিরকাল লেখাপড়া ক'রে কাল কাটিয়েছি; দপ্তরখানায় ব'সে কেবল হিসাব-নিকাশ ক'রে এসেছি। শত্রু এসে রাজ্য

আক্রমণ করলে কি করে তার গতিরোধ ক'রতে হয়, তা ত জানি না। যে আমার যশোর রক্ষা ক'রতে পারে, সে যদি এতটুকু বালকও হয় ছোটরাণী, সেও আমার দেবতা। এ মহৎ কার্য্য ক'রতে পারে শুধু প্রতাপ। এখন বল দেখি ছোটরাণী, প্রতাপ আমার কে?

ছোটরাণী। যদি কোষ্ঠির ফল মিথ্যা হয়?

বসন্ত। যদি মিথ্যা না হয়—যদি প্রতাপ পিতৃঘাতী হয়। যদিই প্রতাপ হ'তে মহারাজের অনিষ্ট হয়, আমার জীবন নাশ হয়—এমন কি, আমার বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়, তথাপি প্রতাপ থাকলে একটি সামগ্রী—আমার একটি গর্ব্বের সামগ্রী অটুট থাকবে। সেটি এই বসন্তরায়-প্রতিষ্ঠিত যশোর। সমস্ত ভোলবার জন্য আমি বৈষ্ণব-চূড়ামণি গোবিন্দদাসের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলুম। সেই গোবিন্দ আমাকে ত্যাগ করে চ'লে গেছেন! কেন গেছেন? মহাবিষ্ণ বুঝলেন—বসন্ত রায় চেষ্টা ক'রলে সব ভুলতে পারে। তোমার মতন স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য—সব ভুলতে পারে, কিন্তু যশোরকে ভুলতে পারে না। রাণী! ব্যাঘ্র-ভল্লুক-পূর্ণ বিশাল অরণ্যের ভিতর থেকে গগনস্পর্শী অট্টালিকা সকল মাথায় করে আমার সাধের অমরাবতী জেগে উঠেছে! স্বর্গ প্রলোভনেও আমি সে যশোরকে ভুল্‌তে পারলুম না।

ছোটরাণী। তা আপনার কীর্ত্তি বজায় রাখতে একমাত্র যোগ্য প্রতাপ।

বসন্ত। যোগ্য একমাত্র প্রতাপ-আদিত্য। রাণি! সেই প্রতাপের মঙ্গল কামনা কর।

ছোটরাণী। তা কি না করি মহারাজ! মা হ'য়ে সন্তানের মুখ চাই, দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী—মাঝে মাঝে স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, প্রতাপের অমঙ্গল কামনা একটি দিনের জন্যও আমার মনে উদয় হয় নি।

বসন্ত। তা কি আমি বুঝতে পারি না ছোটরাণী! বসন্ত রায় কি একটা অযোগ্য আধারেই এ হৃদয় ন্যস্ত ক'রেছে!

ছোটরাণী। তবে কি জানেন মহারাজ! সন্তানগুলির জন্য একটু ভাবনা হয়। প্রতাপ কি তা'দের স্নেহচক্ষে দেখ্‌বে?

বসন্ত। নীচ-ঈর্ষা-দ্বেষ প্রতাপের হৃদয়ে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে না। মুখে ভালবাসা জানিয়ে প্রতাপ অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে না। নইলে তা'কে এত ভালবাসতুম না।

ছোটরাণী। তা হ'লেই হ'ল! কি জানেন মহারাজ! সন্তান ত! দশ মাস দশ দিন গর্ভে ত ধারণ ক'রেছি।

বসন্ত। কিছু ভয় নেই। যাক্, প্রতাপের যাত্রার আয়োজন এই বেলা থেকে ক'রে রাখ।

ছোটরাণী। আগ্রা যাত্রার দিনস্থির ক'রলেন কবে?

বসন্ত। কবে আর কি। কালই শুভদিন। আজ রাত্রি প্রভাতেই কুমার আগ্রা যাত্রা ক'রবে। আমার একান্তই ইচ্ছা নয়, তাকে এই অল্প বয়সে আগ্রা পাঠাই। বাদশার সহর—নানা প্রলোভন। কি ক'র্‌ব—দাদার জেদ। আমিও এদিকে প্রতাপের হাতে রাজ্যরক্ষার ভার দিযে নিশ্চিন্ত মনে হরি-স্মরণে নিযুক্ত ছিলুম। দাদা তাতেও বাদ সাধলেন। আবার 'গঙ্গাজল' কোষমুক্ত ক'রে দিন কতক রাজ্য পরিদর্শন ক'রে ঘুরতে হ'বে দেখছি। যাক্—আর কি ক'র্‌ব? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ, বড়রাজা আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন।

বসন্ত। চল যাচ্ছি। তা হ'লে রাণী! মাঙ্গলিক কর্ম্মের ব্যবস্থা কর।

[উভয়ের প্রস্থান

ছোটরাণী। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থানোদ্যোগ)

ভবানন্দ ও গোবিন্দের প্রবেশ

ভবা। (গোবিন্দকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। হাঁ মা! দাদার আগ্রা যাওয়া ঠিক হ'ল?

ছোটরাণী। হ'ল বই কি।

গোবিন্দ। কোন্ পথে যাবে?

ছোটরাণী। তা আমি কেমন ক'রে জানব?

গোবিন্দ। পথের মাঝখানে সে কাজটা—সেটাও ঠিক হ'য়ে গেল?

ছোটরাণী। কোন কাজ?

গোবিন্দ। আঃ! আশে পাশে শত্রুর লোক কান খাড়া ক'রে রয়েছে। সে কথা কি আর পাড়া জানিয়ে ব'লব? যাক্—তা সে কাজে যাবে কে? ভাল রকম খেলোয়াড় না হ'লে ত পারবে না, আর এক আধ জনেরও ত কম্ম নয়।

ছোটরাণী। এ সব কি ব'লছ গোবিন্দ! মনে মনে দুরভিসন্ধি আঁটছ? মনে ক'রেছো, তোমার বাপ মা তোমার মত নীচাশয়?

গোবিন্দ। তা হ'লে দাদা বুঝি আগ্রা সহরে বেড়াতে যাচ্ছে?

ছোটরাণী। তা নয় ত কি?

গোবিন্দ। ও হরি! দাদা চ'ল্‌লো আমোদ ক'রতে!

ছোটরাণী। আমোদ ক'রতে নয় রে মূর্খ! বাদশার সঙ্গে পরিচিত হ'তে।

গোবিন্দ। তা হলেই হ'ল। দাদা আমোদ ক'রতে আগ্রা চ'ল্‌লো, আর আমরা মালা ঠুকতে ঘরে প'ড়ে রইলুম!

ছোটরাণী। যাবার যোগ্য হ'লে তুমিও যেতে পারবে।

গোবিন্দ। ও হরি! তাই এত ফিসির ফিসির! আমি মনে ক'রেছি, কাজ হাঁসিল ক'রবার পরামর্শ হ'চ্ছে।

ছোটরাণী। ষাট—ষাট! ছি-ছি—অমন পাপচিন্তা মনের কোণেও স্থান দিও না। কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি তোমাকে এ পরামর্শ দিচ্ছে?

ভবা। দোহাই রাণী মা! আমি নই।

ছোটরাণী। ছিঃ ব্রাহ্মণ! প্রতাপ না তোমায় ভালবাসে?

ভবা। বেঁচে আছি মা—তাঁর ভালবাসার জোরেই বেঁচে আছি।

ছোটরাণী। মনে কখনও এমন পাপচিন্তা স্থান দিও না।

ভবা। দোহাই রাণী-মা! আপনাদের আশ্রয়ে এসে অবধি, আমি চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছি, তা পাপই বা কি আর পুণ্যই বা কি! নিন্, রাজকুমার! চ'লে আসুন। ছি! এ কি—কথা!—এ কি—কথা!—ছি—ছি—ছি।

অষ্টম দৃশ্য

যশোহর— প্রাসাদ-কক্ষ

বিক্রমাদিত্য ও শঙ্কর

বিক্রম। হা ঠাকুর! তোমার নাম কি?

শঙ্কর। শ্রীশঙ্কর দেবশর্ম্মা—উপাধি চক্রবর্ত্তী।

বিক্রম। বাড়ী কোথা?

শঙ্কর। প্রাসাদপুর।

বিক্রম। কোন্ জেলা?

শঙ্কর। নদে।

বিক্রম। হ্যাঁ! নদে'র লোক হ'য়ে তুমি কি না খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছ! যে দেশে রঘুনন্দনের জন্ম, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম, সে দেশের লোক হয়ে কি না লেখা-পড়া শিখলে না! ছ্যা ছ্যা! যে রকম চালাক-চতুর দেখছি, পড়া-শুনা ক'র্লে এত দিনে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হ'য়ে পড়তে।

শঙ্কর। ভাল পড়াশুনা করবার অবকাশ পাইনি।

বিক্রম। তা পাবে কখন! ও খোঁচা হাতে দেখলে মা-সরস্বতী আসবেন কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, শুধু সন্ধ্যে আহ্নিক, পুজো-আচ্ছা শাস্ত্রচর্চ্চা করবে! লোকে দেখলে ভক্তি ক'রবে। তোমাদের কি ও দানবী বিদ্যা শোভা পায়! ভাল, পারসী দপ্তরের লেখাপড়া জান?

শঙ্কর। সামান্য।

বিক্রম। বস্! তবে আর কি। ওই সামান্যতেই মেদিনী কেঁপে যাবে। ওই কলম আর মাথা—এই দুই নিয়েই বাঙ্গালীর গৌরব। কাগজে সামান্য গোটা দুই আঁচড় টানতে শিখেছিলুম, তার ফলে একটা রাজ্যকে রাজ্যই লাভ ক'রে গেল। তোমার খোঁচাখুঁচি বিদ্যা শিখলে কি আর এ সব হ'ত? মোগলের কাছে সাম্‌দোবাজী কি ঢাল তলোয়ারে চলে? বাপ! এক একটার চেহারা কি! তাদের সঙ্গে লড়াই দেওয়া কি টিংটিংে ভেতো-বাঙ্গালীর কাজ!—ও সব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও;—দিয়ে কলম ধর! আজ কলম ধ'রে বাঙ্গালী এত বড়। দায়ুদ খাঁ লড়ায়ে হেরে গেল—মোগল এসে গৌড় দখল ক'রে ব'সল। যিনি যিনি তোমার মতন খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছিলেন, সব একেবারে মোগল মিয়াদের হাতে খচাখচ। আর আমার কি হ'ল! আমি আপনার তেজে একটা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে—সেখানে ব'সে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখছিলুম।

শঙ্কর। কাকে দেখছিলেন?

বিক্রম। মোগল মিয়াদের—আবার কাকে? সমস্ত মুল্লুকটাই দেখছিলুম। মোগলরা বাঙ্গালা দখল ক'রে কি করে, তাই দেখছিলুম। হীরে-জহরৎ, বাগানবাড়ীতে ত আর মুলুক হয় না। আর কতকগুলো সেপাই পল্টন হুমকি মেরে ঘুরে ম'লেও মুলুক হয় না। মুলুক হয় এই কাগজে। দেশ লুটপাট করা হচ্ছে এক—আর রাজ্য জয় ক'রে

ভোগদখল, সে আর এক। তাতে কাগজ চাই, হিসেব-নিকেশের মাথা চাই। বাঙ্গালা মুলুক রেখে আসছে বাঙ্গালী। এক দিন একজোট হ'য়ে বাঙ্গালী কলম চাবুক দেখি, অমনি মিয় সাহেবদের বাঙ্গালা ভুস ক'রে দরিয়ায় বুড়ে যাবে। রাজা টোডরমল একজন হিসেব-নিকেশি বুদ্ধিমান্ লোক। সে বাঙ্গালা দখল ক'রে দেখলে সব আছে, কেবল মুলুক নেই। কাগজপত্র সব আমার হাতে। তখন নিজে খুঁজে খুঁজে সেই জঙ্গলে এসে আমাকে খোসামোদ ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল—বুঝেছ? নিয়ে দেওয়ানী-খানায় বসিয়ে খাতির দেখে কে? তারপর দেখ, কলমে খোঁচ মারতে শিখে কি না পেয়েছি। ও সব পাগলামো ছাড়। বাঙ্গালার ছেলে, শুধু মাথা নিয়ে সংসারে এসেছ। খোঁচাখুঁচি ছেড়ে—মাথা খেলাও

শঙ্কর। যে আজ্ঞে, এবার থেকে মাথাই খেলাব।

বিক্রম। হাঁ, মাথা খেলাও, তুমিও আমার মতন রাজা করতে পারবে। আগ্রা যাও, দিল্লী যাও, জয়পুর, কাশ্মীর, নাগপুর যাও, গিয়ে দেখ—এক একটা রাজার সিংহাসনের পাশে এক একটা পিঁড়িতে বাঙ্গালী ব'সে আছে। খাতির কত! রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে হাত ধ'রে বসায়। শুধু মাথা আর কলম। বাঙ্গালীর কলমের একটি খোঁচায় রাজ্যশুদ্ধ লোপাট। বাঙ্গালী-শক্তি জগতে দুর্লভ। কলম চালাও, মাথা খেলাও, এমন কত লোক তোমারও পায়ে গড়াগড়ি খাবে।

শঙ্কর। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য।

বিক্রম। তোমার বাপ-মা আছেন?

শঙ্কর। আজ্ঞে—না।

বিক্রম। স্ত্রী-পুত্র?

শঙ্কর। সংসারে একমাত্র স্ত্রী আছে।

বিক্রম। তাঁকে কার কাছে রেখে এসেছ?

শঙ্কর। ভগবানের কাছে।

বিক্রম। আঃ—দুর্ব্বুদ্ধি! বৌমা ঠাকরুণকে বাড়ীতে একলা ফেলে পালিয়ে এসেছ। ও বসন্ত! এ পাগলা ঠাকুরের ব্যাপার শুনেছ?

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। কি ক'রেছেন ঠাকুর?

বিক্রম। ক'রবেন আর কি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে একলা বাড়ীতে ফেলে উনি যশোরে পালিয়ে এসেছেন। বা! বা! ছেলে-বুদ্ধি আর কাকে বলে! শীগ্‌গির লোক নাও, লস্কর নাও, মাকে আন্‌তে পাঠাও।

বসন্ত। তাই ত! এমন কাজ ক'র্‌লেন কেন?

শঙ্কর। কি ব'ল্‌বো মহারাজ—অদৃষ্ট।

বিক্রম। বসন্ত! বুঝ্‌তে পারছি, এ ছোক্‌রা হ'তে হবে না। তুমি লোক পাঠাও। ঘর দাও, জমি দাও। আর দেখ, ঠাকুরকে দপ্তরখানায় একটা কাজ দাও। এখন না পারে, তুমি নিজে হাতে-কলমে শিখিয়ে দাও। কেমন বাবাজী! বৌমাকে আন্‌তে লোক পাঠাই?

শঙ্কর। সে আস্‌বে না।

বসন্ত। বেশ—আপনি যান্।

শঙ্কর। আমি যাব না।

বিক্রম। বস্! দুর্গা দুর্গম হরে।

বসন্ত। কেন—যাবেন না কেন।

বিক্রম। তাই ত বলি, বাবাজীর আমার পাগল পাগল ভাব কেন! বাবাজী আমার বৌমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন। আঃ। ও ঝগড়া ঘর ক'র্‌তে গেলে হ'য়েই থাকে। কিন্তু সে কতক্ষণ? মা'তে কি আর মা আছেন! এতদিন তোমার অদর্শনে তাঁর রাগ কোথায় গেছে, তার কি আর ঠিক আছে! গিয়ে দেখগে, বাড়ীতে তাঁর চোখের জলে এত দিনে নদী হ'য়ে গেল। ভাল বসন্ত। তুমি নিজেই না হয় মা-লক্ষ্মীকে আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

শঙ্কর। মহারাজ! আপনারা যা'কেই পাঠান, আমি না গেলে সে আস্‌বে না।

বিক্রম। তা হ'লে তুমিই যাও। কিসের অভিমান? কার ওপর অভিমান? স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্ম-কর্ম্মে, যাগ-যজ্ঞে একমাত্র সঙ্গিনী—তার ওপর অভিমান ক'রলে সংসার চ'লবে কেন? সুখ পাবে কেন? কাজে হাত আস্‌বে কেন? খেতে রুচি হবে কেন? কাছে ব'সে এটা নয় সেটা, সেটা নয় এটা, জেদ ক'রে খাওয়াবে কে? যাও বাবা! আমার নিয়ে এস। যশোর পবিত্র হোক।

শঙ্কর। মহারাজের অনুমতি, আমি আর না ব'ল্‌তে পারি না! তা হ'লে আগ্রা যাবার পর হ'য়ে যাব। আমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে অমনি রাজকুমারের সঙ্গে চ'লে যাব।

বিক্রম। উঁ! তুমিও আগ্রা যাবে?

বসন্ত। নইলে কার সঙ্গে প্রতাপকে আগ্রা পাঠা'ব! ভগবান্ তাকে সঙ্গী দিয়েছেন।

বিক্রম। বটে! তাই তুমি বোমাকে আন্‌তে নারাজ।

শঙ্কর। মহারাজ! দশ বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ হয়। এ বয়স পর্য্যন্ত আমি কখন গ্রামের বাহিরে পা দিইনি। বড় যাতনায় চ'লে এসেছি! মহারাজ! অত্যাচার দেখা সহতে না পেরে, স্ত্রীকে একলা ফেলে আপনাদের আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি। আশ্রয় পেয়েছি, আদর পেয়েছি। দোহাই মহারাজ! আর আপনারা আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না!

বিক্রম। বস্—বস্! মাকে আনবার ব্যবস্থা কর।

প্রতাপের প্রবেশ

শঙ্কর! প্রতাপকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'র্‌লুম। সঙ্গে রেখো, সুবুদ্ধি প্রদান ক'র—সুবুদ্ধি প্রদান ক'র। তারা শিবসুন্দরী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যশোর—রাজ-প্রাসাদের অন্তঃপুর

কাত্যায়নী ও প্রতাপ

কাত্যা। শুনলুম, আপনি নাকি দাদাকে ফেলে আগ্রা যাচ্ছেন ?

প্রতাপ। এইতেই বোঝ, কিরূপ প্রাণ নিয়ে আমি যশোর পরিত্যাগ ক'র্‌ছি।

কাত্যা। এমন অসময়ে দূর দেশে যাবার প্রয়োজন ?

প্রতাপ। ছোটরাজার ইচ্ছা হ'য়েছে, আমায় যেতেই হ'বে, তাতে প্রয়োজন অপ্রয়োজন নেই।

কাত্যা। পিতারও কি মত ?

প্রতাপ। পিতা ত ছোটরাজার হাতের খেলার পুতুল। তাঁর আবার মতামত কি ?

কাত্যা। কবে যাওয়া হ'বে ?

প্রতাপ। কবে কি ! আজ—এখনি ! বিদায় নিতে এসেছি।

কাত্যা। সত্য কথা ! না রহস্য ?

প্রতাপ। এরূপ গুরুতর কথায় তোমার সঙ্গে রহস্যের প্রয়োজন !

কাত্যা। তবে শেষ মুহূর্ত্তে জানিয়ে, দেখা দিয়ে, এ অভাগিনীকে মর্ম্মবেদনা দেবার কি প্রয়োজন ছিল ?

প্রতাপ। ব'ল্‌বার অবকাশ পেলুম কই।—কথা হ'য়েছে কাল, চ'লেছি আজ!—অন্য রমণীর মত স্বামি-বিচ্ছেদে কাঁদতে তোমায় ঘরে আনিনি। এনেছি, আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্থান অধিকার ক'রে

কার্য্য ক'র্‌তে। এখন তোমাকে কি ব'ল্‌তে এসেছি, শোন। তুমি সহধর্ম্মিণী, পরামর্শে মন্ত্রী, বিষাদে সান্ত্বনা, চিন্তায় অংশভাগিনী। তোমাকে কিছু গোপন করার আমার অধিকার নেই। আগ্রা আমাকে যেতেই হবে! শুন্‌লুম আমাকে জ্ঞানলাভের জন্য কিছুকাল সেখানে থাক্‌তেও হবে। তবে সেখানে গিয়ে কিছু জ্ঞানলাভ করি আর নাই করি, যাবার পূর্ব্বে এই যশোরেই আমি অনেক শিক্ষা লাভ ক'র্‌লুম; বুঝ্‌লুম, কপট-ভালবাসায় গা ঢেলে এতকাল আমি নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝ্‌তে পারিনি। বুঝ্‌তে পারিনি—রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস ক'রেও আমি দীন হ'তে দীন। আজ আমি পিতৃসত্ত্বেও পিতৃহীন। মায়াময়ী প্রেমময়ী ভার্য্যা, পিতৃবৎসল পুত্র, স্নেহের পুতুল কন্যা—এমন অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হয়েও আমি উদাসী, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য, নিত্য পরনির্ভর সন্ন্যাসী! খুল্লতাতের এক কথায় আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ ক'র্‌বো—তোমাদের ত্যাগ ক'রবো,—কোন অপরিচিত আকাশের তলদেশে, কোন্ অপরিচিত পরগৃহে নিজের অদৃষ্টকে রক্ষা ক'র্‌বো। শুধু চিন্তা—বিরহ-সহচরী চিন্তা। আমাকে আশ্বস্ত ক'র্‌তে আমি, পীড়ন ক'রতে আমি—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সঞ্চিত, দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত, সাগরতুল্য গভীর, ধরণীতুল্য দুর্ভর চিন্তা—কেবল চিন্তা।

কাত্যা। আমি কেন ছোটরাজার পায়ে ধ'রে তোমাকে যশোরে থাকার অনুমতি ভিক্ষা করি না?

প্রতাপ। ভিক্ষা!—ছি—প্রতাপের প্রাণময়ী তুমি, তার গর্ব্বিত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। তোমার ভিক্ষা! সে যে আমার। ভিক্ষা কি আমিই ক'র্‌তে পার্‌তুম না?

কাত্যা। তা হ'লে কি হবে! কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব! যখন বুঝতে পার্‌ছি—প্রভু আমার ছলে নির্ব্বাসিত, তখন এ কণ্টকময় স্থানে পুত্র-কন্যা নিয়েই বা কেমন ক'রে বাস ক'র্‌ব?

প্রতাপ। যেমন ক'রে হ'ক থাক্‌তেই হ'বে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আমি আগ্রা থেকে ফির্‌ব। কিন্তু এমন মূর্ত্তিতে ফির্‌ব না। এই রাজ-পরিচ্ছদের আবরণে পরমুখাপেক্ষী দাসমূর্ত্তি নিয়ে আমি আর যশোরে পদার্পণ কর্‌ব না। তুমি পুত্র-কন্যা নিয়ে অতি সাবধানে দিন যাপন ক'রো। যতদিন না ফিরি ততদিন পর্য্যন্ত বিন্দুমতীকে শ্বশুরালয়ে পাঠিয়ো না। উদয়াদিত্যকে একদণ্ডের জন্যেও কাছ ছাড়া ক'রো না। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখ্‌বে। আমি বসন্ত রায়ের বংশের এক প্রাণীকেও আর বিশ্বাস করি না।

উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ

উদয়। বাবা! আপনি নাকি আগ্রা যাবেন?

প্রতাপ। কে তোমাকে ব'ল্‌লে?

উদয়। রাঘব কাকার কাছে শুন্‌লুম।

বিন্দু। আগ্রা যা'বে। আগ্রা কি বাবা?

প্রতাপ। আগ্রা একটা সহর।

বিন্দু। সহর! তা এও ত আমাদের সহর। সহর ছেড়ে সহরে কেন যাবে বাবা?

প্রতাপ। দরকারে যাব মা! যতদিন না ফিরি ততদিন তোমরা সর্ব্বদা তোমাদের মায়ের কাছে থাক্‌বে! দেখ উদয়! তোমার কাকাদের সঙ্গে বড় বেশী মিশো না। তোমার ছোটদাদার কাছেও ঘন ঘন যাবার প্রয়োজন নাই।

কাত্যা। ছোটরাজা কি বুঝেছেন যে, আপনি তাঁর ওপর সন্দেহ ক'রেছেন?

প্রতাপ। না, তা বুঝ্‌তে দিইনি।. সহজে বুঝ্‌তে দেবও না। আমি আমার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি ক'র্‌ব কেন?

উদয়। আমরা না গেলে যদি আপনার ওপর সন্দেহ করেন?

প্রতাপ। কি ব'ললে উদয়াদিত্য? নিরুত্তর কেন? আবার বল। বুঝতে পেরেছ? বেশ—বড় সন্তুষ্ট হ'লুম। তা হ'লে তোমাকেই বলি। সন্দেহ করেন, নিরুপায়। তথাপি তোমাদের ত জীবনরক্ষা হ'বে।

উদয়। আমাদের তুচ্ছ জীবনের জন্য আপনার মহচ্চরিত্রে অন্যের সন্দেহ আস্‌বে!

প্রতাপ। তোমার কথায় আজ পরম পরিতুষ্ট হলুম। এমন হৃদয়বান্ পুত্র তুমি, তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেব। ভগবানের ওপর আত্মনির্ভর ক'রে কার্য্য ক'রো। ঈশ্বর! আমার প্রাণের পুতুলি—আমার জীবনসর্ব্বস্ব নয়নের জ্যোতি—অঙ্গের প্রাণোন্মাদকর স্পর্শসুখ—হৃদয়ের আবেশময়ী তৃপ্তি—সমস্ত, সমস্ত, তোমার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম। বিদায়িত করতে যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, নিজে ক'রো, তোমার রচিত এ উদ্যান-কুসুম—তোমার চরণ-রেণু-স্পর্শে চিরসৌরভময় হ'য়ে থাকুক। দেখো দয়াময়! যেন সোণার বর্ণে পিশাচহস্ত রঞ্জিত না হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহরের প্রান্তর

গোবিন্দদাস

গোবিন্দ। যাক—আর কেন? প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। যশোর ত্যাগ ক'রতে যখন আমি আদিষ্ট, তখন আর যশোরের মায়া কেন? যশোর! সুন্দর যশোর! যশোর অবস্থান ক'রেই আমি শান্তি পেয়েছি। মা আমাকে গোবিন্দের কৃপালাভের আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন! *[আহা! কি দেখ্‌লুম, মায়ের সে মধুর মূর্ত্তির ছায়া, এখনও যে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে আবৃত ক'রে রেখেছে! তার মায়া কেমন ক'রে ত্যাগ করি। মায়া মায়া—বিষম মায়া! জন্মভূমির প্রেমে আমি এমন আকৃষ্ট যে, প্রান্ত-দেশে এসেও যেতে যেতে, যেতে পার্‌ছি না। তবু চ'লে এসেছি, এক পা

এক পা ক'রে এতদূর অগ্রসর হ'য়েছি। কিন্তু শেষে এসে আমার এত দুর্ব্বলতা কেন? আর আমার পা চ'লছে না কেন? যশোরকে ফিরে দেখ্‌তে এত সাধ কেন?] * যাব বৃন্দাবনে, ব্রজের রজে গড়াগড়ি খাব, প্রভুর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে জীবন সার্থক ক'রব—হা হতভাগা মন! এমন প্রলোভনেও তুমি আকৃষ্ট হ'চ্ছ না! [কেন? এখানে কি আছে? যশোরের ভিক্ষালব্ধ অন্ন কি এত মধুর! জন্মভূমির লবণাক্ত জলেও কি এত মাদকতা! জন্মভূমির শ্যামতরুচ্ছায়া কি এতই শীতল?

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। যথার্থ ব'লেছ গোবিন্দ! জন্মভূমির কি এতই মায়া! জন্মভূমির কোলে কি এত কোমলতা! [কোন্ বৈকুণ্ঠের কোন্ শিরীষ-কুসুমে এ শয্যা বিরচিত গোবিন্দ! যে—কমলালয়ার হৃদয়-আসন ত্যাগ ক'রে, ঠাকুর আমার মাঝে মাঝে এই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে আসেন। বলতে পার গোবিন্দ? মায়ের বুকে একটি কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে, সে কুশাঙ্কুর শত বজ্রের বলে কেমন ক'রে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! মায়ের নামে বুঝি ব্রজের বাঁশীর সকল সুরই মাখান আছে! নইলে, সংসারত্যাগী হরিপদাশ্রয়ী তোমার পর্য্যন্ত এমন চাঞ্চল্য কেন?]

গোবিন্দ। আবার এলি মা! দেখা দিলি!—এত করুণা!—কিন্তু করুণাময়ী! আর কেন আমাকে লজ্জা দাও! এই ত যশোর ছেড়ে চ'লেছি মা! এক পা—এক পা ক'রে এই ত যশোরের শেষ সীমায় পা দিয়েছি। এখনও কি আমাকে অবিশ্বাস কর?

বিজয়া। তোমাকে নয় বাপ্! অবিশ্বাস করি আমাকে! [সাধুসঙ্গ—অমরাবতীর বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না, এমন মহামূল্য ধনের প্রলোভনে,—চোখের সামনে, হাতের সন্নিধানে, বহুক্ষণ কাছে থাকলে কি ছাড়তে পারব?

* [গোবিন্দ। এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কি এতই তৃপ্তি পেলি মা!

বিজয়া। কি করি বাপ্! উপায়ান্তর নাই। পদে পদে যেখানে নারীর অমর্য্যাদা; যে দেশের কাপুরুষ সে অমর্য্যাদা দেখে—শুনে শুধু চীৎকার ক'র্‌তে জানে, অন্য প্রতিকার জানে না, সেখানে অবলা মর্য্যাদা রক্ষার ভার নিজে গ্রহণ না ক'র্‌লে—ক'র্‌বে কে?] *

গোবিন্দ। বেশ তবে দাঁড়া। দেখ্‌তে বুঝি বড় সাধ হ'য়েছিল, তাই দেখা দিলি। কিন্তু তুই আজ রণরাঙ্গণী। হাতের বাঁশী অসি ক'রে' বনমালায় মুণ্ডমালা প'রে মা আমার কপালিনী!

গীত

যশোদা নাচা'তো তোরে ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকা'লি কোথা করাল-বদনী শ্যামা।
গগনে বেলা বাড়িত,
রাণী কেঁদে আকুল হ'ত
একবার তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে নাচ দেখি মা।
বামে তাথেইয়া তাথেইয়া—
সে বেশ লুকা'লি কোথা করাল বদনী। (শ্যামা)
শ্রীদামাদি সঙ্গে নাচ্‌তিস্ মা রঙ্গে'
চরণে চরণ দিয়ে একবার নাচ্ দেখি মা,
অসি ছেড়ে, বাঁশী নিয়ে একবার নাচ্ দেখি মা,
মুণ্ডমালা ফেলে, বনমালা গলায় দিয়ে
একবার নাচ দেখি মা।
করাল-বদনী শ্যামা॥ [প্রস্থান

বিজয়া। যাক্—এইবার আমি নিশ্চিন্ত। [গোবিন্দের হরি-সঙ্কীর্ত্তনে একবার গা ঢাল্‌লে আর কি প্রতাপ হ'তে অত্যাচারের প্রতিকার হ'ত! শক্তিময় বৈষ্ণব সঙ্গে প'ড়লে আর কি প্রতাপ রাজদণ্ড হাতে ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ত। প্রতাপ যদি না জাগ্রত হয়, তা হলে সতীর সতীত্ব কে রাখ্‌বে? পর্টুগীজদের হাত থেকে অপহৃত বালিকাদের কে উদ্ধার ক'র্‌বে? দস্যুর

আক্রমণ থেকে নিরীহ দুর্ব্বল প্রজাকে রক্ষা ক'রে, কে তাদের মুখের গ্রাস নিশ্চিন্ত মনে মুখে তুলতে দেবে? সে এক প্রতাপ। সে প্রতাপের হাতে অসির ঝঙ্কার—মহাকালীর মূলমন্ত্র—দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করুক! * [সে প্রতাপের মুখের অভয়বাণী বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হৃদয়ে মহাশক্তির সঞ্চার করুক।] * অসহ্য—অসহ্য! আর দেখ্‌তে পারি না—জন্মভূমির শ্যামল বক্ষে দিন দিন গভীর শেলাঘাত আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পারি না। মা করালবদনে! দুর্ব্বল-রক্ষণে দানব-দলনে চিরপ্রসারিত দশহস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ মা! একবার দেখা। যে করে মহিষাসুরের প্রকাণ্ড মস্তক শৈলসম অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছিলি, সে বাহু একবার দেখা। প্রচণ্ড মাতৃপীড়ক যে বাহুর শেলাঘাতে বিভিন্নহৃদয় হ'য়ে রক্ত বমন ক'রেছে, সে বাহু একবার দেখা।—আয় মা! জটাজুটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা লোচনত্রয়সংযুক্তা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা—আয় মা! প্রসন্ন-বদনা দৈত্যদানবদর্পহা, শত্রুক্ষয়করী, সর্ব্বকামপ্রদায়িনী—আয় মা! উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে প্রচণ্ডবলহারিণী—নারায়ণী—একবার আয় মা।

গীত

এস ফিরে এস ফিরে এস গো।
একবার পূর্ব্বকাশে মধুর হাসি হাস গো।
এসোছলি শুনি কাণে,
কবে হায় কেবা জানে,
কদাচ কখন গানে ভাস গো।
বহু দিন গেছে প্রাণ,
বঙ্গে শক্তি অবসান,
কেমনে হবে মা তোর আবাহন গান
তথাপি শঙ্করী এস,
ভগ্ন হৃদয়ে বসো
তুমি যে শ্মশান ভালবাস গো॥

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। মা!—আরতির সময় উপস্থিত।

বিজয়া। সুন্দর!

সুন্দর। কেন মা?

বিজয়া। ওই দূরে একখানা ধব্‌ধবে পা'ল দেখা যাচ্ছে না?

সুন্দর। হাঁ মা! একখানা বজ্‌রা?

বিজয়া। বজ্‌রা? কার বজ্‌রা?

সুন্দর। রাজা বসন্ত রায়ের। একখানা বজ্‌রা নয় মা! আরও অনেক বজ্‌রা ওই সঙ্গে ছিল। রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য আগ্রা যাচ্ছেন। রাজা তাকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। তেহাটার মোহানা পর্য্যন্ত এসে রাজা ফিরে যাচ্ছেন। রাজকুমারের বজ্‌রা ভৈরব ছেড়ে খোড়েয় প'ড়েছে।

বিজয়া। আগ্রা যাবে, তা চূর্ণা দে না গিয়ে খোড়েয় প'ড়্‌ল কেন? একেবারে দু'দিনের ফের! এমনটা ক'র্‌লে কেন?

সুন্দর। কেন, তা ত বল্‌তে পার্‌লুম না মা।

বিজয়া। হুঁ! তুমি প্রতাপকে দেখেছ?

সুন্দর। আজ্ঞে মা!—দেখেছি।

বিজয়া। সঙ্গে কেউ আছে—দেখেছ?

সুন্দর। সঙ্গে অনেক লোক।

বিজয়া। তা নয়—সঙ্গী?

সুন্দর। এক ব্রাহ্মণ।

বিজয়া। ভাল, সুন্দর! চাক্‌রী ক'র্‌বে?

সুন্দর। এই ত মায়ের চাক্‌রী ক'র্‌ছি! আবার কা'র চাকরী ক'র্‌ব মা?

বিজয়া। সেও মায়ের চাক্‌রী। সুন্দর! আমার ইচ্ছা—তুমি

রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্যের কার্য্য কর। তা হ'লে আমারই কার্য্য করা হ'বে। যাও—যত শীঘ্র পার, রাজকুমারের কাছে উপস্থিত হও।

সুন্দর। এখনি?

বিজয়া। শুভকার্য্যে বিলম্ব ক'র্‌বার প্রয়োজন কি?

সুন্দর। আমি গরীব, রাজার কাছে উপস্থিত হ'তে পার্‌ব কেন মা?

বিজয়া। মায়ের নাম ক'রে শুভযাত্রা কর। মা-ই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

সুন্দর। আমি ত শুধু ছিপের হা'ল ধর্‌তে জানি। আর ত কোন কাজ জানি না মা।

বিজয়া। ছিপের হা'লই ধর্‌বে। যশোরের রাজকুমার—তার ঘরে কি একখানাও ছিপ নেই!

সুন্দর। বেশ—তা হ'লে চল্লুম। পায়ের ধুলো দাও। (প্রণাম করণ)

বিজয়া। তোমার মঙ্গল হোক্। তবে দেখ—খোড়েয় থাক্‌তে প্রতাপকে ধ'রো না। খোড়ে ছেড়ে ভাগীরথীতে পড়লে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। প্রতাপ স্থানের নাম জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'ল্‌বে—যশোর। অধিকারীর নাম ক'র্‌লে, ব'ল্‌বে—যশোরেশ্বরী। কিন্তু সাবধান। আর কিছু ব'লো না। যশোরেশ্বরীর স্থান নির্দ্দেশ ক'রো না।

সুন্দর। যো হুকুম।

তৃতীয় দৃশ্য

খোড়ে নদীতীর

প্রতাপ ও শঙ্কর

প্রতাপ। তুমি কি মনে কর—ছোটরাজার মুখেও যা, মনেও তাই?

শঙ্কর। আমার ত তাই বিশ্বাস।

প্রতাপ। তুমি সরল-প্রকৃতি ব্রাহ্মণ। কায়স্থ-বুদ্ধিতে প্রবেশ করা

তোমার সাধ্য কি ? আমাকে আগ্রা পাঠাবার কি অভিপ্রায়, আমি ত সহস্র চেষ্টাতেও বুঝতে পারলুম না। [আগ্রায় গিয়ে আমি কি এত জ্ঞান লাভ ক'রব ?

শঙ্কর। অবশ্য আগ্রার ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে, নানা দেশের ভাল মন্দ পাঁচজনের সঙ্গে মিশ্‌লে, কিছু জ্ঞানলাভ হ'বে বই কি।

প্রতাপ। পথে আসতে আস্‌তে যা দেখ্‌লুম তাতেও যদি জ্ঞানলাভ না হয়, ত' সে জ্ঞান কি আগ্রা গেলে লাভ হবে ? কি দেখ্‌লুম ! জনাকীর্ণ নগর জঙ্গল হ'যেছে। বড় বড় অট্টালিকা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের বাসস্থান। নদী-তীরস্থ বাণিজ্যপ্রধান বড় বড় বন্দর জনশূন্য। * (দেবমন্দির বিধর্ম্মীদের আমোদ উপভোগের স্থান হ'যেছে।) * এইরূপ বাসন্তী সন্ধ্যায যে স্থানের আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাক্‌ত, সেথানে এখন শৃগালের বিকট চীৎকার। যার গৃহে অন্ন ছিল, যে প্রজা অর্থে সামর্থ্যে স্বচ্ছল ছিল, দেশের অরাজকতায, তার গৃহেই এখন হাহাকার ! দুর্ব্বলের সহায় হ'তে, সতীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে, নিরন্নের অন্নের ব্যবস্থা ক'র্‌তে—এ সব কাজের যদি একটাও সম্পন্ন ক'র্‌তে না পার্‌লুম, তখন রাজার পুত্র হ'যেও আমি ক'রলুম কি।]

শঙ্কর। আমার বিশ্বাস, সদুদ্দেশ্যে ছোটরাজা আপনাকে আগ্রা পাঠাচ্ছেন।

প্রতাপ। হ'তে পারে! (তুমি জান, আর তোমার ছোটরাজাই জানেন।) কিন্তু আমি ত সদুদ্দেশ্যের বিন্দু বিসর্গও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। [তুমি যাই বল শঙ্কর, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ! বড়রাজা ছোটরাজাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখেন। ছোটরাজা সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ ক'রেছেন। [আমাকে যশোর থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে নিজে শক্তি-সঞ্চয়ের চেষ্টায আছেন ! আমাকে বঞ্চিত ক'রে যশোরে নিজের ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

শঙ্কর। যথেষ্ট কারণ না পেয়ে, আগে থাক্‌তেই ছোটরাজার ওপর সন্দেহ করা আপনার ন্যায় শক্তিমানের কর্ত্তব্য নয়।

প্রতাপ। তবে আমি যশোর ছাড়্‌লুম কেন? দেশে যে সহস্র কার্য্য র'য়েছে। বিনিদ্র হ'যে প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য ক'র্‌লে সমস্ত জীবনেও যে কার্য্য নিঃশেষিত হ'ত না! সে সব কিছু না ক'রে আমি আগ্রা চল্লুম কেন? বুঝ্‌তে পার্‌লে না শঙ্কর! ছোটরাজার যদি সদভিপ্রায়ই থাকৃত, তা হ'লে কি তিনি আমার হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়ে তাতে হরিনামের মালা জড়িয়ে দেন!

শঙ্কর। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! ধার্ম্মিক, স্বার্থশূন্য, দেবহৃদয় বসন্ত রায় সম্বন্ধে প্রতাপের যদি এই ধারণা, তা হ'লে উপায়! তা হ'লে ত ভবিষ্যৎ ভাল বুঝ্‌ছি না। কি করি! প্রতাপের এ ধারণা দূর ক'র্‌তে হ'লে পিতার চরিত্র পুত্রের কাছে প্রকাশ ক'র্‌তে হয়। তাই বা কেমন ক'রে করি! কঠিন সমস্যা! বসন্ত রায়ের কাছে সে দিনের কথা গোপন রাখ্‌তে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।—(প্রকাশ্যে) রাজকুমার।

প্রতাপ। কি? বল!

শঙ্কর। আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

প্রতাপ। যোগ্য হ'লে অবশ্য রাখ্‌ব।

শঙ্কর। অযোগ্য হ'লেও রাখ্‌তে হ'বে। নিজমুখে স্বীকার ক'রেছ—তুমি দাসানুদাস। আর আমার বিশ্বাস—যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য কথা ব'লে আর প্রত্যাহার করে না।

প্রতাপ। বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি মনে ক'রেছ, আমি খুল্লতাতের উপর ঈর্ষা পোষণ ক'র্‌ছি।

শঙ্কর। প্রতাপ-আদিত্যকে আমি এত হীন জ্ঞান করি না। তবে আমার অনুরোধ—যতদিন খুল্লতাত হ'তে তোমার জীবনের আশঙ্কা না কর ততদিন পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যেক কার্য্য তোমার মঙ্গলের

জন্যই বোধ ক'র্‌তে হবে। ছোটরাজা যেন কোনও ক্রমে তোমার ভিতরে ভক্তিহীনতার চিহ্ন দেখ্‌তে না পান।

প্রতাপ। না শঙ্কর! তা ক'র্‌ব না! তা কিছুতেই ক'রব না! তা ক'র্‌লে অবনত-মস্তকে পিতৃব্য মহাশয়ের আদেশ পালন ক'রতুম না। তাঁর এক কথায় আমি যশোর ছাড়্‌তুম না।

[শঙ্কর। যুবরাজ! অমর্য্যাদা ক'রেছি, ক্ষমা করুন।

প্রতাপ। অমর্য্যাদা! শঙ্কর, তোমার ঘৃণাও যে আমার মর্য্যাদা। আমি তোমায ব্রাহ্মণ দেখি না শঙ্কর! সহোদর জ্ঞান করি।

শঙ্কর। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। * [আপনিই বাঙ্গালা স্বাধীন ক'রবার যোগ্যপাত্র।] * আশীর্ব্বাদ করি, স্বাধীন সার্ব্বভৌম মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের যশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হো'ক্‌।

প্রতাপ। তবে মাতৃভূমির কার্য্য ক'র্‌তে যদি ভক্তিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায?

শঙ্কর। সে ত আর আপনার হাত নয়। তা যদি হয, তখন বঝ্‌ব, সে মহামায়ার ইচ্ছায।

সুন্দরের প্রবেশ

প্রতাপ। এ আমরা কোথায় এসেছি, ব'ল্‌তে পার বাপু?

সুন্দর। যশোরে এসেছেন।

প্রতাপ। সে কি! যশোর যে আমরা দু'দিন ছেড়ে এসেছি!

সুন্দর। এই ত যশোর।

[শঙ্কর। আমি পথ ঘাট বড় চিনি না। কাজেই কোথায় এসেছি, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।]

প্রতাপ। এ যশোর কা'র অধিকার?

[সুন্দর। যশোর আবার ক'টা আছে! এই ত এক যশোর।

প্রতাপ। ভাল, এ যশোর কার অধিকার?]

সুন্দর। মা যশোরেশ্বরীর।

প্রতাপ। যশোরেশ্বরী!

সুন্দর। আপনারা কোন্ দেশের লোক? যশোরেশ্বরীর নাম জানেন না!

শঙ্কর। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না?

সুন্দর। হ'তে পারে। কিন্তু আজ আর হয় না। মায়ের মন্দির এখান থেকে বিশ ক্রোশ পথ তফাৎ।

শঙ্কর। মায়ের মন্দির! বাড়ী বল।

সুন্দর। মন্দিরই বলুন, আর বাড়ীই বলুন। আমরা মূর্খ মানুষ, মন্দিরই ব'লে থাকি। দেখ্‌তে চান, আজ এখানে নজর ক'রে থাকুন।

প্রতাপ। না—তা হ'লে আজ আর নয়—ফিরে এসে! আমি আর এক মায়ের মন্দির দেখ্‌বার সঙ্কল্প ক'রে চলেছি।

শঙ্কর। প্রসাদপুর জান?

সুন্দর। জানি।

শঙ্কর। এখান থেকে কত দূর?

সুন্দর। বিশ ক্রোশ!

শঙ্কর। তা হ'লে ত আজ আর কোনও মতে হয় না মহারাজ!—আজ ত আর কোনও মতে প্রসাদপুরে পৌঁছান যায় না।

প্রতাপ। বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়েই আমরা সঙ্কল্প রাখ্‌তে পার্‌লুম না। তা হ'লে কি আমাদের হ'তে কোনও কার্য্য হবার আশা রাখ?

শঙ্কর। কি ক'র্‌ব বলুন, পথে ঝড়ে প'ড়ে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। নইলে ত আজই প্রসাদপুরে পৌঁছবার কথা?

প্রতাপ। আজ কি কোন রকমে পৌঁছান যায় না?

শঙ্কর। পৌঁছবার ত কোনও উপায় দেখি না।

সুন্দর। গোলামকে যদি হুকুম ক'রেন, তা হ'লে দুপুরের পূর্ব্বেই পৌঁছে দিতে পারি।

প্রতাপ। পার?

সুন্দর। মা যদি মনে করেন, পথে যদি ঝড়-ঝাপ্টা না হয়, তা হ'লে, তার পূর্ব্বেও পারি।

প্রতাপ। তা যদি পার ভাই, তা হ'লে তুমি যা নিযে সন্তুষ্ট হও তাই দিতে প্রস্তুত আছি।

সুন্দর। তা হ'লে কিন্তু হুজুরকে বজ্‌রা ছেড়ে গোলামের ছিপে উঠতে হ'বে।

প্রতাপ। বেশ, তাতে কি! তুমি ছিপ প্রস্তুত কর! শঙ্কর! তা হ'লে আর কেন, প্রস্তুত হও। [সুন্দরের প্রস্থান

শঙ্কর। ব্যস্ত হ'বেন না মহারাজ! ভাব্‌তে দিন।

প্রতাপ। আবার ভাবাভাবি কি? ভাব্‌তে হয় তুমি ভাব, আমি দুর্গা ব'লে রওনা হই। মায়ের প্রসাদ আমার অদৃষ্টে আছে, তুমি আট্‌কালে হবে কি?

শঙ্কর। ছিপে ত বেশী লোক ধ'র্‌বে না। বড় জোর আপনি আর আমি।

প্রতাপ। ভালই ত। বেশী লোক নিয়ে গিয়ে মাকে রাত্রিকালে বিপদে ফেল্‌ব কেন?

শঙ্কর। সে জন্য নয় মহারাজ! এ পথ বড় সুগম নয়। বড়ই ডাকাতের ভয়।

সুন্দরের পুনঃ প্রবেশ

সুন্দর। হুজুর! ছিপ প্রস্তুত।

প্রতাপ। এরই মধ্যে প্রস্তুত?

সুন্দর। আজ্ঞে। হুজুর শুধু উঠ্‌লেই হয়।

শঙ্কর। আরও ছিপ দিতে পার ?

সুন্দর। আজ্ঞে পারি। ক'খানা চাই—হুকুম করুন।

শঙ্কর। যদি পঞ্চাশ খানা চাই ?

সুন্দর। পঞ্চাশ খানা। বেশ—তাও পারি। এখনই কি দরকার হুজুর ?

শঙ্কর। বেশ, এখনি।

সুন্দর। যে আজ্ঞা। তা হ'লে একবার নাগ্‌রা দিতে হ'বে।

প্রতাপ। থাক্, আর নাগ্‌রা দিতে হবে না। এ পথে কি ডাকাতের ভয় আছে ?

সুন্দর। আজ্ঞে, অল্প-স্বল্প আছে।

প্রতাপ। তা হ'লে একখানা ছিপ নিয়ে যেতে কেমন ক'রে সাহস ক'রছিলে ?

সুন্দর। আজ্ঞে, সাহস হুজুরের শ্রীচরণ, আর গোলামের বোটে।

শঙ্কর। তা হ'লে তোমরাই ?

সুন্দর। আজ্ঞে, ঠিক আমরাই নয়, তবে—হাঁ হুজুর যখন ব'লছেন তখন—হাঁ।

প্রতাপ। হাঁ কি ? তোমরা কি ?

সুন্দর। আজ্ঞে—বোম্বেটে।

প্রতাপ। তোমরাই ডাকাত ?

সুন্দর। আজ্ঞে—গোলাম ডাকাতের সর্দ্দার।

প্রতাপ। এ পৈশাচিক ব্যবসায় ত্যাগ ক'রতে পার না ?

সুন্দর। আজ্ঞে—ত্যাগ ক'রব ব'লেই ত মহারাজের আশ্রয় নিতে এসেছি।

প্রতাপ। আশ্রয় কেন—তোমরা আমার হৃদয় নাও। ডাকাতি পরিত্যাগ কর।

সুন্দর। যো হুকুম। (প্রণাম করণ)

শঙ্কর। তা হলে ক'খানা ছিপ হুকুম করব ?

প্রতাপ। তা হ'লে আর বেশী কেন ? যে ভয়ে বেশী দরকার তা'ত চুকে গেল।

সুন্দর। বেশ—গোলামকে হুকুম করুন—দশখানা শতী ছিপ সঙ্গে নিন। তা হ'লে দশ শতকে হাজার লোক আপনার সঙ্গে থাকবে, কাজ কি! মনে যখন খট্‌কা উঠেছে, তখন সাবধান হওয়াই ভাল।

প্রতাপ। তোমার নাম কি ?

সুন্দর। আজ্ঞে—গোলামের নাম সুন্দর।

প্রতাপ। বেশ, সুন্দর। তুমি দশখানা ছিপ প্রস্তুত কর।

সুন্দর। যো হুকুম।

সুন্দরের বংশীধ্বনি ও দস্যুগণের প্রবেশ

দশ শতী।

দস্যুগণ। যো হুকুম। [দস্যুগণের প্রস্থান

সুন্দর। তা হ'লে আস্‌তে আজ্ঞা হয় হুজুর!

প্রতাপ। চল। [সুন্দরের প্রস্থান

[শঙ্কর। আগ্রা যাবার মুখে সুন্দর আমার প্রথম লাভ। তার পর মায়ের প্রসাদ। তারপর—মা যশোরেশ্বরী! জানি না, তুমি কে? কোথায়? সুন্দর তোমার অনুচর। জানি না, তুমি কেমন শক্তিময়ী! এ কি তোমারই লীলাভিনয়? তা হ'লে কোথায় আমার গতির পরিণাম? মা! তোমার সেই অজ্ঞাত অধিষ্ঠান-ভূমির উদ্দেশে তোমার অধম-সন্তান প্রণাম করে।]

চতুর্থ দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের বাটীর সম্মুখ

স্থ্যকান্ত

সূর্য্য। নবাবের লোক দুই দুইবার দাদার ঘর লুটতে এসে, হেরে পালিয়েছে। তার পর আজ মাসখানেক হ'ল সব চুপ। কোন সাড়া-শব্দ নেই। এতটা চুপ ত ভাল নয়! নবাব যে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে হেরে অপমানিত হয়ে চুপ ক'রে থাকে, এটাত' কোনও মতে বিশ্বাস হয় না। সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হ'য়ে নায়েবের কাছারী লুট ক'রেছে। নায়েব, ত'শীলদার, কারকুন, গোমস্তা—সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে। সবাই জানে—তাদের দাদার বলে বল। হতভাগ্য প্রজা দেশত্যাগের সময় দাদার অজ্ঞাতসারে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। দাদা নিজে কিছু জানেন না। কিন্তু নবাবের লোক সকলেই ত জানে, এ বিদ্রোহিতার মূলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। প্রতিশোধ নিতে দুই দুইবার দাদার ঘর আক্রমণ ক'রেছে! গুরুর কৃপায় দুই দুইবার তা'দের হটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এমন ক'রে ক'দিনই বা ঘর রক্ষা করি। যারা আমার বিপদে সহায়, দুই দুইবার বুক দিয়ে যারা আমাকে বিপদে রক্ষা ক'রেছে, তারা সকলেই গরীব। দিন আনে, দিন খায়। ক'দিনই বা তারা না খেয়ে আমার ঘর আগলাতে ব'সে থাকে? কাজেই তাদের রেহাই দিয়েছি! কিন্তু রেহাই দিয়ে অবধি আমার প্রাণ কাঁপছে! যদি নবাব আবার আক্রমণ ক'রতে লোক পাঠায়! যদি কি! নিশ্চয় পাঠা'বে। নবাব কি অপমান ভুলে গেল? চারদিক্ নিস্তব্ধ। প্রকাণ্ড ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণের মত চারিদিক্ নিস্তব্ধ! যদিই প্রবল বেগে ঝড় আসে। আমি যে মাতৃরক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছি! যদি রক্ষা ক'রতে অপারগ হই! মা ভবানী—মনে ক'রতেই প্রাণ কেঁদে ওঠে। মাকে যদি হারাই

সমস্ত বাঙ্গালা পেলেও তা'র বিনিময় হ'বে না। হাজার সেরখাঁর শিরশ্ছেদ ক'রলেও প্রতিশোধ হ'বে না। মা রক্ষা কর—সতীরাণী! পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা কর। কি খবর ?

সুখময়ের প্রবেশ

সুখ। খবর ঠিক, যা ভয় ক'রেছ, তাই। সেরখাঁ হুকুম দিয়েছে,—যে তোমাকে বেঁধে আনবে, সে হাজার টাকা বকসিস্ পাবে! যে মাকে রাজমহলে হাজির কর্‌তে পার্‌বে, সে প্রসাদপুর জায়গীর পাবে।

সূর্য্য। তা হ'লে ত বড়ই বিপদ!

সুখ। বিপদ বৈ কি!—এবারে এমন ভাবে আসছে, যাতে শুধু হাতে আর ফির্‌তে না হয়। এবারে বিশেষ রকম আয়োজন।

সূর্য্য। কবে আস্‌বে ব'ল্‌তে পার ?

সুখ। আজ কালের মধ্যে। উদ্যোগ, আয়োজন সব ঠিক! তারা কেবল এতদিন অন্ধকারের সুযোগ খুঁজ্‌ছিল। আজকে অমাবস্যা, কাল প্রতিপদ। হয় আজ, না হয় কাল।

সূর্য্য। তা হ'লে ত আরও বিপদ। লোকজন ত কেউ নেই।

সুখ। কেউ নেই! সবাই প্রায় অগ্রদ্বীপের মেলায় বেচাকেনা ক'র্‌তে গেছে।

সূর্য্য। তা হ'লে তুমি এক কাজ কর। মাকে এই বেলায় সরিয়ে নিয়ে যাও!

সুখ। যাব কোথায় ?

সূর্য্য। আপাততঃ যেখানে নিরাপদ বোধ কর। তার পর যশোরে—দাদার কাছে।

সুখ। আর তুমি ?

সূর্য্য। মাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পার্‌লে পাপিষ্ঠগুলোকে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘর লুটতে আসার মজাটা টের পাইয়ে দিই। তেঁতুল গাছের

ঝোপ থেকে তীর ছুঁড়বো। শালারা সাত রাত খুঁজলেও বার ক'রতে পারবে না। একটাকেও ফিরতে দেব না।

সুখ। তা হ'লে আমি নিয়ে যাই?

সূর্য্য। এখনি! বিলম্ব করলে বিপদ ঘটতে পারে।

[সুখময়ের প্রস্থান

মা! রক্ষা কর, জগজ্জননী সতীরাণি। পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা কর!

সুখময়ের মাতার প্রবেশ

সু, মা। এই যে সূর্য্যি! হাঁ-রে সূর্য্যিকান্ত।

সূর্য্য। কেন মাসী?

সু, মা। বলি গাঁয়ে আছিস, না শঙ্কর বামুনের মত পালিয়েছিস?

সূর্য্য। কেন, হ'য়েছে কি?

সু, মা। আমি মনে ক'রলুম, শঙ্কর বামুন বউ ফেলে পালা'ল, তোরাও দেখাদেখি দেশত্যাগী হ'লি।

সূর্য্য। কেন—পালা'ব কেন—কার ভয়ে পালা'ব?

সু, মা। যদি না পালা'বি, তা হ'লে এমনটা হ'ল কেন?

সূর্য্য। কি হ'য়েছে?

সু, মা। গাঁয়ে থাকতে আমার মাই-দুধের অপমান ক'রলি?

সূর্য্য। আরে মর, হ'য়েছে কি?

সু, মা। লোকে বলে—গয়লা-বউ! শঙ্কর, সূর্য্যি তোর দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ ছেলে, তোর আবার ভাবনা কি? তোরা থাকতে আমার অপমান!

সূর্য্য। কে অপমান ক'রলে?

সু, মা। সুখোকে বঞ্চিত ক'রে তোদের দুধ খাওয়ালুম—সুখো একলা খেলে এতদিনে কুম্ভকর্ণ হ'য়ে যেত!

সূর্য্য। আরে মর্, হ'ল কি?

সু, মা। গয়লা-বুড়ো বেঁচে থাক্‌লে কি, কেউ আমাকে একটা কথা ব'লতে পারত!

সূর্য্য। কে কি ব'লেছে?

সু, মা। সেবারে পঞ্চাননতলায় পাঁঠার মুড়ি নিয়ে লড়াই। এক দিকে হাজার লেঠেল, আর এক দিকে তোর মেসো। পাঁঠার মুড়ি নিয়ে টানাটানি আর লড়ালড়ি। তোর মেসোর লাঠি খেলা দেখে হাজার লেঠেলের তাক্ লেগে গেল। পাঁঠার মুড়ি ধড়্ ছেড়ে তোর মেসোর হাতে এসে 'ব্যাঃ ব্যাঃ' ক'রতে লাগ্‌ল।

সূর্য্য। বলি, কি হ'ল বল্!

সু, মা। হরিহরপুরের বোসেদের বাড়ী ডাকাতি।—সে কি যেমন তেমন ডাকাতি। বোসেদের দেউড়ীতে কুক মেরে লাঠি ঘুরুলে, আর মদন ঘোষের নূতন ঘরের দেওয়াল ঝর্ ঝর্ ক'রে ভেঙ্গে গেল। বোসেরা ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে প'ড়ল। বুড়োর তখন জ্বর। জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে বুড়ো ছুটলো। আর এগারটা ডাকাত পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ীর উঠোনে না ফেলে, আবার জ্বরে ধুকতে লাগল।

সূর্য্য। না—এ বেটী বড়ই ভোগালে।

সু, মা। তবু সে তালপুকুর চুরির কথা কইনি—তোর বাপ তখন কেষ্টগঞ্জের নায়েব। একদিন এমনি সন্ধ্যেবেলায় হম্‌কো-ধম্‌কো হ'য়ে ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে প'ড়ল! ব'ললে—"জগন্নাথ দাদা, ফতেপুরের কাইমণি বাবুর একটা পুকুর চুরি ক'রতে পার?" তোর মেসো ব'ল্‌লে—'খুব পারি।' তোরে আর কি বলবো রে বাবা! সেই এক রাত্রের ভেতরে, তালপুকুর বুজিয়ে, মাঠ ক'রে তাতে মটর বুনে, ভোর না হ'তে বাড়ী এসে খড় কাটতে ব'সে গেল। সেই তার তোরা থাকতে আমার কিনা অপমান! আমার বাড়ীতে পেয়াদা ঢোকে।

সূর্য্য। কখন্ ?

সু, মা। কেন—এই অপরাহ্ণে! কল্যাণী ব'লেছিল—'মাসী অনেক দিন চুল বাঁধিনি। চুলে জটা হয়েছে, ছাড়িয়ে দে।' আমি শুধু খেয়ে উঠে, একটা পান মুখে দিয়ে কালান্দীর মতন জাবর কাট্‌তে কাট্‌তে বৌমার চুলের গোছায় হাতটি দিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে তিন বেটা পেয়াদা এসে উপস্থিত। এসেই, আমার সুমুখে বৌমার গায়ে হাত দিতে চায়।

সূর্য্য। তারপর—তারপর ?

সু, মা। তারপব আবার কি! ভাগ্যি কাস্তে বঁটী কাছে ছিল, তাইতে ত মান রক্ষে হ'যেছে।

সূর্য্য। যাক্—গায়ে হাত দিতে পারেনি ত ?

সু, মা। ইস্! গাযে হাত দেবে! আমি শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর মাসী-- আমার সুমুখে তার বৌযের গায়ে হাত দেবে! যে বেটা হুম্‌কি মেরে' এসেছিল, তার নাকটা বঁটী দিযে চেঁচে নিযেছি। যে বেটা হাত তুলেছিল, তাকে জন্মের মত নুলো ক'রে দিয়েছি! আর এক বেটা তামাসা ক'রেছিল, বেটার কানে এক মোচড়! বেটা 'বাপরে মারে' ক'রে পা'লাল, কিন্তু কান বাবা আমার হাতে আট্‌কে রইল।

সূর্য্য। বড় মান রক্ষা করেছিস্ মাসী।

সু, মা। বলিস্ কি! মান রাখব না—আমি কেমন লোকের মাসী, কেমন লোকের ইস্ত্রী। তবে কি জানিস্ বাপ সূর্য্যিকান্ত। আমি গেরস্তোর বৌ—পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া—বড় নজ্জা করে।

সূর্য্য। যাক্—আর তোকে ঝগড়া ক'র্‌তে হ'বে না, আমি আর ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সু, মা। তা হ'লে আমি এখন একবার বাইরে যেতে পারি ?

সূর্য্য। যা।

স্থ, মা। দেখিস, যেন দেউড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। অরাজক —অরাজক। নইলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘরে পেযাদা ঢোকে। [প্রস্থান

সূর্য্য। এ ত' দেখছি ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। কেন মা?

কল্যাণী। তুমি নাকি আমাকে স্থানান্তরে যেতে আদেশ ক'রেছ?

সূর্য্য। কেন, তুমি ত সব জান মা। একটু আগেই ত ব্যাপার বুঝতে পেরেছ। বিশেষতঃ আজ অমাবস্যা, তার ওপর আকাশে দুর্য্যোগের লক্ষণ, লোকবলও আজ বেশী নেই—আমি আর সুখময়।

কল্যাণী। কোথায় যাব?

সূর্য্য। সুখময় যেখানে তোমায় নিয়ে যাবে।

কল্যাণী। সে স্থানে কি বিপদের ভয় নেই?

সূর্য্য। (স্বগতঃ) এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন!

কল্যাণী। চুপ ক'রে রইলে কেন—বল?

সূর্য্য। অবশ্য আপাততঃ নিরাপদ।

কল্যাণী। আমি যাব না সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। আজকের দিনটে নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারলে কাল আমি তোমাকে যশোরে পাঠিয়ে দিই।

কল্যাণী। যশোরে পাঠানই যদি আমার স্বামীর অভিপ্রায় থাকৃত, তা হ'লে তিনি কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন না? প্রসাদপুরের টিকটিকিটিকে পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন; আমাকে ঘরে ফেলে রেখে গেলেন কেন? স্বামী কি আমার এতই নির্ব্বোধ যে, ফেলে যাবার সময় এটা বুঝতে পারেন নি যে, তাঁর স্ত্রী বিপদে প'ড়তে পারে? আর যদি বিপদে পড়ে ত তাকে রক্ষা ক'রতে কেউ নেই।

সূর্য্য। দোহাই মা! দাদার ওপর অভিমান ক'রো না।

কল্যাণী। অভিমানই করি, আর যাই করি, সূর্য্যকান্ত! আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সূর্য্য। মা সন্তানের ওপর দয়া কর।

কল্যাণী। না সূর্য্যকান্ত। এ দয়ামায়ার কথা নয়—ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা। অন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে আমি যে নিরাপদ হ'ব, যখন তুমি এ কথা ব'ল্‌তে পার্‌ছ না, তখন তুমি বীর হ'য়ে কেমন ক'রে আমার জন্যে অপর এক পরিবারকে বিপদে ফেল্‌তে চাও? এই কি তোমার গুরুর অভিপ্রায়?

সূর্য্য। মা! আমি সন্তান! আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমার অনুরোধ রক্ষা কর।

কল্যাণী। এ অন্যায় অনুরোধ সূর্য্যকান্ত! তার চেয়ে তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি এই স্বেচ্ছায় গৃহীত ভার পরিত্যাগ কর। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার জীবন-মরণে দেশের কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। তুমি বেঁচে থাক্‌লে দেশের অনেক কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে। তুমি আমা হ'তেও আমার স্বামীর আদরের সামগ্রী।

সূর্য্য। দোহাই মা! যাও আর না যাও, সন্তানকে আর মর্ম্মপীড়া দিও না।

কল্যাণী। অভিমান নয় সূর্য্যকান্ত! যে কার্য্যের ভার নিয়ে স্বামী আমাকে ফেলে গেছেন তাতে কোন্ সাহসে তাঁর ওপর অভিমান করি! তবে কোথায় যাব—কেন যাব? মৃত্যু? বল দেখি সূর্য্যকান্ত! মৃত্যুর যোগ্য এমন পবিত্র স্থান আর কোথায় আছে? তা হ'লে স্বামীর ঘর—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ—এমন স্থান ত্যাগ ক'রে কোন্ অপবিত্র স্থানে ম'র্‌তে যাব কেন? সূর্য্যকান্ত! বাপ্‌! আশীর্ব্বাদ করি—দীর্ঘজীবি হও; তোমার দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন হোক্—স্পর্শে পিশাচের অস্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক্, তুমি আমাকে এ স্থান ত্যাগ ক'রতে অনুরোধ ক'রো না।

সূর্য্য। তবে পায়ের ধুলো দাও। ঘরে যাও—দোর বন্ধ কর।

কল্যাণী। মা শঙ্করী তোমাকে রক্ষা করুন।

সূর্য্য। সুখময়!

সুখময়ের প্রবেশ

সুখময়। চুপ্—দাদা! শীগ্গির অস্ত্র নাও, মা স'রে যাও, বড়ই বিপদ।

কল্যাণী। মা শঙ্করী! তোমার মনে এই ছিল!

সূর্য্য। ভয় নেই মা! এ দু'জন সন্তানের জীবন থাকতে, কেউ তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌তে পারবে না।

কল্যাণী। তোমরাও নিশ্চিন্ত থাক বাপ্! কল্যাণী বামনীর দেহে প্রাণ থাকতে কোন শয়তান তার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না! তোমরা কেবল যথাশক্তি আমার স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

পঞ্চম দৃশ্য

প্রসাদপুর—পথ

প্রতাপ ও শঙ্কর

প্রতাপ। এই ত তোমার প্রসাদপুর?

শঙ্কর। প্রসাদপুর বটে, কিন্তু রাতও দুপুর।

প্রতাপ। তা হোক, প্রসাদ আমাকে আজ পেতেই হ'বে।

শঙ্কর। এ যে অত্যাচার! এত রাত্রে কোথায় কি পা'ব?

প্রতাপ। সে ভাবনা তোমায় ভাব্‌তে হ'বে না। মায়ের কাছে সন্তান যাচ্ছে, ভাব্‌তে হয়, মা ভাব্‌বেন! [কমল!

কমলের প্রবেশ

তোমার কাছে যে পেঁট্‌রাটা রেখেছিলুম?

কমল। সেটা এই হুজুরের কাছে রেখেছি মহারাজ।

শঙ্কর। এ সব আবার কি মহারাজ ?

প্রতাপ। দেখ শঙ্কর! বাল্যকাল হ'তে আমি মাতৃহীন। বড় আক্ষেপ—কখন তাঁর সেবা কর্‌তে পাইনি। যদি ভাগ্যবশে আবার তাঁকে লাভ ক'র্‌তে চ'লেছি, তখন শুধু-হাতে কেমন ক'রে তাঁর চরণ স্পর্শ করি!

শঙ্কর। মহারাজ! এ ত' ভালবাসা নয়—এ যে উৎপীড়ন!

প্রতাপ। স্বেচ্ছাচারী বাঙ্গালার ভূঁইয়াদের উৎপীড়ন কে না সহ্য করে শঙ্কর? যাও ভাই! আমি মাতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি এনেছি! প্রাণ ধ'রে স্ত্রীকেও দিতে পারিনি, সমস্ত আজ মায়ের চরণে অঞ্জলি দেব। যাও, আর বেশী রাত ক'রো না। আমি ক্ষুধার্ত্ত। [শঙ্করের প্রস্থান
কমল! সবাইকে ব'লে দাও, তারা যেন কোলাহলে গ্রামবাসীদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে।

কমল। ব্যাঘাত ক'র্‌বে না কি? গ্রামে হৈহৈ রৈরৈ প'ড়ল ব'লে।

প্রতাপ। কারণ?

কমল। সব শালা বোম্বেটে চুলবুল ক'রছে, গোলমাল বাধ্‌লো বাধ্‌লো হ'য়েছে।

প্রতাপ। কেন?

কমল। আর কেন—স্বভাব। সুমুখে তারা একখানা বজ্‌রা দেখেছে —আমীর ওমরাওয়ের বজ্‌রার মতন বজ্‌রা। শিকারী বেড়াল,—তারা কি তাই দেখে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে? সব শালার গোঁফ ন'ড়্‌ছে। আপনি স'র্‌বেন, আর বজ্‌রাও লট হ'বে। ওই যে সর্দ্দার আস্‌ছে।]
সুন্দরের প্রবেশ

প্রতাপ। সুন্দর! নদীতে একখানা বজ্‌রা দেখ্‌লে?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর—দেখ্‌লুম?

প্রতাপ। কার বজ্‌রা—জেনেছ?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর—জেনেছি। আর জেনে হুজুরকে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

প্রতাপ। কার বজ্‌রা?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর—আমার বাবার।

প্রতাপ। তোমার বাপ বর্ত্তমান আছে?

সুন্দর। আজ্ঞে—নেই জানতুম, এখন দেখি আছে। বজ্‌রার মাঝিকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—কার বজ্‌রা? ভেতর থেকে কে বল্‌লে—"তোর বাবার" হুজুর! হুকুম করুন, বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

জনৈক পথিকের প্রবেশ

পথিক। আপনি কে মহাশয়?

প্রতাপ। আমি একজন বিদেশী।

পথিক। কোন উপায়ে এক সতীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে পারেন?

প্রতাপ। সে কি রকম?

পথিক। ব'ল্‌বার সময় নেই। এতক্ষণে বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল। এই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ—নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী—তাঁর স্ত্রী সতীমূর্ত্তি। দুরাত্মা ত'শীলদার তাঁকে অপহরণ ক'রতে এসেছে। রাজমহলে নবাবের কাছে পাঠাবে। সে ব্রাহ্মণ বাড়ী নেই, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে রক্ষা করুন।

প্রতাপ। শঙ্করের ঘরে দস্যু! লোক কত?

পথিক। অন্ধকার—ঠিক ক'রে ত বল্‌তে পার্‌ছি না, তবে চার পাঁচশোর কম নয়।

কমল। মহারাজ!—

পথিক। মহারাজ! (পদতলে পড়িয়া) দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন। সে ব্রাহ্মণ এ গ্রামের প্রাণ, তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হ'চ্ছে, দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

সুন্দর। তা হ'লে এও সেই ত'শীলদারের বজ্‌রা!

প্রতাপ। সুন্দর! এখনি বজ্‌রা আটক কর।

সুন্দর। যো হুকুম!

প্রতাপ। কমল! আমার হাতিয়ার? (কমলের হাতিয়ার প্রদান)

পথিক। মহারাজ! তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আমি সোজা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

প্রতাপ। বেশ—চল।

পথিক। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন! ঈশ্বর আপনাকে রাজরাজেশ্বর ক'র্‌বেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রসাদপুর—শঙ্করের অন্তঃপুর

সূর্য্যকান্ত ও কল্যাণী

সূর্য্য। আর ত তোমাকে বাঁচাতে পারি না মা! অগণ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ। আমরা সবে দুইজন। যথাশক্তি প্রবেশপথ রোধ ক'রেছি। সুখময় আহত, আমারও শরীর ক্ষতবিক্ষত। পাষণ্ডেরা দেউড়ীর কবাট ভেঙ্গে ফেলেছে। বাড়ীতে ঢুকেছে। আর যে রক্ষা ক'র্‌তে পারি না মা!

কল্যাণী। কি ক'র্‌বে বাপ! আমার অদৃষ্ট! মানুষে যা না পারে, তুমি তাই ক'রেছ। আমার পানে আর চেও না। সূর্য্যকান্ত! তুমি আত্মরক্ষা কর।

সূর্য্য। এ কি মা! মৃত্যুকালে আর বাক্যযন্ত্রণা দাও কেন? যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ কোন দুরাত্মাকে এ ঘরে প্রবেশ কর্‌তে দেব না।

কল্যাণী। গুরুভক্ত বীর! পুত্রাধিক প্রিয় যে তুমি। আমার চোখের সম্মুখে তোমার এ দেব-দেহ পিশাচের অস্ত্রে খণ্ডিত হ'বে! অকৃত্রিম গুরুভক্তির কি এই পরিণাম!

সূর্য্য। আমার জন্ত ভাববার সময় নেই মা! (নেপথ্যে কোলাহল) ওই গেল!—সুখময় আহত অবস্থাতেই মাঝের দোর রক্ষা ক'রছিল, তাও গেল। কি হবে মা, কি হ'বে! বুঝতে পারছি, আমারও মৃত্যু। কিন্তু মা, তারপর? আমার সকল পূজা—সমস্ত সাধনা—পিতৃতুল্য গুরু—তাঁর পত্নী তুমি—তোমাকে পিশাচে অপহরণ ক'রবে!

কল্যাণী। অপহরণ ক'রবে!—কাকে?—আমাকে? ভয় নেই সূর্য্যকান্ত! প্রাণ থাক্‌তে কি শঙ্কর-গৃহিণী—বাঘিনী অপহৃত হয়? তবে তোমার মর্য্যাদা। মা সতীকুলরাণি! ভক্তবৎসলে! গুরুভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ও কোলাহল)

সূর্য্য। এ কি হ'ল, বন্দুক ছোঁড়ে কে? (ঘন ঘন বন্দুক-শব্দ ও আর্ত্তনাদ-শব্দ) এ কি হ'ল—এ কে এল!

কল্যাণী। মুখ রেখো মা! দোহাই মা! আর ব'ল্‌তে পারছি না—মুখে বাক্য আস্‌ছে না। অন্তর্য্যামিনি! মন বুঝে আশ্রয় দাও।

সূর্য্য। আমি চল্লুম! তুমি দরজা দাও। যদি না ফিরি, নিজের ভার নিজে গ্রহণ কর'। [প্রস্থান

কল্যাণী। দোহাই দীনতারিণি! আমার স্বামী চিরদিন তোমার সেবাতেই কাল কাটিয়েছে। তোমার মানবী মূর্ত্তি সহস্র সতীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছে! দোহাই মা! তোমার চির ভক্তকে পদাশ্রয় হ'তে ফেলে দিওনা। (দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

সূর্য্য। (নেপথ্যে) মা! মা! আত্মরক্ষা কর—আমি বন্দী।

কল্যাণী। ইচ্ছাময়ি! এই কি তোর ইচ্ছা? আমার মৃতদেহ পিশাচে স্পর্শ কর্‌বে? ভাল—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! (অস্ত্রগ্রহণ—দ্বারভঙ্গ-শব্দ) কিন্তু আত্মহত্যা ক'রব কেন? শঙ্কর আমার স্বামী, আমাতে কি সে দানবনাশিনী শক্তির একটিমাত্র কণারও অস্তিত্ব নেই?

দ্বার ভঙ্গ করিয়া নবাব অনুচরগণের প্রবেশ

১ম অনু। বস্! ইয়া আল্লা কেয়া তোফা! বিবিসাহেব ঠিক আছে। বিবিসাহেব! সেলাম। নবাব তোমার জন্যে তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন—উঠ্‌বে এস।

কল্যাণী। আগে তোদের নবাবকে তার শ্মশ্রু দিয়ে সে তাঞ্জামের পাপোস্ প্রস্তুত ক'রতে বল্, তবে উঠ্‌ব।

১ম অনু। তবে বেয়াদবী মাফ্ হয়—আমাকে জোর ক'রে তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে হ'ল।

কল্যাণী। সাবধান সয়তান! যদি জীবনে মমতা থাকে, তা হ'লে আর এক পদও অগ্রসর হ'স্‌নি!

অনু। তবে রে শয়তানি!—(আক্রমণোদ্যোগ)

প্রতাপের প্রবেশ, বন্দুক শব্দ ও অনুচরগণের পতন

কল্যাণী। এখনও বল্‌ছি ফের্—নরাধম—শয়তান (প্রতাপকে আক্রমণোদ্যোগ)

প্রতাপ। মা! মা! আমি সন্তান। আমাকে হত্যা করো না।

বেগে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। কল্যাণি! কল্যাণি!—

কল্যাণী। ~~কাঁপা কাঁপা~~—তুমি! তুমি!—প্রভু কোথা থেকে?

শঙ্কর। পরে শুন্‌বে রাজ-অতিথি সম্মুখে, চল, তাঁর আতিথ্য-সৎকার ক'র্‌বে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যশোহর—পথ

প্রতাপ

প্রতাপ। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর আবার আমি যশোরের ফিরে এলুম। স্নিগ্ধ, চিরশান্তিময় মাতৃভূমির ক্রোড়ে আবার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লুম। যশোরের এ সলিল-সিক্ত মৃত্তিকাস্পর্শে কি আনন্দ! কেদারবাহিনী মৃদু-কল-নাদিনী সহস্রতটিনী-সেবিত যশোরের শ্যাম-প্রান্তর! কিছুতেই তোমাকে ভুল্‌তে পারলুম না। আগ্রার ঐশ্বর্য্যময়ী হেম-অট্টালিকা, নন্দন লাঞ্ছন অপ্সরাগার উদ্যান, কিছুতে কোন প্রলোভনে আমাকে যশোরের শ্যামসৌন্দর্য্য ভোলাতে পারে নি। মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য জড়ান আছে, তা ত জানতুম না। মা! তোমাকে নমস্কার, কোটি কোটি নমস্কার—আবার নমস্কার! কিন্তু কি করি, কেমন করে, যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা করি? ক'র্‌তেই হ'বে—যেমন ক'রে হো'ক কর্‌তেই হবে। [* মান যাক্, যশ যাক্, প্রতিষ্ঠা যাক্ তথাপি বঙ্গভূমিকে শত্রু-পদদলন থেকে রক্ষা ক'র্‌তেই হ'বে।] *

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

কতদূর কি ক'রে উঠ্‌লে সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। পাঁচ হাজার সৈন্য মাত্‌লার জঙ্গলের ভেতর রেখে এসেছি।

প্রতাপ। অত দূরে রেখে এলে প্রয়োজন মত পাবে কেন?

সূর্য্য। মহারাজের আদেশমাত্র এখানে এনে উপস্থিত ক'র্‌ব।

পঞ্চাশখানা শতী ছিপ নিয়ে সুন্দর বিদ্যাধরীর এ পারে অবস্থান ক'রছে। হুকুমমাত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ পাঁচ হাজার সৈন্য যশোরে এসে উপস্থিত হ'বে। এত সৈন্য যশোরের কাছে রাখ্‌লে পাছে কেউ সন্দেহ করে, এই ভয়ে কাছে আন্‌তে সাহস করিনি।

প্রতাপ। রাজমহলের সংবাদ কিছু রেখেছ?

সূর্য্য। রেখেছি। সেরখাঁ প্রতিশোধ নেবার জন্য পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যশোরে রওনা ক'রেছে।

প্রতাপ। সে সম্বন্ধে করছ কি?

সূর্য্য। হাজার গুপ্তসেনা নিয়ে মামুদকে তাদের গতির উপর লক্ষ্য রাখ্‌তে ব'লেছি! পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সুখময় বারাসতে অবস্থান ক'রছে। শাল্‌কের পশ্চিমে আছে ঢালীপতি মদন।

প্রতাপ। ছোটরাজা সেরখাঁর খবর রেখেছেন?

সূর্য্য। শুনেছি, সেরখাঁ-প্রেরিত দূত যশোরে এসেছে। রাজা নাকি অর্থ উপঢৌকন নিয়ে সেরখাঁকে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। টাকা দেওয়া হ'য়েছে কি?

সূর্য্য। এখনও হয়নি! তবে কা'ল টাকা দেবার শেষ দিন। আজ থেকে সাত দিনের ভেতর টাকা রাজমহলে পৌছান চাই।

প্রতাপ। তুমি এখনি যাও। যত শীঘ্র পার, যশোরের ধনাগার অবরোধ কর। সাবধান! যশোরের এক কপর্দ্দকও যেন সেরখাঁর নিকটে উপস্থিত না হয়। সেরখাঁর গতিরোধের ভার আমি নিজহস্তে গ্রহণ ক'র্‌লুম।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা। সূর্য্যকান্তের প্রস্থান

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। মহারাজ!

প্রতাপ। কি খবর?

সুন্দর। সেনাপতি কোথায় গেলেন ?

প্রতাপ। তিনি যশোরে গেলেন! কি ব'ল্‌তে চাও, আমাকে ব'ল্‌তে পার। আমি এখন সেনাপতি! সেরখাঁর ফৌজের কি সন্ধান পেয়েছ ?

সুন্দর। নবাব শাল্‌কে এসে পৌছেচে।

প্রতাপ। তার ভাগীরথী পার হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

সুন্দর। যো হুকুম। [প্রস্থান

শঙ্করের প্রবেশ

প্রতাপ। শঙ্কর।—

শঙ্কর। মহারাজ!

প্রতাপ। তুমি আমার মনস্তুষ্টির জন্যে আমাকে 'মহারাজ' বল, না, তোমার বিশ্বাস—আমি মহারাজ!

শঙ্কর। যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য এ বঙ্গদেশের মহারাজ নাম ধারণের একমাত্র যোগ্যপাত্র।

প্রতাপ। যোগ্য পাত্র ত আমি এখনও মহারাজ নই কেন ?

শঙ্কর। পিতা খুল্লতাত বর্ত্তমানে সেটা কেমন ক'রে হয় মহারাজ ?

প্রতাপ। তা আমি জানি না। তুমি আমাকে 'মহারাজ' ব'লে সম্বোধন কর। কেন কর, তা তুমি ব'লতে পার। কিন্তু আমার চোখের ওপরে, যদি যশোরের অর্থ লুন্ঠিত হয়—পিতা, খুল্লতাত অবনত-মস্তকে সেরখাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে আমার কার্য্যের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন তুমি কি আমাকে মহারাজ ব'ল্‌তে মনে মনেও কুন্ঠিত হ'বে না।

শঙ্কর। আমি যে এ কথার কি জবাব দেব, তা ত বুঝতে পার্‌ছি না মহারাজ!

প্রতাপ। আবার 'মহারাজ'! বেশ—আমিও তোমাকে আমার শূন্য-রাজত্বের মন্ত্রিত্ব প্রদান ক'র্‌লুম।

শঙ্কর। আকাশও শূন্য। কিন্তু তার গর্ভে অনন্ত কোটি উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ড।

প্রতাপ। যদিই আমি মহারাজ, তখন আমার কার্য্যের জন্যে আমি আবার কা'র কাছে কৈফিয়ৎ দিব ?

শঙ্কর। আপনার অভিপ্রায় কি ?

প্রতাপ। সেরখাঁ কি ক'র্ছে, তা জান ?

শঙ্কর। জানি।

প্রতাপ। সে কি ! তুমিও এ সংবাদ রেখেছ !

শঙ্কর। মহারাজ, আপনি আমার মর্য্যাদা রাখ্তে নিজের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখ্বার অবকাশ পান্নি ! দেশমধ্যে প্রচারিত হ'য়েছে, নবাবের হাত থেকে আপনি প্রসাদপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নীকে রক্ষা ক'রেছেন। মহারাজ, আমি আপনার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রেখে কি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি ! শুন্লুম, সেরখাঁ আপনাকে শাস্তি দেবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে যশোর আক্রমণ ক'র্তে আস্ছে।

প্রতাপ। কিন্তু ছোটরাজা যশোর রক্ষার কি উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন, জান কি ?

শঙ্কর। জানি। তিনি এক ক্রোর টাকা ও পাঁচটি সুন্দরী রমণী নবাবকে দান ক'রে তা'কে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। রমণী !—কই, এ কথা ত শুনিনি শঙ্কর !

শঙ্কর। কল্যাণীকে বন্দিনী কর্‌তে এসেছিল। আপনার জন্যে পারেনি। তাই আক্রোশে নবাব যশোর আক্রমণ ক'র্তে আস্ছে। এ সকল রমণী সেই কল্যাণীর বিনিময়। অবশ্য ছোটরাজার সদুদ্দেশ্যে আমি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ ক'র্তে পারি না। পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক রাজমহলের মামলৎদার সেরখাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করা হ'তমেয় যশোরেশ্বরের বাতুলতা মাত্র। সেরখাঁ আপনাকে বন্দী ক'রে রাজমহলে পাঠা'বাব জন্যে রাজা বসন্ত রায়ের ওপর পরোয়ানা পাঠায়। আপনাকে রক্ষা ক'রবার জন্যেই ছোটরাজা এ ক'রেছেন।

প্রতাপ। রমণী!—নবাবের উপভোগ্যা ক'র্বার জন্যে যশোর থেকে, রমণী পাঠাতে হ'বে। ব'ল্তে পার, তার ভেতর স্বেচ্ছায় যাচ্ছে ক'জন?

শঙ্কর। তা জানি না। কিন্তু একটি রমণী ধর্ম্মনাশ ভয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে। শুনলুম, রাণী কাত্যায়নী তাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

প্রতাপ। এ রমণী কোথায়?

শঙ্কর। অনুমতি করেন, আনতে পাঠাই।

প্রতাপ। তাকে আশ্রয় দেবার কি ব্যবস্থা ক'রেছ?

শঙ্কর। আশ্রয়-দাতা—মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

প্রতাপ। শঙ্কর! এই সকল ধর্ম্মনাশ-ভীতা অভাগিনীর অশ্রুসিক্ত যশোরে আমাকে আধিপত্যের গৌরব ক'রে বেঁচে থাকৃতে হ'বে!

শঙ্কর। কি আর ক'র্বেন!

প্রতাপ। কি ক'র্ব? ক'র্ব কি!—ক'রেছি। যে দণ্ডে প্রসাদপুরে আমি নবাবের শত্রুতা ক'রেছি, ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রে সেই দণ্ড হ'তেই আমি প্রতীকারেরও চেষ্টা ক'রে এসেছি। এই দেখ শঙ্কর! সেই চেষ্টার ফল। (ফারমান প্রদর্শন)

শঙ্কর। কি এ মহারাজ?

প্রতাপ। বাদশাহ আকবর-দত্ত ফরমান। সম্রাট্‌কে কথায় কার্য্যে তুষ্ট ক'রে তাঁর কাছ থেকে আমি যশোর-শাসনের অনুমতি পেয়েছি। এখন থেকে আমি যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

শঙ্কর। আমিও কায়মনোবাক্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় কামনা করি।

প্রতাপ। যে বন্দিনী রাজা বসন্ত রায়ের অত্যাচার থেকে আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

কমলের প্রবেশ

কমল। মহারাজ—মহারাজ!

প্রতাপ। কি, কি—ব্যাপার কি?

কমল। এই হুজুর যে বিবিকে আমার কাছে জিম্মা ক'রে রেখে এসেছিলেন, সেই—

শঙ্কর। সেই কি?

কমল। আমায় কাছটীতে তা'কে বসিয়ে রেখে চলে এলেন—তারপর—

শঙ্কর। তারপর কি?

কমল। দেখ্‌লুম—আমি কি দেখলুম!

প্রতাপ। এ কি কমল! তুমি উন্মত্তের মত আচরণ ক'র্‌ছ কেন?

কমল। আজ্ঞে—কি যে, আমি কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌ছি না যে মহারাজ! কি দেখ্‌লুম্!

প্রতাপ। কাঁপ্‌ছ কেন? স্থির হও। স্থির হ'য়ে বল—ব্যাপার কি? তুমি কি কোন দৈবী বিভীষিকা দেখেছ?

কমল। আজ্ঞে মহারাজ! হুজুর যেই আমার কাছে মেয়েটাকে রেখে চ'লে এলেন, অমনি সে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি তাকে কত অভয় দিলুম। মহারাজের গুণের কথা—হুজুরের গুণের কথা—সব ব'লে তাকে কত আশ্বাস দিলুম। তবু ঘোমটায় মুখ ঢেকে বিবিসাহেব কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তখন কি করি, আমি হুজুরকে খুঁজতে গেলুম,—দেখা পেলুম না। আবার ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখি—বিবি-সাহেব নেই। এদিকে ওদিকে চারিদিকে খুঁজলুম,—কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। প্রাণে বড় ভয় হ'ল! রাত্রি অন্ধকার—চারিকে ঘন

বন—কাছে বসিয়ে দু'পা গেছি কি না গেছি, ফিরে এসে দেখি বিবি-সাহেব নেই!—প্রাণে বড়ই ভয় হ'ল। তবে কি বিবিসাহেবকে বাঘে নিয়ে গেল! কেমন ক'রে আপনার কাছে মুখ দেখাব, এই ভাবনায় আকুল হয়ে পড়্‌লুম। তখন আবার খুঁজলুম—বন আতিপাতি ক'রে খুঁজলুম। কোথাও তার সন্ধান পেলুম না। কত ডাক্‌লুম—"বিবিসাহেব বিবিসাহেব" ব'লে কত চীৎকার কর্‌লুম, সাড়া শব্দ কিছুই পেলুম না। হতাশ হয়ে ফির্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় বনের ভেতর থেকে কে যেন ব'লে উঠ্‌ল—'কমল!'—ফিরে চেয়ে দেখি—জনাব! সে কি দেখলুম! আমি ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না—আমি আর তা দেখ্‌তে পা'রব না। দেখে মূর্চ্ছা গিছ্‌লুম। আমি আর তা দেখ্‌তে পারব না। আপনারা দেখতে চান সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোরেশ্বরীর মন্দির

চণ্ডীবর ও বিজয়া

বিজয়া। চণ্ডীবর! আজ এই ঘোরা দিগন্তব্যাপিনী অমানিশায় এই শার্দ্দূল-রব-মুখরিত অরণ্যমধ্যে মায়ের আমার কোন্ রূপ ধ্যানে নিযুক্ত আছ?

চণ্ডী। কেন মা। চিরদিন মায়ের যে মুখ দেখে আমি আত্মহারা—কালিন্দীর তরঙ্গসদৃশ শ্যামল সৌন্দর্য্যের যে উচ্ছ্বাসে মা আমার সমস্ত সংসারকে আবৃত ক'রে রেখেছেন, সে রূপ ভিন্ন আবার অন্য কোন্ রূপে মাকে আমার দেখ্‌তে আদেশ কর জননী?

বিজয়া। না বাপ্! মায়ের অন্য কোন রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী। তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।—

বিজয়া। উহুঁ। অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিত ভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

বিজয়া। বঙ্গে সরস্বতীর কৃপার অভাব নেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের বীণার কোমল ঝঙ্কারে বঙ্গ-গগন প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকবে। চণ্ডীবর! মায়ের অন্যরূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। নানারত্ন বিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কৈলাসাচলকন্দরালয়করা গৌরী উমা শঙ্করী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

বিজয়া। আর কেন চণ্ডীবর! এখনও দেহি? মা আমার দিতে বাকি রেখেছেন কি! যমুনাজলসম্পূর্ণা অমৃতরূপিণী ভাগীরথী যাঁর কণ্ঠহার, চিরতুষারধবলিত হিমাচল যাঁর শিরোভূষণ, চিরশ্যামল শস্যসম্পদ যাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনশ্রীতে যিনি কুটিলকুন্তলা, অনন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশির শুভ্র তরঙ্গফেনরেখা যাঁর মেখলা, সে বঙ্গ-মাতার কিসের অভাব চণ্ডীবর! যাঁর জলে স্বর্ণ, ফলে সুধা, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, যাঁর অঙ্গে শিরীষ-কুসুমের কোমলতা, যাঁর ললাট শশী-সূর্য্য-করোজ্জ্বল, যাঁর সমীরণ মধু-গন্ধ-কুসুম-শীকরবাহী, সে বঙ্গের জন্য আর ধনরত্ন ভিক্ষা কেন? চণ্ডীবর! মায়ের অন্য রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী। বর্হাপীড়াভিরামাং মৃগমদতিলকাং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডাং
কঞ্জাক্ষীং কম্বুকণ্ঠাং স্মিতসুভগমুখাং স্বাধরে ন্যস্তবেণুম্।
শ্যামাং শান্তাং ত্রিভঙ্গাং রবিকরবসনাং ভূষিতাং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থাং যুবতিশতবৃতাং ব্রহ্মগোপালবেশাম্॥

বিজয়া। উ হুঁ! তবে গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'রলুম কেন? চণ্ডীবর! মায়ের আর কোন রূপ কল্পনা কর।]

চণ্ডী। এ কি মা কপালিনী! বিজয়লক্ষ্মী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কোন্ মহাপুরুষকে সমর-সজ্জায় সাজিয়ে দিচ্ছ মা! (উঠিয়া)

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাশিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥—

বিজয়া। বল চণ্ডীবর! আবার বল—আবার বল।

চণ্ডী। দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥

বিজয়া। আহা কি সুন্দর!—চণ্ডীবর! মাকে দেখাও—মাকে দেখাও। বঙ্গদেশে অভয়ার নাম প্রচার কর।

চণ্ডী। নিশুম্ভ-শুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা॥

বিজয়া। চণ্ডীবর! মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর। [রক্তনিষিক্ত অগণ্য জবার অঞ্জলি দিয়ে কপালিনীর আবাহন কর। ডাক—যুক্তকরে মাকে ডাক। 'মা মা' ব'লে চীৎকার ক'রে যোগমায়ার নিদ্রা ভঙ্গ কর। মা আমার আর একবার আসুন! আর একবার তাঁর অভয়বাণী দুর্ব্বল বাঙ্গালী-হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুক। * [বল্ মা প্রচণ্ডবলহারিণী! এক-বার বল্!—বহুকাল পূর্ব্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা ক'রতে, ইন্দ্রাদিদেবগণ-সম্মুখে যে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্টনির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে আর একবার বল্—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥]*

প্রতাপ, শঙ্কর ও কমলের প্রবেশ

কমল। এগিয়ে যান, মহারাজ! আমি মুসলমান। হিন্দুর দেবতার কাছে আমি ত যেতে পা'র্‌ব না। (অন্বেষণ)

প্রতাপ। তোমারই জীবন সার্থক। তুমি মায়ের দর্শন পেয়েছ। আমরা অন্ধ। তাই কমল! আমরা কিছু দেখ্‌তে পেলুম না।

শঙ্কর। আর দেখ্‌বার প্রত্যাশা কই। (অন্বেষণ)

কমল। হতাশ হবেন না। এইখানে দেখেছি, ঠিক এইখানে। সে এক অপূর্ব্ব আলোক! এমনটী আর কখনও দেখিনি। তার গায়ের চারিদিক্ থেকে যেন গ'লে গ'লে প'ড়্‌ছে। আহা!—মহারাজ। সে কি দেখ্‌লুম। আর একটু এগিয়ে যান। তা হ'লে বুঝি দেখতে পাবেন। আমি একটু দূরে থাকি। কি জানি, আমি থাকলে তিনি যদি আর না দেখা দেন।

প্রতাপ। না কমল। তুমি থাক। তুমি ভাগ্যবান্; তুমি থাক্‌লে তোমার ভাগ্যে আমরা দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারি। নইলে পাব না।

শঙ্কর। তাইত মহারাজ! এখানে যে এক অপূর্ব্ব কুঞ্জ দেখছি! এই অপূর্ব্ব কুঞ্জমধ্যে—মহারাজ! একি দেখি!—কি অপূর্ব্ব পাষাণময়ী দেবী-প্রতিমা!

কমল। ওই।—জনাব ওই!

প্রতাপ। তাইত শঙ্কর! এ কি বিচিত্র ব্যাপার! মায়ের অঙ্গ-জ্যোতিতে যথার্থ-ই যে সমস্ত বন আলোকিত হ'য়ে উঠল!

কমল। হুজুর! এগিয়ে যান। এগিয়ে দেখুন, যা বলেছি, তা ঠিক কি না। আমি আর যাব না, একটু দূরে থাকি!

প্রস্থান

চণ্ডী। কেন তুমি ?

প্রতাপ। আপনি কে ?

চণ্ডী। আমি এই স্থানাধিকারী।

প্রতাপ। এটা কোন্ দেবতার স্থান ?

চণ্ডী। যদি হিন্দু হও, তা হ'লে এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। যদি হিন্দু না হও, তা হ'লে এ প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

প্রতাপ। মাতৃমূর্ত্তি ত দেখ্‌ছি। কিন্তু মায়ের কি একটাও নির্দ্দিষ্ট নাম নেই ?

চণ্ডী। যশোরেশ্বরী।

প্রতাপ। ইনিই যশোরেশ্বরী ?

চণ্ডী। ইনিই যশোরেশ্বরী।

শঙ্কর। তা হ'লে উভয় বন্ধুতে শুভলগ্নে ভাগ্যবশে যাঁকে দেখেছিলুম তিনি কে ?

চণ্ডী। তিনি এই পাষাণময়ীর প্রতিবিম্ব।

বিজয়া। (অগ্রগমন) না মহারাজ—সেবিকা।

প্রতাপ। এই যে,—এই যে স্বরূপিণী পাষাণী।

বিজয়া। মহারাজ! নিদ্রিতা পাষাণীকে জাগরিতা কর। মহাকালীর মূলমন্ত্রে তুমি এই পাষাণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর। কল্যাণী!

শঙ্কর। কল্যাণী!—কল্যাণী এখানে!

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। মহারাজ! আপনার বিপদের কথা শুনে, আমরা মায়ের পূজা দিতে এসেছি।

প্রতাপ। আমরা ?

বিজয়া। কল্যাণী আছে, আরও আছে। ভগিনী! আলোক প্রজ্বলিত কর। (আলোক জ্বালিল)

কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য, বিন্দুমতী ও সহচরিগণের প্রবেশ

প্রতাপ। একি—মহিষী!

কাত্যা। হাঁ মহারাজ—দাসী। মহারাজ! বড় বিপন্না হ'য়ে পুত্র-কন্যা নিয়ে আজ মায়ের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি।

প্রতাপ। সে কি—তুমি বিপন্না!

কাত্যা। বড়ই বিপন্ন। স্বামিনিন্দা শ্রবণের মত বিপদ স্ত্রীলোকের আর কি আছে! সতী শ্রবণমাত্রেই দেহত্যাগ ক'রেছিলেন।

প্রতাপ। তোমার বিপদ—

কাত্যা। বড় বিপদ—আপনি কি নবাবের অত্যাচার থেকে কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে রক্ষা ক'রেছিলেন?

শঙ্কর। (কল্যাণীকে দেখাইয়া) মা! সে ব্রাহ্মণকন্যা আপনারই সম্মুখে।

প্রতাপ। আমি রক্ষা করিনি—মা যশোরেশ্বরী রক্ষা ক'রেছেন।

কাত্যা। যিনিই করুন, কিন্তু যশোরে দুর্নাম রটেছে আপনার।

শঙ্কর। দুর্নাম রটেছে!

কাত্যা। কাজেই। নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে যশোর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছেন। কে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে? কোথায় বিশাল বঙ্গভূমির শক্তিমান অধীশ্বর, আর কোথায় ক্ষুদ্র এক বনভূমির অতি তুচ্ছ জমিদার। কাজেই, এক সতীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে যে সহস্র সতীর মর্য্যাদা যায়! রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে এ বিপদের কারণ নির্দ্ধারণ ক'রেছে। যশোর নগরী দেবহৃদয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের দুর্নামে পরিপূর্ণ। প্রাণের যাতনায় দাসী, মা যশোরেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে।

প্রতাপ। মাকে প্রাণ ভ'রে ডাক। তিনিই রাণী কাত্যায়নীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌বেন।

সহচরিগণের গীত

এস শুভদে বরদে শ্যামা।
শক্তি পাবক, রসনা লক্ লক্
তারক দেব অভিরামা ॥
হিমগিরির শৃঙ্গে কঠোর তুষার তটভঙ্গে
ভাববিভঙ্গিনী এস রণরঙ্গিণী—
জয়া বিজয়া সখী সঙ্গে
এস অচিন্ত্য রূপ-ধরা, বর-অভয়-করা তারা গো
কৃপা হাস বিকাশ-ত্রিযামা।
এস আকুল গলিত হিমধামা ॥

প্রতাপ। মা! তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, মায়ের কার্য্য ক'রতে শুভযাত্রা করি।

বিজয়া। এই নাও, মাতৃদত্ত 'বিজয়া' অসি গ্রহণ কর। (অসি প্রদান)

প্রতাপ। প্রভু আশীর্ব্বাদ করুন। (নতজানু)

চণ্ডী। জয়োঽস্তু। গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ! শত্রু-পক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ ॥

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর—রাজোদ্যান

বিক্রমাদিত্য ও ভবানন্দ

বিক্রম। য়্যা! বল কি! মালখানা লুট ক'রলে!

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, ঠিক লুট নয়।

বিক্রম। আবার লুট নয় কেন? মালখানার চাবি কেড়ে নিয়েছে ত?

ভবা। আজ্ঞে।

বিক্রম। টাকা আটকেছে ত?

ভবা। আজ্ঞে।

বিক্রম। তবে আর লুটের বাকি কি? সব লুট।

ভবা। আজ্ঞে হাঁ—এক রকম লুট বই কি।

বিক্রম। লুট—সব লুট! ভবানন্দ, সব গেল। ছেলে হ'তেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! মান গেল—সম্ভ্রম গেল। মোগলের হাতে জবাই হ'তে হ'ল!

ভবা। উতলা হবেন না মহারাজ! বড় রাজকুমার অতি বুদ্ধিমান, তিনি যখন এমন কার্য্য ক'রেছেন, তখন নিশ্চয়ই এর ভেতর একটা না একটা মানে আছে!

বিক্রম। আর মানে আছে! মতিচ্ছন্ন. ভবানন্দ! মতিচ্ছন্ন। ও সব মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। নইলে সে নবাবের সঙ্গে টেক্কা দিতে যায়! গেল—গেল—সব গেল.! আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিছুই রইল না। দুর্জ্জয় সন্তান –দুষ্কর্ম্ম ক'রেছে—আমরা কোথা হতভাগ্যকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা ক'র্‌ছি—টাকা কড়ি, বাঁদী দিয়ে নবাবকে তুষ্ট ক'র্‌ছি—হতভাগ্য সন্তান কি না আম্মদেরই ওপর বিদ্রোহী হ'ল! সব পণ্ড ক'র্‌লে! আজকে নবাবকে টাকা দেবার শেষ দিন। সেই টাকা আবদ্ধ হ'য়েছে; সর্ব্বনাশ হ'ল যে ভবানন্দ! আমার যশোর গেল! ক্রোধান্ধ নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে ছুটে আস্‌ছে! ভবানন্দ! আমার এমন সাধের যশোর আর রইল না। যাক্—তারা শিবসুন্দরী! ভবানন্দ—আর কেন? কৌপীন্ ধর। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্যত্র যাও। যশোরের ভীষণ অবস্থা আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই বেলায় মানে মানে স্ত্রীপুত্র পরিবারের ধর্ম্মরক্ষা কর। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুঃখ হরে।

ভবা। তাই ত মহারাজ! ও কথাটা ত মনে ছিল না মহারাজ! নবাব ত সত্য সত্যই আ'সবে বটে। তাইত মহারাজ! তা হ'লে কি করি মহারাজ?

বিক্রম। আমার পানে আর চেও না ব্রাহ্মণ! উপর দিকে চাও। তিনি রক্ষা না ক'র্‌লে আমার বাবারও আর সাধ্যি নেই। তারা—শিবসুন্দরি!

ভবা। যত নষ্টের মূল সেই বদ্‌মায়েস চক্রবর্ত্তী বামুন।

বিক্রম। না ভবানন্দ। তার অপরাধ কি?

ভবা। তাইত—তাইত! তারই বা অপরাধ কি! অপরাধ অদৃষ্টের।

বিক্রম। তাই বা কেন?

ভবা। তাই ত—তাই ত—তাই বা কেন! অদৃষ্টের অপরাধ কি!

বিক্রম। চোখের উপর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে—তখন অ-দৃষ্ট কেন?

ভবা। জ্বল্ জ্বল্ ক'র্‌ছে—অদৃষ্ট—দেখা যায় না! শোনা কথা—শোনা কথা! অদৃষ্ট বেচারিই বা অপরাধ কি!

বিক্রম। সমস্ত নষ্টের মূল আমার কুলাঙ্গার সন্তান!

ভবা। ঠিক ব'লেছেন মহারাজ!—সমস্ত নষ্টের মূল—

কমল, প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ

আসতে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিক্রম। কেও? প্রতাপ-আদিত্য! (প্রতাপের অভিবাদন)

শঙ্কর। জয়োঽস্তু মহারাজ!

বিক্রম। এ কি প্রতাপ! একি শুন্‌লুম প্রতাপ! বহুদিনের অদর্শন—কথায় আমরা দুই ভাই তোমাকে দেখ্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, তা না হ'য়ে তোমাকে দেখে কি না লজ্জায় আমাকে মাথা হেঁট ক'র্‌তে হ'ল!

শঙ্কর। মাথা হেঁট ক'র্‌তে হ'বে কেন মহারাজ। প্রতাপের অস্তিত্বে আপনার বংশের গৌরব,—আপনার পিতৃনাম সার্থক।

ভবা। দু'শো বার, দু'হাজার বার।

শঙ্কর। আপনি নিঃসঙ্কচিত্তে পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

ভবা। বস,—তাই করুন সমস্ত লেঠা চুকে যাক্। চক্রবর্ত্তী মহাশয়! তা হ'লে আমায় মালখানার চাবিটে দিয়ে ফেলুন। আমি সাল-তামামি নিকেশগুলো ক'রে আসি। কাগজপত্র গুলো সব হাওলমাওল হ'য়ে আছে। হারা'লে একেবারে সব মাটি। থেই ধ'রবার উপায় নেই! দিন—চাবিকাটিটে টপ্ ক'রে দিয়ে ফেলুন। আপনি সাদাসিদে লোক, চিরকাল কুস্তিগিরি ক'রে কাটিয়েছেন, হিসাব-নিকেশের হাঙ্গামা কি আপনার পোষায়।

বিক্রম। এরূপ আচরণের অর্থ এক বর্ণও যে বুঝ্‌তে পা'রলুম না প্রতাপ!

ভবা। আর বোঝ্‌বার দরকার কি?

বিক্রম। এ তুমি পাগলের মত কি ব'লছ ভবানন্দ! তুমি কি ব'ল্‌তে চাও—এ পুত্রযোগ্য কার্য্য হ'য়েছে?

ভবা। আজ্ঞে—আমি আজ্ঞে, উনি আজ্ঞে—যোগ্যও আজ্ঞে, অযোগ্যও আজ্ঞে—

বিক্রম। যাক্, যা ক'রেছ—ক'রেছ। নাও, এখন মালখানার চাবি দাও।

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

প্রতাপ। সেনাপতি! মালখানার চাবি? (সূর্য্যকান্তের প্রতাপকে চাবি প্রদান)

ভবা। (স্বগতঃ) আরে ম'ল! সূর্য্যো—সে হ'ল সেনাপতি! এ যে এক-পা এক-পা ক'রে ন'দে জেলাটাই যশোরে এল দেখ্‌ছি! সূর্য্যি গুহ —সূর্য্যো—যাকে আমারা ক্যাব্‌লা ব'লতুম! যা বাবা, সব মাটি!

প্রতাপ। এই নিন্—গ্রহণ করুন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হ'ন যে, এ ধনাগার থেকে এক কড়া কড়িও আপনি পাপিষ্ঠ সেরখাঁর নিকট প্রেরণ ক'রবেন না। (চাবি প্রদান)

বিক্রম। তবে কি তুমি ব'ল্‌তে চাও, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে মোগলের খোঁচা খেয়ে অপঘাতে ম'র্‌ব!

প্রতাপ। যে পাষণ্ড শক্তির অপব্যবহার করে, অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর অত্যাচার ক'র্‌তে অগ্রসর হয়, তার কাছে মাথা হেঁট করার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিক্রম। বল কি! আমার সোনার যশোর ইচ্ছামতীর জলে ভাসিয়ে দেব!

প্রতাপ। আর সোনা থাক্‌বে না মহারাজ! যশোরের অর্থে, যশোর-নারীর সতীত্বে যদি কৃমিকীটের তর্পণ হয়,—তখন এ যশোর নরক হ'তেও অপবিত্র হ'বে। সেরূপ পিশাচভোগ্য স্থানের নদীগর্ভে গমনই শ্রেয়ঃ।

বিক্রম। তা—যদিই আমরা নবাবকে তুষ্ট ক'র্‌বার চেষ্টা করি, সে ত' তোমারই জন্য! তুমি অন্যায় না ক'র্‌লে আমাদেরই বা সেরখাঁর এত খোসামোদ ক'রবার কি দরকার?

ভবা। রাম রাম! টাকাগুলো নয় ছয়। একটা আধটা? একেবারে একশো লাখ! একে এই টানাটানির সময়—রাম রাম! ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়—(স্বগত) ন বিপ্রায়-চ!

প্রতাপ। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, আপনি আমাকে শত সহস্রবার তিরস্কার করুন! তা ব'লে অন্যের সমক্ষে মর্য্যাদারক্ষা—পুত্র কি পিতার কাছে প্রত্যাশা ক'র্‌তে পারে না?

বিক্রম। পথে যেতে যেতে—কোথাকার কে—তার স্ত্রী—

প্রতাপ। কে নয় মহারাজ! (শঙ্করকে দেখাইয়া) এই ব্রাহ্মণ-সন্তান।

বিক্রম। য়্যাঁ!

প্রতাপ। এই শঙ্করের গৃহিণী—তাঁর ওপর অত্যাচার!

ভবা। য়্যাঁ!

বিক্রম। শঙ্করের গৃহিণী!

শঙ্কর। মহারাজ, অন্য কারও নয়,—আপনার আশ্রিত এই ব্রাহ্মণ-সন্তানেরই ওপর অত্যাচার!

বিক্রম। তোমার ওপর অত্যাচার! ইনি কে? ইনি কে?

দাসীর সহিত কল্যাণীর প্রবেশ

শঙ্কর। উনিই আপনার নন্দিনী।

কল্যাণী। পিতা গৃহস্থের বউ প্রাণের যাতনায় লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিযে রাজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'য়েছে!

বিক্রম। এই আমার মা-জননী শঙ্কর-ঘরণী! তোমার উপর অত্যাচার! (করজোড়ে প্রণাম)

কল্যাণী। পিতা নন্দিনী কি আশ্রয় দানের যোগ্যা নয়?

বিক্রম। যোগ্যা নও, এমন কথা কোন্ মুখে ব'লব মা! হিঁদু ব'লে ত আপনার পরিচয় দিই। ভক্তি থা'ক্, আর না থা'ক, অন্ততঃ দু' একবার মাযের নাম মুখেও ত উচ্চারণ করি! তুমি সেই মায়ের অংশ, তাতে ব্রাহ্মণ-কন্যা—তুমি আশ্রয় দানের অযোগ্যা—এ কথা ব'ল্লে আমার জিভ যে খ'সে যাবে মা! তারা শিবসুন্দরি! ভবানন্দ! তুমি ছোট রাজাকে ডেকে নিয়ে এস। ইচ্ছাময়ী তারা!—তোমারই ইচ্ছা মা!

ভবানন্দের প্রস্থান

—তোমারই ইচ্ছা! তোমারই ইচ্ছায় যশোর হয়েছে! আবার তোমারই ইচ্ছায় যদি সে যশোর যায় ত যাক!—প্রতাপ! তুমি ছোটরাজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা' ভাল বিবেচনা হয়, কর! অপরাধ নেই—অপরাধ নেই। তোমার ক্রোধ হবার বিশেষ কারণ আছে। আমি তোমাকে ক্ষমা কর্‌লুম! মা-লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও। দুর্গা দুর্গম হরে!

বিক্রম, কল্যাণী ও দাসীর প্রস্থান

প্রতাপ। ওদিকের সংবাদ কিছু জান সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। শুন্‌লুম—মহারাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেরখাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত ক'রেছেন।

প্রতাপ। যেমন সেরখাঁ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শাল্‌কে পার হয়েছে, অমনি বন্দোবস্ত মত চারিদিক থেকে চার দল সৈন্য বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। যশোর বিজয় ক'র্‌তে এসে, তারা উল্‌টে যে এরূপ ভাবে আক্রান্ত হবে, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। কাজেই সে আক্রমণের বেগ রোধ ক'রবার বিশেষ রকম বন্দোবস্তও ক'রতে পারেনি! সম্মুখে পশ্চাতে উভয় পার্শ্বে, চারিদিক্ থেকে তীব্রবেগে আক্রান্ত হ'য়ে তারা তিন চার ঘণ্টার ভেতরেই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে।

সূর্য্য। ভৃত্যকে শুধু স্বজাতিদ্রোহী ক'র্‌তে যশোরে রেখে গেলেন! এ মোগল-জয়ের আনন্দ আমি অনুভব ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না!

শঙ্কর। দুঃখ কেন সূর্য্যকান্ত! দু'দিন পরে সমস্ত বাঙ্গালাই যে হবে তোমার বীরত্বের লীলাভূমি।

প্রতাপ। তোমারই শিক্ষিত সৈন্যের গুণে আমি এ বিপুলবাহিনীকে পরাজিত ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছি।

সূর্য্য। সেরখাঁর সৈন্যের অবস্থা কি?

প্রতাপ। কতক দল ভাগীরথীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার অর্দ্ধেকের উপর হত হয়েছে! কতক দল বেড়া-জালে ঘেরা হ'য়ে ধরা প'ড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরখাঁ ধরা পড়েনি; শরীর-রক্ষী সৈন্য নিয়ে সে বরাবর উত্তরমুখে পালিয়েছে।

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় অসম্পূর্ণ থাকে না। সেরখাঁ ধরা প'ড়েছে!

উভয়ে। ধরা প'ড়েছে!

সূর্য্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

প্রতাপ। যে ধ'রেছে সূর্য্যকান্ত! সে যদি আমার যশোর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, ত তাকে আমি যশোর দিতে প্রস্তুত আছি।

সূর্য্য। কে যে ধ'রেছে, তার ঠিক ক'র্‌তে পার্‌িনি। মামুদ, মদন,

সুখময়—তিনজনেই নবাবের অনুসরণ ক'রেছিল, কিন্তু 'আমি ধ'রেছি'—এ কথা কেউ স্বীকার করতে চায় না। সুখময় বলে—'মদন ধ'রেছে', মদন বলে—'মামুদ ধ'রেছে', মামুদ বলে—'সুখময়, মদন নবাবকে গ্রেপ্তার ক'রেছে।']

শঙ্কর। মহারাজ! তারা যশোরপতির প্রেমের ভিখারী—রাজ্যের ভিখারী নয়।

সূর্য্য। সুন্দর নবাবকে সঙ্গে ক'রে যশোরে আন্‌ছে। সুখময়, মদন রাজমহল লুঠ্‌তে চ'লে গেছে।

প্রতাপ। তুমি এগিয়ে যাও। মর্য্যাদার সহিত নবাবকে এখানে নিয়ে এস।

সূর্য্যকান্তের প্রস্থান

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। (ফারমান শঙ্করের হস্তে প্রদান) তুমি যশোরেশ্বর হ'য়েছো এ হ'তে আনন্দের কথা আর কি আছে প্রতাপ! আমরা বৃদ্ধ হ'য়েছি। এখন অবসর গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লেই ত আমরা নিশ্চিন্ত।

প্রতাপ। মহারাজ বসন্ত রায়ের আমি একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র। শুধু কার্য্যানুরোধেই আমি যশোরেশ্বর নাম গ্রহণ ক'রেছি। (অভিবাদন)

বসন্ত। না, তা কেন? আমরা সানন্দ-চিত্তে তোমার হাতে রাজ্যভার প্রদান কর্‌ছি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মঙ্গলার্থে আমাকে যখন যে কার্য্য ক'র্‌তে আদেশ কর্‌বে, আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি সে কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব। আমাকে আজ থেকে তুমি যশোরের রাজকর্ম্মচারী ব'লেই জ্ঞান কর'। তারপর শোন—নবাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কোন অংশে সমকক্ষ নই মনে ক'রে, অর্থ ও ক্রীতদাসী উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছি। এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি সেই মত কার্য্য ক'র্‌তে প্রস্তুত।

সেরখাঁর দূতের প্রবেশ

দূত। আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা ক'র্‌ব মহারাজ? নবাব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আমার প্রতীক্ষা ক'র্‌ছেন। উত্তর শুনে যোগ্য কার্য্য ক'র্‌বেন।

বসন্ত। উত্তর আমি দেবার অধিকারী নই! যাঁর জন্যে নবাবের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত, তিনি এই আপনার সম্মুখে। ইনিই এখন যশোর-রাজ্যেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য! উত্তর এঁর কাছেই শুন্‌তে পাবেন।

দূত। ও! মহারাজ বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে জুয়াচুরি বিদ্যাটাও আয়ত্ত ক'রেছেন দেখ্‌ছি!

শঙ্কর। সাবধান দূত! দূতের যোগ্য কথা কও। অন্য হ'লে এখনি আমি তার শাস্তি বিধান ক'র্‌তুম।

দূত। তুমি আবার কে?

বসন্ত। উনি যশোরপতির প্রধান মন্ত্রী।

দূত। তা হ'লে দেখছি—এক সঙ্গে অনেক কমবখ্‌তের ম'রবার পালক উঠেছে।

প্রতাপ। শঙ্কর! এ দূতকে উত্তর দেবার ভার আমি তোমার উপরই অর্পণ ক'র্‌লুম।

কমল। গোলাম কাছে থাকৃতে আপনারা জবাব দেবেন কেন? আওরতের ওপরই যার জুলুম জবুরদস্তী—এমন নবাব—তার দূত। তাকে ঠিক জবাব আপনারা দিতে পা'র্‌বেন কেন? জবাব আছে এই কমল-মিয়ার কাছে। কি মিয়া-সাহেব! জবাব নেবে? তা হ'লে এস, এই নাও। (পাদুকা উন্মোচন) আগ্রার নাগ্‌রা মিয়া! একেবারে খাঁস্‌ বাদসার সহর—বড় মোলায়েম! রাস্তা হেঁটে তলা ক্ষয়ান আমার

বড় একটা অভ্যাস নেই। এই নাও, তোমার মনিবকে বক্‌শিস্ ক'র্‌লুম। (নাগ্‌রা নিক্ষেপ)

বসন্ত। হাঁ—হাঁ!

দূত। বেশ! আমিও গ্রহণ ক'র্‌লুম।

প্রস্থান

বসন্ত। এ তোমরা কি ক'র্‌লে?

প্রতাপ। যে নরাধম অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর বলপ্রয়োগে অগ্রসর হয়, এই হ'চ্ছে তার উপযুক্ত উত্তর!

বসন্ত। তুমি যাই বল—আর যাই কর—আর যাই হও—তোমার এ বালকত্ব আমি অনুমোদন ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না। নবাবকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রে যদি এ বীরত্ব দেখাতে পা'র্‌তে তথন তোমার এ অহঙ্কার সা'জ্‌ত। বাঙ্গালায় বাক্যবীরের অভাব নেই। যাক—এখন রাজ-কার্য্যের ভার বুঝে নিতে চাও ত আমার সঙ্গে এস।

প্রতাপ। ব'লেছি ত মহারাজ। যশোরপতি বসন্ত রায়ের আমি একজন তুচ্ছ প্রজা। [আপনি বর্ত্তমানে আমি রাজ্যভার গ্রহণ ক'র্‌তে পারি, নিজেকে আমি এমন কার্য্যক্ষম কথনও মনে করি না।] দাসের প্রতি রুষ্ট হবেন না। তার মনের অবস্থা বুঝে ক্ষমা করুন।

বসন্ত। তা হ'লে যে কার্য্য সামান্য অর্থব্যয়ে মীমাংসিত হ'ত তার জন্যে তুমি কিনা রক্ত-স্রোতে ধরণী ভাসাতে চ'ল্‌লে। নিজের স্ত্রী, পুত্র পরিবারবর্গকে বিপন্ন ক'র্‌লে! কাজটা কি বুদ্ধিমানের যোগ্য হ'ল প্রতাপ!

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়)

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। দাদাঠাকুর!—দাদাঠাকুরকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না যে!

শঙ্কর। এই যে ভাই সুন্দর!

সুন্দর। এই যে দাদাঠাকুর! দাদাঠাকুর কাম্ ফতে! মায়ের ওপর জুলুমের শোধ—শয়তান গ্রেফ্তার।

শঙ্কর। সম্মুখে মহারাজ—আগে তাঁকে সেলাম কর।

সুন্দর। মহারাজ!—মহারাজ! চোখে কিছু দেখ্তে পাচ্ছি না জনাব! মাফ্ করুন!

প্রতাপ। মাফ্ কি সুন্দর! তোমরা আমার হৃদয়ের সার সম্পত্তি——আদরের ভাই!

সুন্দর। মহারাজের পায়ে পাগ্ড়ী রাখতে, সে শয়তান এখনি আপনার কাছে আস্ছে। দীন দুঃখীর মা-বাপ্! আপনাদের এ ঋণ পরিশোধ হবার নয়। তবু গোলামদের যৎকিঞ্চিৎ নজরাণা—নবাবের তাঁবু লুঠ ক'রে পাওয়া গেছে। (সুন্দরের মুদ্রাধার রক্ষা)

প্রতাপ। ভাই সব! এ তোমাদের উপার্জ্জিত সম্পত্তি তোমরাই গ্রহণ কর।

সুন্দর। এ কি হুকুম করেন জনাব! এ ত' যৎকিঞ্চিৎ! সুখো মদ্নাকে রাজমহল লুঠ ক'র্‌তে পাঠিয়েছি। দেখি, তারা কি এনে উপস্থিত করে! ইচ্ছা হয়—রাজমহলটা তুলে এনে, আপনার পায়ের কাছে বসিয়ে দিই।

প্রতাপ। সম্মুখে মহারাজ—এ সব উপঢৌকন তাঁকে প্রদান কর। তুমি আমি—সকলেই মহারাজের প্রজা!

শঙ্কর। যত শীঘ্র পার, মা যশোরেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা কর। প্রস্থান

বসন্ত। এ সব কি প্রতাপ?

প্রতাপ। আপনার আশীর্ব্বাদ।

বসন্ত। ভিতরে ভিতরে এমন অদ্ভুত আয়োজন ক'রেছ প্রতাপ যে, বাঙ্গলার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌লে! তাকে পরাস্ত ক'রে বন্দী ক'র্‌লে! আমি যে একটু আগে তোমাকে উন্মাদ স্থির ক'রেছিলুম।

কুলনাশন পিতৃদ্রোহী সন্তান জ্ঞানে মনে মনে আমি যে কত আক্ষেপ ক'র্‌ছিলুম!—প্রতাপ! বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না—তুমি কি! ব'ল্‌তে পা'রছি না—তুমি কে! কোন্ সাগর লক্ষ্যে এ নবোদ্ভূত জীবনস্রোত প্রবাহিত হ'বে—আমি কিছুই ত বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না প্রতাপ!

প্রতাপ। দাস আমি—আশীর্ব্বাদ করুন, যা'তে বসন্ত-রায়-প্রতিষ্ঠিত যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে পারি। [রাজা বসন্ত রায়ের কাছে বাঙ্গালার নবাবকে আর যেন কর আদায় ক'র্‌তে না আস্‌তে হয়।]

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়)

বিক্রমাদিত্যের পুনঃ প্রবেশ

বিক্রম। ও বসন্ত! ও বসন্ত—এল যে!—ও বসন্ত!

বসন্ত। ভয় নেই মহারাজ!

বিক্রম। তা ত নেই। কিন্তু—এল যে! আল্লা-ল্লা ক'রে এল যে!

বসন্ত। আমাকে বিশ্বাস করুন—নিশ্চিন্ত হ'ন। ও আমাদের পাঠান-সৈন্য জয়োল্লাস দেখাচ্ছে। সেরখাঁ আপনাকে সেলাম দিতে আস্‌ছে।

বিক্রম। সত্য?

বসন্ত। আপ্‌নি নিশ্চিন্ত থাকুন, ঘরে যা'ন। নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঈশ্বর আরাধনা করুন। আর কায়মনোবাক্যে প্রতাপের মঙ্গল কামনা করুন।

বিক্রম। বটে, বটে!—দুর্গা (ইত্যাদি)।

প্রস্থান

ভবানন্দ, সূর্য্যকান্ত ও সৈন্যবেষ্টিত সেরখাঁর প্রবেশ

সেরখাঁ কর্ত্তৃক বসন্ত রায়ের সম্মুখে উষ্ণীষ রক্ষা

ভবা। (স্বগত) ওরে বাবা! এ ক'র্‌লে কি!

বসন্ত। প্রতাপ?—

প্রতাপ। বন্দী সম্বন্ধে মহারাজের যা অভিরুচি।

বসন্ত। আসুন নবাব, আমার সঙ্গে আসুন।

বসন্ত রায়, সেরখাঁ ও ভবানন্দের প্রস্থান

প্রতাপ। ভাই সব! তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের সীমা বৃদ্ধি কর। হিন্দু মুসলমান—এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহ-রস-সিক্ত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবা-কার্য্যে প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাই সব—আমরা এক প্রাণে, এক মনে, মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহাযশোরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবা-কার্য্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই,—বঙ্গ-সন্তান।

সকলে। বঙ্গ-সন্তান।

প্রতাপ। সেই মা—সেই বঙ্গের জয় ঘোষণা কর।

সকলে। জয় বাঙ্গালার জয়—জয় যশোরেশ্বরীর জয়।

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—কাছারী বাটী

গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ

গোবিন্দ। কি হ'ল ভাই ভবানন্দ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ সব কাণ্ড-কারখানা হ'ল কি!

ভবা। হবে আর কি! চিরকাল যা হ'য়ে আসিছে, তাই হ'য়েছে। দিন দুই তুম-তাড়াকি, তার পর সব ফাঁক! থাক্‌তে থাক্‌বেন আপনারা—ও ত গেল! দ্রোণ গেল, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী। আকবরের সঙ্গে লড়াই! হিন্দুস্থানের বড় বড় রাজারা কোথায় তল হ'য়ে গেল—কাবুল গেল, কাশ্মীর গেল, দ্রিবিড় গেল, দ্রাবিড় গেল, অমন মহাবীর মহারাণা প্রতাপ—সেই বড় সব ক'ল্লে। দায়ুদ খাঁ—বাঙ্গালার নবাব—তিন লাখ সেপাই, দশ লাখ হাতী, বিশ লাখ ঘোড়া—সেই কোথা ভেসে গেল, তা প্রতাপ! চক্রবর্ত্তী হ'ল মন্ত্রী, গুহর বেটা হ'ল সেনাপতি। আর সুখো-মদনা হ'ল কিনা সুবাদার, আর মাম্‌দো বেটা হ'ল রেসেলদার!

হাসিও পায়, দুঃখও ধরে! কালী তারা—কাল্‌কের ছোঁড়া—ন্যাংটো হ'য়ে আমার সম্মুখে চাল-ডিগ্‌ ডিগ্‌ খেলেছে—আজ তা'রা হ'ল লড়ায়ে! ও গিয়ে রয়েছে—আপনি ঠিক জেনে রাখুন।—উন্নকুনির বিটি ফুরকুনি—তার বিটি হীরে—এত ছালন থাক্‌তরে আল্লা অম্বলে ত্যালে জিরে। মোগল গেল, পাঠান গেল, রাজপুত গেল, শিখ গেল—দুর্ব্বলসিং ভেতো-বাঙ্গালী হ'ল কিনা লড়ায়ে!—গোবিন্দ—গোবিন্দ!

গোবিন্দ। কিন্তু এই বাঙ্গালীই ত সেরখাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে হারিয়ে দিয়েছে!

ভবা। তারা কি লড়াই ক'রেছে! সুখো মদ্‌নার সঙ্গে লড়াই—আমাদেরই যে লজ্জা করে! তা তারা ত প্রকৃত যোদ্ধা। তারা ঘেন্নায় অস্ত্র ধরেনি! বড় বড় মাল, এই এমন পালোযান, কুস্তীগীর, কোঁকড়া-চুলো যমদূত হাব্‌সী—ভ্রেদম্‌খাঁ, হনুমান সিং—হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরোয়! —তারা না মেনামুখো বাঙ্গালীকে দেখেই অস্ত্রশস্ত্র না ফেলে, গোঁফে চাড়া দিতে দিতে, চোখ রাঙ্গিয়ে, হুম্‌কি মেরে কাজ সেরেছে।

গোবিন্দ। কাজ সাম্‌লে ত, হেরে ম'ল কেন?

ভবা। আমোদ—আমোদ। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে আমরা আমোদ ক'রে হারি না? আমোদ—আমোদ!

গোবিন্দ। তাতে ত আর মানুষ ম'রে যায় না। এ যে অর্দ্ধেকের ওপর নবাবের ফৌজ কাবার হয়ে গেছে।

ভবা। লজ্জায়—লজ্জায়! ভেতো-বাঙ্গালীর সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে হ'ল ব'লে, লজ্জায় তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে ম'রেছে।

গোবিন্দ। আর নবাব যে ধরা প'ড়্‌ল তার কি?

ভবা। কিন্তু তার গায়ে ত যাদু হাত দিতে পা'র্‌লে না! যাদু সে দিকে খুব টন্‌কো! ছোটরাজার হাতে ভার দিয়ে বলা হ'ল—'খুড়ো মহাশয়! আপনি যা করেন।' শেষ রক্ষা ক'র্‌তে—ন্যাও ধ'র্‌তে

ছোটরাজা! ছোটরাজা নবাবের গায়ে হাত বুলিয়ে—বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে, নবাবকে মানে মানে দেশে পাঠিয়ে দিলেন, তবে না দেশ রক্ষা হ'ল! নইলে সেই দিনেই ত সব গিছ্‌ল। নবাবের একটী হুকুমের অপেক্ষা ছিল। ছোটরাজা না থাক্‌লে হুকুম দিয়েছিল আর কি! আপনার দাদাকে কিছু বলুক আর নাই বলুক, ও বেটাদের ত কড়্‌মড়্‌ ক'রে বেঁধে নিয়ে যেত।

গোবিন্দ। বাঁধ্‌ত কে?

ভবা। নবাবের হুকুম—কে কোথা থেকে এসে তামিল ক'র্‌ত তার ঠিক কি! মাটি থেকে সেপাই গজিয়ে উঠ্‌ত, হা-রে-রে-রে ক'রে একেবারে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘাড়ে পড়্‌ত। হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী। কই মন্ত্রীমহাশয় নিজে নবাবের ভার নিতে পারলেন না? নবাব ত আবার ড্যাংডেঙ্গিয়ে সেই রাজমহলে চ'লে গেল!

গোবিন্দ। চ'লে ত গেল, কিন্তু ওদিক থেকে যে সুখময়, মদন রাজমহল লুটে দশ ক্রোর টাকা নিয়ে এল!

ভবা। মেকি—মেকি! টাকা বাজিয়ে দেখুন—একবারে ট্যাপ্‌ ট্যাপ্‌। আওয়াজ নেই।

গোবিন্দ। কিন্তু সেই টাকাতে ত ধূমঘাট ব'লে একটা প্রকাণ্ড সহর তৈরী হ'য়ে গেল।

ভবা। ক'দিন বাঁচ্‌বে! ভোগ হবে না—রাজকুমার! ভোগ হবে না। (বুকে হাত বুলাইয়া) উঃ! গোবিন্দ—গোবিন্দ! দর্পহারী তুমিই সত্য! আর সব কিছু নয়।

গোবিন্দ। কিছু নয় ব'ল্‌লে আর চ'ল্‌ছে না ভবানন্দ! ঠেলায় তোমাকে কুঁড়োজালি ধরিয়েছে, গোবিন্দ বলিয়ে ছেড়েছে।

ভবা। তারা—তারা!

গোবিন্দ। কিছু নয় ব'ল্‌লে ত চ'ল্‌ছে না ভবানন্দ! (বন-কাটা

নগর অমরাবতীকে হা'র মানিয়েছে। [সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গালা দখল ক'রে এসেছে। সব ভূঁইয়ারা দাদাকে বড় মেনে মাথা হেঁট ক'রেছে। আর কিছু নয় ব'ল্লে ত চল্‌ছে না ভবানন্দ! উড়িষ্যার দুর্দ্দান্ত পাঠান কত্‌লু খাঁ—সেও এসে দাদাকে প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে কর দিয়ে গেছে। * [এই তিন মাসের ভেতর বাঙ্গালা জয়। হিন্দুস্থান জয় ক'রতে তার ক'দিন লা'গ্‌বে!]* চারিদিক থেকে হুড়্‌হুড়্ ক'রে টাকা, সাগর-স্রোতের মতন ধনরাশি, পিপীলিকাশ্রেণীর মতন মানুষ ধূমঘাটে প্রবেশ ক'র্‌ছে, একবার গিয়ে দেখে এস—ব্যাপার কি!] কা'ল ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা,—দু'দিন পরেই দাদার রাজ্যাভিষেক। কিছু না—কেমন ক'রে ব'ল্‌বে তুমি ভবানন্দ!

ভবা। জ্বলে' গেল রাজকুমার—প্রাণ জ্বলে' গেল। বড় যাতনা—আপনার সে উন্নতি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

গোবিন্দ। দেখ্‌বার উপায় কই আমার সেরূপ সহায় কই!

ভবা। আমি আছি! দেখুন আপনি—দু'দিন দেখুন—আমি কি ক'রে উঠ্‌তে পারি। সে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আর আমিও ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ। পিতা পর্য্যন্ত দাদার পক্ষপাতী।]

ভবা। ঘুরিয়ে দেব—দু'দিন অপেক্ষা করুন—সব ঘুরিয়ে দেব। ওই ধূমঘাট আপনাদের ক'রে দেব, তবে আমার নাম ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ। কেমন ক'রে দেবে?

ভবা। কেমন ক'রে দেব?—যখন দেব, তখন জান্‌বেন। [যদি আপনি ঈশ্বরেচ্ছায় বেঁচে থাকেন, তা হ'লে দেখ্‌তে পাবেন—দাদা আপনার মারামারি কাটাকাটি ক'রে যা ক'রে যাচ্ছেন, সে সমস্ত রাজ্য গোবিন্দ রায়ের জন্যে।] বিনা রক্তপাতে আপনাকে ধূমঘাটের সিংহাসনে বসা'ব।

গোবিন্দ। ভবানন্দ! এমন দিন কি আসবে?

ভবা। এসেছে—আস্‌বে কি! প্রতাপ-আদিত্য রায় আপনার জন্তে রাজলক্ষ্মী ঘাড়ে ক'রে ধুমধাটে নিয়ে আস্‌ছে।

গোবিন্দ। ভগবান্ যদি সে দিন দেন,—তা হ'লে ভবানন্দ! তুমিই আমার মন্ত্রী, তুমিই আমার সেনাপতি, আমি শুধু নামে রাজা, তুমিই আমার সব।

ভবা। আমি—আমি—কিছু নয়, কিছু নয়—শুধু দর্পহারী গোবিন্দ মধুস্থদন।

রাঘব রায়ের প্রবেশ

রাঘব। দাদা—দাদা! বাজী মাত্!

ভবা। মাত্?

রাঘব। মাত্।

গোবিন্দ। কিসের বাজী মাত্?

ভবা। ঠিক ব'লছ ত?

রাঘব। ঠিক বল্‌ছি।

ভবা। জয় গোবিন্দ—কালী দুর্গা—দর্পহারী ত্রিপুরারি—কাম্ ফতে। বাজী মাত্।

গোবিন্দ। এ সব কি! বাজী মাত্ কি? কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না ভবাবন্দ!

ভবা। সে কি! আপনি জানেন না?

গোবিন্দ। না।

রাঘব। রাজ্যভাগ?

গোবিন্দ। রাজ্যভাগ! কবে?—কখন?

রাঘব। আজকে—এইমাত্র।

গোবিন্দ। হাঁ দাওয়ান্‌জী-ম'শায়! আমাকে ত এ কথা কিছু বলনি!

ভবা। কাজ না শেষ হ'লে কেমন ক'রে ব'লব ভাই!

রাঘব। জ্যেঠাম'শায় নিজে ভাগ ক'রে দিলেন।

গোবিন্দ। কি রকম ভাগ হ'ল?

রাঘব। বড় দাদা দশ আনা, আর আমরা ছয় আনা।

গোবিন্দ। এতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাজী মাত্ ব'লে ছুটে এলে!

ভবা। আগে ভায়াকে ব'ল্‌তে দিন—

গোবিন্দ। আর ব'ল্‌বে কি? দশ আনা, ছয় আনা—কেন? আমরা কি সাগরে ভেসে এসেছি?

ভবা। অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন, আগে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। ছয় আনা নয়—আমার কারসাজিতে ছয় আনাই ষোল আনা। হাঁ রাঘব! চাকসিরি কোন্ তরফ?

রাঘব। ছোট তরফ।

গোবিন্দ। চাকসিরি!

রাঘব (সোল্লাসে) চাকসিরি। দেওয়ানজী মহাশয় ক'রে দিয়েছেন

ভবা। কেমন রাজকুমার! একা চাকসিরি দশ আনা নয়?

গোবিন্দ। এ কি তুমি ক'র্‌লে?

ভবা। আমি কে? কালী ক'রেছেন, গোবিন্দ ক'রেছেন। দেখি—সব বিষয়েই আপনি ফাঁকি পড়েন,—কাজেই একটা ব'ড়ের কিস্তী দেওয়া গেছে।

গোবিন্দ। তা হ'লে ত ভারি মজা হ'য়েছে!

রাঘব। ভারি মজা দাদা—ভারি মজা!

ভবা। আপনারা দু'দিন অপেক্ষা করুন, আমি আরও কত মজা দেখিয়ে দিচ্ছি! দেখে আসুন—দেখে আসুন।

গোবিন্দ। এরা এখনও আছে—না চ'লে গেছে?

রাঘব। চ'লে গেছে।

গোবিন্দ। তবে চল দেখে আসি। উভয়ের প্রস্থান

ভবা। (স্বগতঃ) এই এক চাকসিরিতেই আগুন ধ'রাব, এ সংসার ছারখার না দিতে পা'র্‌লে আমার নিস্তার নেই। বোম্বেটে সাহেব রডা —তার সঙ্গে গোপনে গোপনে ভাব ক'রেছি, ঘর-সন্ধানী আমার সাহায্যে সে একেবারে এ দেশের লোককে ত্যক্ত বিরক্ত ক'রে তুল্‌বে। আগে ত যাদু ঘর সাম্‌লান, তার পর দেশ জয়। আর ধনমণিকে ঘরও সাম্‌লাতে হচ্ছে না, আর দেশ জয়ও ক'র্‌তে হচ্ছে না। আগুন ধ'রছে—আগুন ধ'রেছে। ঐ চক্রবর্ত্তীর পোর সঙ্গে বড় রাজকুমার ফিরে আস্‌ছে! কি বল্‌তে ব'ল্‌তে আস্‌ছে, আড়াল থেকে শুনতে হচ্ছে। অন্তরালে প্রস্থান

শঙ্কর ও প্রতাপের প্রবেশ

শঙ্কর। এ আপনি কি ক'র্‌লেন? আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেন না? আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে বিষয় ভাগ ক'র্‌লেন! চাকসিরি ছেড়ে দিলেন!

প্রতাপ। এখন উপায় কি? নিজে হাতে করে যে ভাগ ক'রে দিয়েছি। চাকসিরি পরগণার আয়—সকল পরগণার চেয়ে বেশী। নিজে নিলে পাছে খুল্লতাত রুষ্ট হ'ন এই জন্যে চাকসিরি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি ভবানন্দ আমাকে আগে থাক্‌তে ব'লেছিল যে চাকসিরি পরগণা ছোটরাজার নেবার একান্ত ইচ্ছা, বলে—'আপনি উড়িষ্যা বিজয়ে যে গোবিন্দদেব-বিগ্রহ এনেছেন, ছোটরাজার ইচ্ছা—এই চাকসিরি সেই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন।'

শঙ্কর। সে যাই হোক, চাকসিরি আপনাকে হস্তগত ক'র্‌তেই হ'বে। চাকসিরি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান—বন্দর ক'র্‌বার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পর্টুগীজ রডার আক্রমণ থেকে গৃহরক্ষা ক'র্‌তে হ'লে, যেমন করে হোক চাকসিরি আপনাকে নিতেই হ'বে। নিজের ঘর সুরক্ষিত না রেখে,

আপনি কেমন ক'রে পররাজ্য জয় ক'র্‌তে বহির্গত হ'বেন? পদে পদে যখন স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের অপহৃত হ'বার আশঙ্কা, তখন কেমন ক'রে আমরা বাইরে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকব? এই সে দিন শুন্‌লুম—ধূমঘাট থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান থেকে তারা লুট ক'রে নিয়ে গেছে। পাঁচ ক্রোশের ভেতর যখন আস্‌তে পেরেছে, তখন ধূমঘাটে আস্‌তেই বা তাদের কতক্ষণ? বাইরে বেরিয়ে আমরা পাটনা, বেহার দখল ক'র্‌লুম, বাড়ীতে এসে শুন্‌লুম—রাণী, কল্যাণী, ছেলে, মেয়ে সব চুরি হ'য়ে গেছে।

প্রতাপ। যেমন ক'রে হোক্ চাকসিরি চাই।

শঙ্কর। যেমন ক'রে হোক চাইই চাই। রডা দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। রডার গতিরোধ না ক'র্‌তে পার্‌লে বাঙ্গালা উদ্ধারের যত আয়োজন—সব বৃথা। আপনি বঙ্গেশ্বর,—ক্ষুদ্র যশোর আপনার লক্ষ্যস্থল নয়। পৈতৃক যা কিছু পেয়েছেন—সমস্ত দিয়েও যদি চাকসিরি পান, তাতেও আপনি গ্রহণ করুন।

ভবানন্দের পুনঃ প্রবেশ

প্রতাপ। ভবানন্দ! ছোটরাজা কোথা?

ভবা। তিনি ত মহারাজ, এই একটু আগে ধূমঘাট যাত্রা ক'রেছেন!

প্রতাপ। চ'লে গেছেন, ঠিক জান?

ভবা। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, এই মাত্র যাচ্ছেন। কাল্‌কে পূর্ণিমায় ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা,—তিনি আগে থাক্‌তেই তার আয়োজন কর্‌তে গেছেন।

প্রতাপ। তা হ'লে চল, সেই স্থানেই যাই।

ভবা। কেন, বিশেষ কি প্রয়োজন ছিল?

প্রতাপ। হাঁ ভবানন্দ! চাকসিরি যে সমুদ্রতীরে—সেটা ত আমায় আগে বল নি।

ভবা। আজ্ঞে—তা হ'লে ত বড়ই ভুল হ'য়ে গেছে। সমস্ত ব'লেছি, আর ওইটে বলিনি! তবে ত বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি।

প্রতাপ। না—অন্যায় কেন? তুমি ত আর ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করনি।

ভবা। অন্যায় বই কি! রাজ-সংসারে যখন চাকরী ক'র্‌তে হ'বে, তখন এমন মারাত্মক ভুল হ'লেই বা চ'ল্‌বে কেন? কি বলেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়?

শঙ্কর। তা ত বটেই।

ভবা। হিসেব নিকেশের কাজ, তাতে একেবারে সমুদ্দুর ভুল! ভাল, চাকসিরি যদি আপনি নিয়ে থাকেন, আমি এখনি ছোটরাজাকে নিতে অনুরোধ কর্‌ছি!

প্রতাপ। ছোটরাজাকেই চাকসিরি দেওয়া হ'য়েছে।

ভবা। বস্—তবে ত সকল আপদ চুকে গেছে। হাঙ্গামা পোহাতে হয়, ছোটরাজাই পোহাবেন।

প্রতাপ। সেটিকে আবার আমি ফিরিয়ে নিতে চাই, কি ক'রে পাই ভবানন্দ?

ভবা। তার আর কি। আবার চেয়ে নিলেই হ'ল। আপনাকে অদেয় তাঁর কি আছে?

প্রতাপ। তা হ'লে এস শঙ্কর—ধুমঘাটেই যাই। উভয়ের প্রস্থান

ভবা। এই চাকসিরি দিয়েই আগুন লাগা'ব। ওটী আর সহজে পেতে দিচ্ছি না। অন্ততঃ কালকের মধ্যে ত নয়ই, এ দিকে যেমন ধুমঘাটে মহালক্ষ্মী-পূজার ধুম লাগ্‌বে, ওদিক থেকে অমনি রডা সাহেব ঝপাং ক'রে প'ড়ে ঘরের লক্ষ্মী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। বন্দোবস্ত সব ঠিক করা আছে। চাকসিরি হাতে না রাখ্‌লে কি তোমাদের সঙ্গে যোঝা যায়! এ বাবা ঢাল তলোয়ার নিয়ে লড়াই নয়। জাহাজ—জাহাজ! তার ভেতর পোরা—মানোয়ারি গোরা। ভাসা রাজত্ব বাবা—ভাসা রাজত্ব। যেখানে গিয়ে নোঙর ক'র্‌লুম, সেইখানেই রাজা।

পঞ্চম দৃশ্য

ধূমঘাট—নদী-তীর

বজ্‌রার মাঝিদের সারিগান

এমন সোনার কমল ভাসা'লে জলে কে রে,
মা বুঝি কৈলাসে চ'লেছে।
কার ঘরে গিয়েছিলি মা, কে ক'রেছে পূজা ?
কারে তুমি কর্‌লে রাজা হ'য়ে দশভুজা (গো) ?
কে দিয়েছে গঙ্গাজল, কে দিলে বেলের পাতা,
কার মাথাতে তুমি ওমা ধ'রলে স্বর্ণ ছাতা (গো) !

প্রস্থান

চণ্ডীবর, কমল, কল্যাণী, কাত্যায়না ও পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ

চণ্ডী। অল্পক্ষণই পূর্ণিমা আছে। এর ভেতরেই মা-লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে হ'বে। আস্‌তে এত বিলম্ব ক'র্‌লে কেন ?

কল্যাণী। ঘর ছেড়ে চ'লে আসা স্ত্রীলোকের পক্ষে কত কঠিন কথা, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—আপনি কেমন ক'রে বুঝ্‌বেন ! ডাকাতের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, আস্‌তে সাত বার সেই কুঁড়ে ঘরখানির পানে চেয়ে দেখেছি, আর চোখের জল ফেলেছি। অমন সোনার অট্টালিকা, শ্বশুরের ঘর—স্বামীপুত্র নিয়ে কতকাল বাস—ছেড়ে আস্‌ব ব'ল্‌লেই কি টপ্‌ ক'রে আসা যায় ?

কাত্যা। যদিও আর একটু সকাল সকাল আস্‌তুম, তা আবার কমলের জন্তে হ'ল না। কমল সোজা পথ ছেড়ে, কোন্ খাল বিল দে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আন্‌লে যে, এক ঘণ্টার পথ আস্‌তে আমাদের তিন ঘণ্টা লাগল।

কমল। কি ক'র্‌ব মা ! শুনেছি, তোমাদের লক্ষ্মী ঠাকরুণ নাকি বড়ই চঞ্চল। তাই তাঁকে ঘোরাপথে ঘুরিয়ে আন্‌লুম। পথ চিনে আর না বেটী ধূমঘাট ছেড়ে পালাতে পারে।

চণ্ডী। আ পাগল! বেটী কি স্থলপথ জলপথ যে যাতাযাত করে যে, ঘুরিয়ে এনে তাকে পথ ভুলিয়ে দিবি। বেটীর কর্ম্মপথে যাতাযাত।

কমল। বেশ, তা হ'লে কর্ম্মপথের ফটক বন্ধ কর! তা হ'লে ত ঠাকুরুণ আর পালাতে পা'র্‌বেন না!

চণ্ডী। সেই পথই যদি জানতুম কমল, তা হ'লে কি আর চঞ্চলাকে অপরের দ্বারস্থ হ'তে দিতুম! হতভাগ্য আমরা—সে পথের সন্ধান বহুদিন হারিয়ে ব'সেছি। নাও, চল মা, ঘরে আর সময় উত্তীর্ণ ক'রো না।

কমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান

কমল। ধ'রে রাখ্‌তেই যদি জান না ঠাকুর, তা হ'লে আর মা লক্ষ্মীকে অত কষ্ট ক'রে মাথায় ক'রে আনা কেন? আমার হাতে দিয়ে যাও, আমি ওকে ইচ্ছামতীর জলে ডুবিয়ে ওর যাওয়া আসার দফা রফা ক'রে দিই।

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। কমল।

কমল। মা! কেন মা!—আহা-হা! এই যে মা! (নতজানু) একবার মাত্র সন্তানকে দেখা দিয়ে, কোথায় পালিয়েছিলি মা?—মা! জাত হারিয়েছি ব'লে কি, মাকেও হারিয়েছি!

বিজয়া। এই যে বাপ্! আবার আমি এসেছি।—বাছা ডাকাত ধ'র্‌বে?

কমল। সুন্দর যে অনেকক্ষণ তা'কে ধ'র্‌তে গেছে মা! পঞ্চাশ খানা ছিপ নিয়ে সে চোরমল্লের খাড়ীর ভেতর ঢুকেছে।

বিজয়া। বেশ, তুমিও চল না।

কমল। আমি কি ক'র্‌ব মা! খোদা আমাকে মেয়ে আগ্‌লাতেই দুনিয়ায় পাঠিয়েছে।

বিজয়া। বেশ, মেয়েই আগ্‌লাবে—আমাকে রক্ষা ক'র্‌বে।

কমল। তাতে কি হবে?

বিজয়া। রডা ধরা প'ড়বে।

কমল। নইলে কি প'ড়বে না। সুন্দর কি ধ'রতে পারবে না?

বিজয়া। পা'র্ছে না।

কমল। কেন?

বিজয়া! ধূর্ত্ত রডা ইচ্ছামতীতে কিছুতেই প্রবেশ ক'র্ছে না!

কমল। কেন? সে কি সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে?

বিজয়া। সন্ধান পায় নি, কিন্তু কি লোভে আসবে? প্রলোভন কই কমল? তুমি ত রাণী কাত্যায়নীকে ঘোরাপথে ধূমঘাটে এনে উপস্থিত ক'র্লে!

কমল। ও! লড়কানি!

বিজয়। এই—বুঝেছ।

কমল। ও! শালার শো'ল মাছ ধ'রতে হ'লে যে পুঁটী মাছের লড়কানি চাই।

বিজয়া। এই! নইলে সে আসবে কেন? তা হ'লে আর বিলম্ব ক'রো না,—চল।

[কমল। ওঠ মা!—ছিপে ওঠ।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

নদী-তীর—সুন্দরবনের একাংশ

রডা, পোর্ত্তুগীজ বোম্বেটেগণ ও চর

রডা। ও কে আছে?

চর। রাজা আছে হুজুর।

রডা। আরে উল্লুক ও হামি জানে, বসন্ত রায়ের ও কে আছে?

চর। ভাইপো হুজুর!

রডা। ওর কি কেমটা আছে?

চর। সব ক্ষমতাই এখন তার হুজুর! তাকে না জব্দ করতে পারলে তোমার টাকা আদায় কিছুতেই হবে না।

রডা। সে কি ব'লেছে?

চর। সব কথা তোমাকে বললে, তোমার রাগ হবে হুজুর।

রডা। আরে এখনি ত রাগ হচ্ছে, তোমাকে চড় মারিটে হামাড় হাত ছট্ ফট্ কর্‌ছে, টাকা ডিবে কি—না?

চর। ব'লেছে—দশ লাখ কি, দশ কড়া কড়িও দেবোনা, যদি সে নিজে এখানে এসে হাত জোড় ক'রে ভিক্ষে না চায়।

রডা। কিস্ মাফিক জোড়? (হাতে বুক বাঁধিয়া) ইস্‌মাফিক? (করজোড় করিয়া) না ইস্‌মাফিক?

চর। তার বড় আস্পর্দ্ধা সাহেব! সে তার বাপ খুড়োকে এক রকম বন্দী ক'রে নিজে রাজা হয়েছে। এত বড় আস্পর্দ্ধা যে মোগল বাদসাকে পর্য্যন্ত খাজনা দিচ্ছে না। এমন কি বাদসার কিস্তির টাকা লুটে তাই দিয়ে ধূমঘাট ব'লে একটা সহর তৈরী ক'রে ফেলেছে।

রডা। আচ্ছা যাও, ও ধূমঘাট হামি আগুন-ঘাট ক'রে যাবে। সারা দেশ জ্বালিয়ে দেবে। ডন রডারিগো আর ডয়া করিবে না।

চরের প্রস্থান

(বালক, বালিকা প্রভৃতি বন্দিগণ লইয়া পোর্ত্তুগীজ সৈন্যগণের প্রবেশ ও বন্দীদের করুণ রোদন

এই ঠিক হইয়াছে!

ভবানন্দের প্রবেশ

বোবানন্দ! এই ত আমার পাঁচ লাখ উঠিয়া গেল!

ভবানন্দ। উঠবে বইকি হুজুর, তোমার টাকা আটকাবে সে ডাংপিটে কাল্‌কের ছোঁড়া কেব্‌লা, এই রকম দু'চার মাস দয়া ক'রলেই তোমারও টাকা উঠে যাবে, দেশও মরুভূমি হবে। সেই মরুভূমির

ভেতর বসে' শুধু একটা ধূমঘাট নিয়ে ক'দিন বেটা রাজত্ব করে, একবার দেখে নেব। অন্ন—অন্ন মেরে দাও হুজুর। পেট না চল্‌লে দু'দিনেই ধূমঘাটে ইচ্ছামতী ঢেউ খেলে চ'লে যাবে। এই ত সব দেশের অন্ন। এই সব অন্নে ঘা দাও। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, যেখানে যাকে পাবে, ধ'রে নিয়ে যাও। চাষ যাক্, বাস যাক্, রাজা প্রতাপাদিত্য রায় জুল্ জুল্ ক'রে দেশের দিকে চেয়ে থাক্।

রডা। সব লে যাও, এ সব হামি বিক্রী ক'রবে—যে মুলুকে বাবু আছে, সে মুলুকে কুলি হোবে।

ভবা। ঠিক্ হবে, ভাল কুলি হবে, মজা ক'রে খাটবে, আর কষ্ট ক'রে খাবে।

রডা। লে যাও। (বন্দিগণের ক্রন্দন)

ভবা। হাঁ হুজুররা লে যাও। (বন্দিগণের প্রতি) এখানে চীৎকার ক'রলে কি হ'বে? নতুন রাজা হয়েছে—সে তোদের রক্ষা ক'রতে পারে না? হুজুরের ভারি দয়া, তাই তোদের ইচ্ছামতীতে না ডুবিয়ে মেরে—ধ'রে নিয়ে এসেছে। যা যা, কত নতুন রকমের মুলুক দেখবি, কত কি খাবি—মুখে, ঘাড়ে, পিঠে—ঠিক্ হয়েছে, যা. আবার কান্না—হুজুরের জয়-জয়কার ক'রতে ক'রতে চ'লে যা।

ক্রন্দনরত বন্দিগণকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান

রডা। কেমন এই ঠিক ত বোবানন্দ?

ভবা। এমন ঠিক আর দেখিনি হুজুর!

রডা। কেবল করিবে হামি অত্যাচার, গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে—ধান চাল পুড়িয়ে দেবে—ছেলে মেয়ে লুটিয়ে লেবে।

বেগে জনৈক চরের প্রবেশ

ভবা। কিরে, কিরে, কি খবর?

চর। হুজুর জলদি—জলদি—ইচ্ছামতীতে—

রডা। জলদি বোলো—ইচ্ছামতীতে কি হইয়াছে?

চর। একখানা নৌকো, তার উপর ভারী সুন্দরী এক আওরাৎ!

রডা। আওরাৎ?

ভবা। আওরাৎ! ইচ্ছামতীতে?

চর। এমন সুন্দরী কখন দেখিনি—ইচ্ছামতী আলো হয়ে গেছে!

ভবা। তা হলে ঠিক হয়েছে. রডা হুজুর এ সেই প্রতাপাদিত্যের স্ত্রী। বোধ হয় সে ধূমঘাট দেখতে আসছে।

রডা। বস্, বস্, ও মেরি! আউর পাঁচ লাখ উঠিয়া গেল।

ভবা। পাঁচ লাখ ব'লছ কি হুজুর—বিশ লাখ, বিশ লাখ।

রডা। চল বোবানন্দ—চল।

ভবা। তোমার কোন ভয় নাই হুজুর। স্ফূর্ত্তি করে চ'লে যাও—ভয়ের গোড়া চাকসিরি—আমি আগ্‌লে রেখেছি।

রডা। বয়? বয় কি বোবানন্দ! বয় তোমাদের দেশে আছে। আমাদের দেশ পোর্টুগাল। সেখানে সব আছে—কেবল বয় নেই।

প্রস্থান

ভবা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্‌তে হবে—প্রতাপ! তোমাকে আমি সুশৃঙ্খলে রাজত্ব ক'র্‌তে দিচ্ছিনে।

সপ্তম দৃশ্য

ধূমঘাট—পথ

প্রতাপ ও ইসার্খা

ইসার্খা। হাঁ প্রতাপ! এমন সোনার সহর তৈরী ক'র্‌লে তা আমাকে খবর দিলে না? আমাকে এ আনন্দের কিছু ভাগ দিলে তোমার কি বড়ই লোকসান হ'ত? কি সাজান বাগানই সাজিয়েছো। মরি মরি! ধূমঘাটের কি অপূর্ব্ব বাহার! কেতাবে বোগদাদের নাম

শুনেছিলুম, নসীবে কখন দেখা হয় নি, তোমার কল্যাণে সেটাও আজ আমার দেখা হ'ল! আগ্রা দেখা হ'য়েছে, দিল্লী দেখেছি, হিন্দুস্থানের বড় বড় সহর দেখেছি, কিন্তু বাবাজী! তোমার ধূমঘাটের মত সহর বুঝি আর দেখ্‌ব না। চারিদিকে নদী, মাঝখানে দ্বীপের মতন পরীস্থান, দূরে নিবিড় জঙ্গল—সীমাশূন্য সুন্দরবন। তার ওপর আশ্বিনী পূর্ণিমা। প্রতাপ! সত্য সত্য এ আম কি দেখ্‌লুম। দূরে মন্দিরের পাশে যে সুন্দর মস্‌জিদ আর গীর্জ্জা দেখ্‌ছি, ও কি তোমারই কৃত?

প্রতাপ। এক মায়ের পেটের তিন ভাই। যদি আমি ক'রে দিই, তাতে দোষ কি জনাব!

ইসাখাঁ। তোমারই যোগ্য কথা। তা এমন পবিত্র ধূমঘাট সহর ক'র্‌ছ, আমায় খবর দিতে তোমার কি হ'য়েছিল?

প্রতাপ। সপ্তাহমাত্র নগর-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ সবে মাত্র নগরের প্রতিষ্ঠা। তাই আপনাকে অগ্রে সংবাদ দেবার অবকাশ পাই নি। বিশেষতঃ, ছোটরাজাই এ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমি এ. তিন মাস বাইরে বাইরে ঘুরেছি।

ইসাখাঁ। শুনলুম, এই তিন মাসের মধ্যেহ তুমি সমস্ত বাঙ্গালা জয় ক'রেছ।

প্রতাপ। জয় করিনি নবাব। বাঙ্গালার সমস্ত ভূঁইয়াদের দ্বারে গিয়ে আমি রত্ন ভিক্ষা ক'রে এনেছি।

ইসাখাঁ। কি রত্ন প্রতাপ?

প্রতাপ। তাঁদের হৃদয়।

ইসাখাঁ। ভাল, তা আমাকে জয় কর্‌তে গেলে না কেন?

প্রতাপ। আপনাকে ত বহুকাল জয় ক'রে রেখেছি। খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বিনিময়ে এ রত্ন ত আমরা বহুদিন লাভ ক'রেছি।

ইসাখাঁ। তা ঠিক ব'লেছ তোমাদের কাছে আমি বহুদিন থেকে

বিক্রীত। যে দিন থেকে রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে পাগ্‌ড়ী বদল ক'রেছি, সেই দিন থেকে রায় পরিবারকে আমার নিজের সংসার মনে করি। আমার সন্তান নেই মনে মনে সঙ্কল্প—মৃত্যুকালে আমার হিজ্‌লী তোমাদের ক'টি ভাইকে দান ক'রে যাই। তোমাদের পর ভাব্‌তে গেলেই আমার প্রাণে যেন কেমন ব্যথা লাগে!

প্রতাপ। বঙ্গদেশে আপনাদের মতন দু'চার জন হিন্দু-মুসলমান থাক্‌লে কি আর এদেশের দুর্দ্দশা হয়। কবে বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান আপনার মতন পাগড়ী বদলাবদলি ক'র্‌বে জনাব?

ইসাখাঁ। আশ্বস্ত হও, শীঘ্র ক'র্‌বে। দু'দিন বাদে সবাই বুঝবে—বাংলা মুলুক হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—বাঙ্গালীর।

প্রতাপ। কবে বুঝ্‌বে! বাঙ্গালার রাজা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—বাঙ্গালী!

ইসাখাঁ। সত্বরেই বুঝ্‌বে। বুঝ্‌বে কি—বুঝেছে। খোদার মর্জ্জিতে বুঝি সে দিন এসেছে! যে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে মহাত্মা বসন্ত রায় আমাকে তার আপনার ক'রে নিয়েছে, আমার বিশ্বাস—প্রতাপ-আদিত্যও সেই অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তির অধিকারী! প্রতাপ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—সমস্ত বাঙ্গালীর জ্যেষ্ঠ সহোদর-স্বরূপ হয়ে তুমি চিরস্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ কর।

প্রতাপ। আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

ইসাখাঁ। বেশ, আমি এখন চল্‌লুম। [প্রস্থান

প্রতাপ। ইসাখাঁ মন্‌সর আলকে দেখলুম, কিন্তু ছোটরাজাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না! তাঁর মনোগত ভাব ত আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কাল থেকে সন্ধান ক'রছি, কোথাও সন্ধান মিল্‌ছে না! যশোরে যাই, শুনি ছোটরাজা ধূমঘাটে! আবার ধূমঘাটে এসে শুনি তিনি যশোরে। বোধ হয়, রাজা অনুমানে জানতে পেরেছেন, আমি

চাকসিরির ভিখারী। কি নির্ব্বোধের মতনই কার্য্য ক'রেছি। [কেন শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি বিষয়ভাগে সম্মতি দিলুম! সম্মতি দিলুম ত ভাগের ভার নিজহাতে নিলুম কেন? নিজের ঘর অরক্ষিত রেখে কোন্ সাহসে আমি পররাজ্যজয়ে অগ্রসর হই!] এখন যদি ছোটরাজা চাকসিরি প্রত্যর্পণ ক'র্‌তে না চান? কি করি—কি করি! এক সামান্য ভ্রমের জন্যে আমার এত যত্ন, এত চেষ্টা, প্রাণপণ সাধনা—সমস্ত পণ্ড হবে? [করতলগত বঙ্গরাজ্য আবার কি হস্তচ্যুত ক'র্‌তে হ'বে? [ধূমকেতুর মত অসার সৌন্দর্য্য দুদিনের জন্যে ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ ক'রে শুধু অশান্তির পূর্ব্ব-সূচনাস্বরূপ আমার যশোর কি অনন্ত কালের জন্যে অনন্ত আঁধারে মিলিয়ে যাবে!]* না, তা হ'তেই পারে না। আমি ধন চাই না, যশ চাই না, পুণ্য চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না—যশোর চাই। *[আমি নিজের স্বার্থের জন্যে, আত্মীয়তা মায়া, মমতার জন্যে—সাতকোটি বাঙ্গালীকে আর বিপন্ন ক'র্‌তে পারি না।]* আমি যশোর চাই—নরকের প্রচণ্ড অনলপথ ভেদ ক'রেও যদি আমাকে যশোর ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তবু আমি যশোর চাই।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। এই যে মহারাজ! আপনি এখানে? [সমস্ত সহর খুঁজে খুঁজে আমি অবসন্ন। আপনার গৃহে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, আর আপনি পথে পথে।]

প্রতাপ। ছোটরাজাকে দেখ্‌তে পেলে?

শঙ্কর। অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আজকের দিনটে ভালয় ভালয় কেটে যাক্!

প্রতাপ। বিজ্ঞ হ'য়ে তুমি এ কি ব'ল্‌ছ শঙ্কর! এক ভুল ক'রেছি ব'লে আবার কি তুমি আমাকে ভুল ক'র্‌তে বল? আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে চাকসিরি দূরে—অতি দূরে চ'লে যাবে। সহস্র চেষ্টায়ও আর তাকে স্পর্শ ক'র্‌তে পা'ব না।

শঙ্কর। তবে কি আপনি অভিষেক কার্য্যটা পণ্ড ক'র্‌তে চান ?

প্রতাপ। অভিষেক! কার অভিষেক ? আমি ত ভিখারী! আমার আবার অভিষেক কি ? আমি ত যশোরেশ্বরীর দ্বারে একমুষ্টি অন্ন পাবার প্রত্যাশী! আমার আবার অভিষেক-বিড়ম্বনা কেন ?

শঙ্কর। যদি ছোটরাজা চাকসিরি না দেন, তা হ'লে কি আপনি এই উপলক্ষে একটা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত ক'র্‌বেন ?

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ! দেবসেবাই তোমাদের কার্য্য। রাজসেবা কার্য্য নয়!—কেও ?

কৃষকগণের প্রবেশ

১ম কৃ। কে হুজুর—আপনারা কে হুজুর ?

শঙ্কর। তোমরা কাকে খোঁজ ?

১ম, কৃ। আমাদের রাজা কোথায় ব'ল্‌তে পারেন ? শুন্‌লুম তিনি সহর দেখ্‌তে বেরিয়েছেন।

প্রতাপ। এত রাত্রে রাজাকে কি প্রয়োজন ?

১ম, কৃ। আর হুজুর। বোম্বেটেদের অত্যাচারে ত সব গেল।

সকলে। হুজুর! সব গেল।

১ম, কৃ। গ্রাম উচ্ছন্ন দিলে! পয়সা-কড়ি, গরু-বাছুর, স্ত্রী-পুত্র কিছু রাখ্‌লে না!

সকলে। কিছু রাখ্‌লে না হুজুর!—কিছু রাখ্‌লে না।

১ম, কৃ। কোনও রাজা আজও পর্য্যন্ত তাদের কিছুই ক'র্‌তে পারেন নি। শুন্‌লুম, নতুন রাজা হ'য়েছেন, তিনি নাকি মোগল হারিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে লোকে তাঁর গুণ গান ক'র্‌ছে। ব'ল্‌ছে—

সকলে। (সুরে) স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে।

প্রতাপ-আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে॥

১ম, কৃ। সেই কথা শুনে আমরা তাঁর কাছে ছুটে চ'লেছি হুজুর।

প্রতাপ। বেশ, আজ রাত্রের মতন অপেক্ষা কর। কাল প্রাতঃকালে এস।

১ম, কৃ। এলে উপায় হবে হুজুর ?

প্রতাপ। তোমাদের উপায় না ক'রে প্রতাপ-আদিত্য রাজ্য গ্রহণ ক'র্‌বেন না।

১ম, কৃ। বস্‌, তবে আর কি—হরি হরি বল !

সকলে। স্বর্গে ইন্দ্র ইত্যাদি— কৃষকগণের প্রস্থান

প্রতাপ। শঙ্কর ! চাকসিরি দাও—যেমন ক'রে পার, চাকসিরি দাও।

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। কে ও—প্রতাপ ?

প্রতাপ। এই যে খুড়ো মহাশয় !

শঙ্কর। দোহাই মহারাজ ! সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না। দোহাই মহারাজ ! অন্তঃসারশূন্য নদীতটে সোনার অট্টালিকার প্রতিষ্টা ক'র্‌বেন না। জ্ঞাতিবিরোধেই এ ভারতের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে !

প্রতাপ। কিছু ভয় নেই শঙ্কর। গুরুজনের মর্য্যাদাহানি—আমি সহজে ক'র্‌ব না।

বসন্ত। শুন্‌লুম, তুমি আমাকে অনেকবার অনুসন্ধান ক'রেছ—কেন প্রতাপ ?

প্রতাপ। খুড়ো মহাশয় ! কাল আমি একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি

বসন্ত। কি ভুল প্রতাপ ?

প্রতাপ। সে ভুলের সংশোধন—আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করি।

বসন্ত। কি ভুল ক'রেছ, বল।

প্রতাপ। চাকসিরি পরগণা—

বসন্ত। আমাকে দেওয়া কি তোমার ভুল হ'য়েছে ?

প্রতাপ। আজ্ঞে, চাকসিরি ধূমঘাট নগরের প্রবেশদ্বার—এটা আমার আগে জানা ছিল না।

বসন্ত। কি ক'রতে চাও বল। তুমি ব'লতে এমন কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? আমি ত রাজ্য বিভাগে কোন কথা কইনি। তুমি আর তোমার পিতা তোমরা দু'জনেই ত সব ক'রেছ। আমি ত একটিও কথা কইনি।

প্রতাপ। যা নিয়েছি, সব দিচ্ছি। আমার দশ আনা নিয়ে আপনি চাকসিরি আমাকে প্রত্যর্পণ করুন।

বসন্ত। কি প্রতাপ! তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাতে চাও! মোগল-জয়ে এত উদ্রিক্ত, এত জ্ঞানশূন্য যে, আমাকেও তুমি এত তুচ্ছ জ্ঞান কর! তুমি আমাকে উৎকোচদানে বশীভূত ক'রতে চাও!

প্রতাপ। ক্রোধ ক'র্‌বেন না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝে আমাকে দয়া করুন।

বসন্ত। আমি চারকসিরি দিতে পা'রব না। আমি সে স্থান গোবিন্দ দেবের নামে উৎসর্গ ক'র্‌বার ইচ্ছা ক'রেছি!

প্রতাপ। আপনি তার সমস্ত উপস্বত্ব গ্রহণ করুন।

বসন্ত। প্রতাপ! বৃদ্ধ বসন্ত রায়কে প্রলোভন দেখিও না।

প্রতাপ। দেখুন, পর্টুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার থেকে গৃহ-রক্ষা ক'র্‌বার জন্যে আমি এই প্রস্তাব ক'র্‌ছি।

বসন্ত। বসন্ত রায়ই কি এত হীনবীর্য্য! সে কি নিজে জলদস্যুর অত্যাচার থেকে দেশ রক্ষা ক'র্‌তে পারে না?

প্রতাপ। ভাল, দান করুন!

বসন্ত। যখন দানের যোগ্য বিবেচনা ক'রব, তখন দান ক'রব। গুরুজনের অবমাননাকারী পিতৃদ্রোহী সন্তানকে আমি কিছুতেই দেব-ভোগ্য স্থান দানের যোগ্য বিবেচনা করি না!

প্রতাপ। কিছুতেই চাকসিরি দেবেন না?

বসন্ত। কিছুতেই না—জীবন থাক্‌তে না।

শঙ্কর। মহারাজ! ক্ষান্ত হ'ন। বাতুলের ন্যায় এ আপনি কি ক'র্‌ছেন! গুরুজনের অমর্য্যাদা—ক'র্‌ছেন কি!

প্রতাপ। দেবেন না?

বসন্ত। জীবন থাক্‌তে না। চাকসিরি চাও—তা হ'লে এই 'গঙ্গাজল' নাও! আগে বসন্ত রায়ের হৃদয় বিদ্ধ কর! (তরবারি নিষ্কাষণ)

শঙ্কর। সর্ব্বনাশ হ'ল—সব গেল!—ছোটরাজা মহাশয় দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন!

প্রতাপ। বক্ষ-বিদারণই হ'চ্ছে—এ স্বার্থপরতার উপযুক্ত ঔষধ।

প্রস্থান

বসন্ত। স্বার্থপরতা! স্বার্থপরতার যদি এক বিন্দুও বসন্ত রায় হৃদয়ে পোষণ ক'র্‌ত, তা হ'লে প্রতাপকে আজ এইরূপ উদ্ধতভাবে তার খুল্ল-তাতের সম্মুখে কথা কইতে হ'ত না। এতদিনে তার দেহের পরমাণু ইচ্ছা-মতীর জলতরঙ্গে কল্লোলিত হ'ত। তোমাদের অন্নগ্রহভিখারী হ'য়ে আজ আমাকে সামান্য ছয় আনার অংশীদার হ'তে হ'ত না!

শঙ্কর। ছোটরাজা মহাশয়! আমার প্রতি কৃপা ক'রে আপনি এস্থান ত্যাগ করুন।

বসন্ত। বসন্ত রায়কে যদি আজও চিন্‌তে না পার প্রতাপ, তা হ'লে বঙ্গে স্বাধীনতা-স্থাপন সম্বন্ধে তোমার যত চেষ্টা—সব পণ্ডশ্রম।

শঙ্কর। নিশ্চয়। এ কথা আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি—বঙ্গের উপর বিধাতা বিরূপ। নইলে দুই জনই—মহাপুরুষ, কেউ কাউকে চিন্‌তে প'র্‌লে না কেন? পরস্পরে মিল্‌তে এসে, মহালক্ষ্মীর অভিষেকের দিবসে এমন দুর্ঘটনা ঘট্‌ল কেন? মহারাজ! ব্রাহ্মণের অনুরোধ—ভ্রান্ত সন্তানকে ক্ষমা করুন। দোহাই মহারাজ প্রতাপের ওপর আপনি ক্রোধ রা'খ্‌বেন না।

বসন্ত। কার ওপর ক্রোধ ক'র্‌ব শঙ্কর! এখনও যে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদর—রাজা বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান। এখন নিজেরই আমার লজ্জা ক'র্‌ছে। ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে এ আমি কি ছেলেমানুষী ক'র্‌লুম! দাদা শুন্‌লে মনে ক'র্‌বেন কি!

শঙ্কর। নিশ্চিন্ত থাকুন—আর কেউ এ কথা শুন্‌বে না মহারাজ! —অনুগ্রহ ক'রে ঘরে চলুন।

বসন্ত। কি ক'র্‌লুম—বৃদ্ধ বয়সে এ আমি কি ক'র্‌লুম!

শঙ্কর। কোন ভয় নেই মহারাজ!—নিশ্চিন্ত থাকুন—এ কথা শুধু শঙ্কর শুনেছে!

উভয়ের প্রস্থান

ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। আর শুনেছে ভবানন্দ। তখন আর শুনেছে—দূর ছাই! কার নাম করি- তা হ'লে যশোরের টিকটিকিটি পর্য্যন্ত এ কথা শুন্‌তে পেয়েছে। বড়রাজা ত শুনে ব'সে আছে। বস্‌ আর কি! আর আমাকে পায় কে? ভবানন্দ! গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল। একবার প্রাণ ভ'রে সেই দর্পহারীর নাম কর। আগুন জ্বলেছে—আগুন লেগেছে। কুলকুণ্ডলিনী ফোঁস ক'রেছে। গোবিন্দ বল ভবানন্দ!—গোবিন্দ বল।

অষ্টম দৃশ্য

নদী-তীর

নদীবক্ষে নৌকায় বিজয়া ও সঙ্গিনীগণ

গীত

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কেরে, কার মেয়েটি কালো।
মুখ-ভরা তার অট্টহাসি, বুক-ভরা তার আলো॥
চল্‌ চলে চল্‌ আগেরে, চল্‌ চলে চল্‌ আগে,
তিন ভুবনের তরী এসে ওই যে ঘাটে লাগে।

পাহাড়-ভাঙ্গা স্রোত ছুটেছে, কল-ভাঙ্গা ওই বান।
ওই মেয়েটির চরণ ছুঁয়ে গাইছে নতুন গান॥
অট্টহাসি দেশ জাগা'লে ঘুম পালালো বনে।
আমরা শুধু চোখ বুজে কি রইব ঘরের কোণে।
কালো মেয়ে খলা হোল, উঠ্‌ল মোদের নায়—
গৌরী পেয়ে এবার তরী উজান বেয়ে যায়।
চল চলে চল আগেরে, চল চলে চল্ আগে।
মরা নদী ভ'রে গেল, নবীন অনুরাগে।

প্রস্থান

নদীবক্ষে অপর নৌকায় দূরবীক্ষণ হস্তে রডার অনুসরণ

* * *

তীরভূমি

রডা ও বিজয়ার প্রবেশ

রডা। হোঃ—হোঃ—হোঃ!

বিজয়া। হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ! এই দেখ বীর আমি নদী ছেড়ে উপরে উঠেছি।

রডা। টুমি কি মনে করিয়াছ, হামি তীরে উঠিতে জানে না, জন্মিয়া অবধি হামি জলে জলে ঘুরিটেছি!

বিজয়া। আমাকে তাহ'লে না ধরিয়া ছাড়িতেছ না?

রডা। সে কি বুঝিটে পারছ না? আমরা পোর্টুগীজ আছে—হামি লোক যে কাম করিবার প্রতিজ্ঞা করিবে, হয় করিবে নয় মরিবে। (টুমি হামাকে বড়ই ঘুরাইয়াছ। এত ঘোর আমাকে আর কেউ কখন ঘুরায় নাই। তোমার মত লেডি আর কভি না দেখিয়াছে।)

বিজয়া। তুমি পোর্টুগীজ না কি বল্‌লে?

রডা। হাঁ পোর্টুগীজ আছে—ক্রিশ্চান আছে।

বিজয়া। ক্রিশ্চানদের না মেরী আছে?

রডা। আলবৎ আছে।

বিজয়া। হামি-বি ওঠ মেরা আছে।

রডা। ওঃ--হো—

বিজয়া। ভাল ক'রে দেখ।

রডা। ও—হো - হো--হো—

বিজয়া। বেশ ভাল ক'রে দেখ। (মেরী-মূর্ত্তিধারণ)

রডা। ও মেরী—মেরী --মেরী ! (নতজানু)

বিজয়া। তুমি আমায় ধ'রতে আসনি বার—আমি তোমার অত্যাচারকে ধ'রতে এসেছি !

রডা। ও মেরী—ও মেরী--

বিজয়া। এস ক্রিশ্চান সন্তান—আমাকে ধর ! ধ'রবার আগে তোমার অত্যাচার-মূর্ত্তি ইচ্ছানদীর জলে বিসর্জ্জন দাও।—সুন্দর !

সুন্দর ও সহচরগণের প্রবেশ

আমার ক্রিশ্চান সন্তানকে প্রতাপের কাছে নিয়ে যাও, তিনি রাজা—এর অপরাধের বিচারকর্ত্তা।

সুন্দর। আর হাঁ-ক'রে দেখ্‌ছ কি রডা-মিঞা—আজন্ম দেখে দেখে দেখার মীমাংসা হয়নি চল।

রডা। ও মেরী—ও মেরী-- মেরী।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ধূমঘাট — নদী-তীর

প্রতাপ ও শঙ্কর

শঙ্কর। ক'র্‌ছেন কি মহারাজ! আবার এখানে ফিরে এলেন! আপনি সমস্ত কার্য্য পণ্ড ক'র্‌তে চান?—কেও—কেও—সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

কখন এলে?

সূর্য্য। এই আসছি।

শঙ্কর। কিছু নূতন খবর আছে না কি?

সূর্য্য। আছে, বাঙ্গালা বে-দখল—এ খবর আগ্রায় পৌচেছে।

শঙ্কর। পৌচেছে—সে ত জানা কথা। তা আর নূতন খবর কি!

সূর্য্য। বাদশা আজিম খাঁ নামে একজন সৈনিককে যশোর-জয়ে প্রেরণ ক'রেছেন। সম্রাটের জেদ—যেমন ক'রে হোক যশোর ধ্বংস ক'রে মহারাজকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় প্রেরণ।

প্রতাপ। শঙ্কর! হয় আমাকে চাকসিরি দাও, নয় আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় পাঠাও—সকল আপদ চুকে যাক্। তোমার সেই দরিদ্র প্রজা সকলকে আবার প্রসাদপুরে পাঠিয়ে দাও! মা কল্যাণীকে আবার সেই পর্ণকুটীরের আশ্রয়ে যেতে বল। সেখানে নবাব, এখানে রডা!

শঙ্কর। সৈন্য কত—খবর নিতে পেরেছ?

সূর্য্য। প্রায় লক্ষ। তা ছাড়া বাঙ্গালা থেকেও কিছু সংগ্রহ হ'তে

পারে। এবারে বিপুল আয়োজন। বাইশ জন আমীর আজিমের সঙ্গে আসছে।

শঙ্কর। এসেছে কত দূর?

সূর্য্য। বারাণসী ছাড়িয়েছে।

শঙ্কর। আমাদের সৈন্য কি বারাণসীতে ছিল না?

সূর্য্য। ছিল। কিন্তু তারা বেহারী সৈন্য। ভয়ে সকলে আজিমের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

শঙ্কর। বেশ, তুমি চ'লে এলে কেন? তুমি কি লক্ষ সৈন্যের নাম শুনে ভয়ে পালিয়ে এলে!

সূর্য্য। আমার গুরু—দরিদ্র ব্রাহ্মণ হ'য়ে বাদশার প্রতিদ্বন্দ্বী! আমি তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষিত। ভয় কথা আমার অভিধানে নেই।

শঙ্কর। বেশ, তবে মা যশোরেশ্বরীর নাম ক'রে তাঁর রাজ্যরক্ষাস্বরূপ শুভকার্য্যে অগ্রসর হও। মহারাজ নিজে নগর রক্ষা করুন।

প্রতাপ। আজিম কে—তা জান?—কত বড় বীর, তা কি তোমাদের জানা আছে?

সূর্য্য। জানি মহারাজ! আজিম দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বীর। এক মানসিংহ ব্যতীত তার সমকক্ষ সেনাপতি—আকবরের আছে কি না সন্দেহ! আজিম বহু যোদ্ধার সম্মুখীন হ'য়েছে, বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রেছে! পরাজয় কাকে বলে—জানে না, কিন্তু এটাও জানি—বাঙ্গালায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালী। আজিম দাক্ষিণাত্যের এক এক যুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাস্ত ক'রেছে। কিন্তু একটী জাতি যে যুদ্ধের সেনাপতি, যে স্থানে অগণ্য সৈন্য একমাত্র প্রাণের আদেশে পরিচালিত, আজিম কখনও সেরূপ সৈন্যের সম্মুখীন হয় নি। —প্রকাণ্ড বাহিনীর ধ্বংস হয়, কিন্তু এক প্রাণে পরিচালিত একটি জাতি অতি ক্ষুদ্র হ'লেও তার বিনাশ নেই! মহারাজ! কাঠবিড়ালী দিয়েই

সাগরবন্ধন। অল্পে অল্পে সঞ্চিত মৃত্তিকাকণায় সাগর-হৃদয় ভেদ ক'রে যে বাঙ্গালার সৃষ্টি, সে বাঙ্গালার সঞ্চিত ক্ষুদ্র বঙ্গালীশক্তিকণায় কি অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে না?

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি জাতীয় জীবনের সমষ্টি। তোমার কথায় আমি বড় আনন্দ লাভ ক'র্‌লুম। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমিও ত ঘরে থা'ক্‌তে পা'র্‌ব না! তা হ'লে আমার গৃহরক্ষা করে কে? দস্যুর আক্রমণ থেকে যশোরের কুলকামিনীদের বাঁচায় কে?

কমলের প্রবেশ

কমল। মহারাজ! রডা বোম্বেটে ধরা প'ড়েছে।

প্রতাপ। সত্য কমল—সত্য?

কমল। গোলাম কি তামাসা ক'র্‌বার আর লোক পেলে না জনাব!

শঙ্কর। মহারাজ! মা যার সহায়, তার আবার নিজের স্কন্ধে আত্মরক্ষার ভার গ্রহণের অভিমান কেন? জয় মা যশোরেশ্বরী!

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! শীঘ্র যাও। সমস্ত সৈন্য মা যশোরেশ্বরীর পদপ্রান্তে সমবেত কর। সাবধান! বঙ্গসন্তানদের এক বিন্দু রক্তও যেন পথে নিপতিত না হয়। যদি পড়ে, তবে মায়ের চরণ রঞ্জিত করুক। হয় যশোর, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা। প্রস্থান

প্রতাপ। শঙ্কর!—ভাই, আমি কি কোন স্বপ্ন-রাজ্যে বাস ক'র্‌ছি! রডা ধরা প'ড়্‌ল!

শঙ্কর। কে ধ'র্‌লে কমল?

কমল। আজ্ঞে হুজুর—লড়কানি বিবি ধ'রেছে।

শঙ্কর। লড়কানি বিবি ধ'রেছে কি?

কমল। আজ্ঞে—লড়কানি বিবি, কমলের ছিপ, আর সুন্দরের জাল—এই তিন রকমে ধরা প'ড়েছে।

প্রতাপ। আর বোঝ্‌বার দরকার কি! মা যশোরেশ্বরী ধ'রেছেন।

কমল। এই—তবে আর বুঝ্‌তে বাকী রইল কি জনাব।

সুন্দর ও সেন্যবেষ্টিত রডার প্রবেশ

রডা। কাকে বয দেখাস্‌ ভাই! হামার কি মরণের বয আছে? তা থা'ক্‌লে কি আর আমি চার হাজার ক্রোশ সাগর ডিঙিয়ে পর্টুগাল থেকে তোদের মুলুকে আসি!

সুন্দর। সুমুন্দি! তুমি সাগর ডিঙ্গিয়েছ?

রডা। আলবৎ ডিঙ্গিয়েছি!

সকলে। [সুরে] হনুমান্‌ রামের কুশল কও শুনি।
(ওরে) সাতে বড় জনম-দুঃখিনী॥

প্রতাপ। সুন্দর!

সুন্দর। ওরে চুপ, চুপ—মহারাজ! মহারাজ! এই আপনার রডা পর্টুগীজ।

প্রতাপ। তুমিই রডা?

রডা। ডন্‌ রোডেরিগো।

প্রতাপ। তা বেশ, সাহেব! তোমাদের বীর জাতি সভ্য। কিন্তু এ অসভ্যদের দেশে এসে নিষ্ঠুরতায়, নৃশংসতায় হিংস্র জন্তুকে পর্য্যন্ত হা'র মানিয়েছ। বীর জাতি তোমরা—কোথায় দুর্ব্বলকে রক্ষা ক'রবার জন্যে উৎসর্গ ক'র্‌বে, তা না ক'রে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার! এই কি তোমাদের বীরত্ব, সভ্যতা, ধর্ম্ম?

রডা। আমি যা ভাল বুঝিযাছি—করিয়াছি। তুমি রাজা, তোমার মত্‌লবে যা হয় কর।

প্রতাপ। আমার বিবেচনায়—ভীষণ শাস্তি।

রডা। ভীষণ শাস্তি!

প্রতাপ। ভীষণ শাস্তি—প্রতি অঙ্গ তোমার মরণের যন্ত্রণা অনুভব ক'র্‌বে।

রডা। (স্বগত) ও মেরী !—মেরী !

প্রতাপ। প্রস্তুত হও !

রডা। রাজা, আমাকে একদম কোতল কর !

প্রতাপ। হত্যা ক'রব না—তার অধিক যন্ত্রণা তোমাকে প্রদান ক'র্‌ব। শোন সাহেব ! তুমি যতই অপরাধী হও, তথাপি তুমি বীর। তোমাকে আমি বীরযোগ্য কঠিন শাস্তি প্রদান করি। আজ হ'তে তোমাকে আমি বঙ্গদেশ-কারাগারে চিরজীবনের মতন নিক্ষেপ ক'র্‌লুম।

রডা। এই আমার শাস্তি ?

প্রতাপ। এই তোমার শাস্তি !—আর তোমাকে আবদ্ধ ক'র্‌তে তোমার প্রতিশ্রুতিই তোমার প্রহরী।

রডা। এই আমার শাস্তি ?

প্রতাপ। এই তোমার শাস্তি।

রডা। (প্রতাপের পদতলে টুপি রাখিয়া) রাজা। আজ থেকে তুমি আমার বাপ, (সুন্দরকে ধরিয়া) বাঙ্গালী আমার ভাই, বাঙ্গালা আমার জান্। রাজা !—আজ থেকে আমি তোমার গোলাম।

প্রতাপ। শঙ্কর ! ধূমঘাটে গির্জ্জার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, সেই সাহেবের আত্মীয়-স্বজনের স্থান নির্দ্দেশ কর। প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহর—রাজবাটী—প্রাঙ্গণ

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়

ভবা। বড়রাজা যে চ'ল্‌লেন।

গোবিন্দ। চ'ল্‌লেন !—সে কি !—কোথায় ?

ভবা। তা হ'লে বোধ হয় মানের ভয়ে।

বসন্ত। মানের ভয়ে! রাজা বিক্রমাদিত্যের মানে আঘাত করে, এমন শক্তিমান্ বঙ্গে কে আছে?

ভবা। কে আছে! কার ক্ষমতা! বঙ্গে? পৃথিবীতে আছে! তা হ'লে বোধ হয় বৈরাগ্য। আপনারা দু'টি ভাই ত নয়, যেন জোড়া প্রহ্লাদ! বোধ হয়, এই লড়ানড়ির ব্যাপার তাঁর ভাল লাগ্‌ল না। তাই চুপ চুপি গৃহত্যাগ ক'রেছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে, পাছে যেতে না পান—পাছে আপনি তাঁর পথরোধ করেন, তাই আপনাকেও না ব'লে তিনি চ'লে গেছেন।—আপনার টান ত আর সহজ টান নয়!

বসন্ত। কা'লকে রাত্রে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভবা। দুর্ঘটনা?

বসন্ত। বিষম দুর্ঘটনা। বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে উন্মত্তের মত আচরণ ক'রেছে। পরচ্ছিদ্রান্বেষী কোন নরাধম, অন্তরাল থেকে আমার কথা শুনে নিশ্চয় বড়রাজার কাছে প্রকাশ ক'রেছে।

ভবা। এ সব কি কথা, কিছু ত বুঝ্‌তে পারছিনে মহারাজ!

বসন্ত। সে সব কথা শুনে, আমাকে মুখ দেখাতে হবে ব'লে দারুণ লজ্জায় ভাই আমার বৃদ্ধবয়সে দেশত্যাগী হ'য়েছেন। ভবানন্দ! যৌবনে বিষয়-সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে, ম'রবার সময়ে আমি সারকানি ক'রেছি। দাদা ছেলেকে দশ আনা বিষয় দিয়েছেন, আর আমায় দিয়েছেন ছয় আনা। কুক্ষণে আমি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ ক'রেছি। তার ফলে, যিনি আজীবন পুত্রের অধিক স্নেহচক্ষে আমায় দেখে আস্‌ছেন—যিনি আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দেবতা—যাঁর সঙ্গ-প্রলোভনে আমি গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ব'সে আছি—সেই আমার ভাই—সহোদরাধিক—পিতা—হতভাগ্য আমি আজ তাঁকে হারিয়েছি!

ভবা। ওহো!

বসন্ত। ভবানন্দ! আমার কি গেছে, তা জান

ভবা। তা কি আর জান্‌ছি না মহারাজ?

বসন্ত। কিছুই জান না।

ভবা। তা কেমন ক'রে জান্‌ব?

বসন্ত। আমার গোবিন্দদেবের মূর্ত্তি ভেঙ্গে গেছে।

ভবা। হা গোবিন্দ! (শিরে করাঘাত)

বসন্ত। এমন নিষ্ঠুর কার্য্য কে ক'র্‌লে ভবানন্দ?

ভবা। সেখানে কেউ ছিল?

বসন্ত। প্রতাপ আর শঙ্কর।

ভবা। তাই ত—তাই ত! তবে কি চক্র—চক্র—বর্ত্তী

বসন্ত। উহুঁ, সে ব্রাহ্মণ ত নীচ নয়।

ভবা। উঁচু—উঁচু! মেজাজ কি—মেজাজ কি! তাই ত ভাব্‌ছি—তা কেমন ক'রে হয়! তা হ'লে এমন কাজ কে ক'র্‌লে!

বসন্ত। কে ক'র্‌লে ভবানন্দ! এমন নীচ কাজ কে কর্‌লে!

ভবা। তাই ত—এমন কাজ কে কর্‌লে মহারাজ?

বসন্ত। যেই হ'ক, জানতে পার্‌বই। কিন্তু যদি জান্‌তে পারি—কে ক'রেছে, তা সে যদি ব্রাহ্মণও হয়, তথাপি আমার কাছে তার মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

ভবা। নিশ্চয়।—(স্বগত) আর থাকা মঙ্গল নয়। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ছোটরাণী-মা আস্‌ছেন। (স্বগত) দোহাই কালী, শিবদুর্গা! সঙ্কটা—সঙ্কটা! প্রস্থান

ছোটরাণীর প্রবেশ

ছোট। এই মহারাজ! আপনি এখানে! কাউকেও না ব'লে আপনি ধুমধাম থেকে চ'লে এসেছেন! বৌমা মহালক্ষ্মীর প্রসাদ নিয়ে

সারা রাত আপনার অপেক্ষায়। কেউ কিছু মুখে দিতে পারে নি। ব্যাপারখানা কি—আপনার এ কি ভাব মহারাজ?

বসন্ত। আমার শরীর বড় অসুস্থ।

ছোট। না—তা ত নয়—শরীর ত অসুস্থ নয়। দোহাই প্রভু! দাসীকে গোপন ক'র্‌বেন না। শারিরীক অসুস্থতায় ত মহারাজ বসন্ত রায় এমন কাতর ন'ন। এমন মূর্ত্তি ত আপনার কখন দেখিনি।

কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ

(কাত্যায়নী কর্ত্তৃক বসন্তের পদধারণ)

বসন্ত। ছাড় মা—ছাড়।

কাত্যা। কন্যার মুখ দেখে দয়া করুন।

উদয়। হাঁ দাদা! আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌লে?

বিন্দু। হাঁ দাদা! আমাকেও পরিত্যাগ ক'র্‌লে?

বসন্ত। জীবন পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি, তবু কি ভাই তোমাদের পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি!

বিন্দু। আমাকে তুমি পাতের প্রসাদ দেবে ব'লে, আশ্বাস দিয়ে এলে!

উদয়। আমরা সব হা-পিত্যেশ হ'য়ে ব'সে আছি—

বসন্ত। পা ছাড় মা—পা ছাড়!

কাত্যা। বলুন—ক্ষমা ক'র্‌লুম।

বসন্ত। কার ওপর রাগ, তা ক্ষমা ক'র্‌ব মা! প্রতাপ যে আমার সব।

ছোট। এ সব কি কথা মহারাজ!

উদয়। কথা আর কি? আমরা দাদার প্রাণ ছিলুম। এখন বরাত মন্দ—চক্ষুঃশূল হ'য়েছি। হাঁ দাদা! ঠাকুর মানুষেও মিথ্যা কথা কয়?

বিন্দু। তখন দাদার দু'এক গাছা কাঁচা চুল ছিল—আমাদের সঙ্গে

ভাবও ছিল। এখন সে ক'গাছি চুলও পেকে গেছে, আমাদেরও বরাত উঠে গেছে।

বসন্ত। নে, শালা—জ্যেঠামো করে না, থাম্। রামচন্দ্র আসুক, তোর বিয়ে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। মহারাজ! দরিদ্রা ব্রাহ্মণী, আপনার প্রতাপের কল্যাণে পাষণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আপনার গৃহে আশ্রয় পেয়েছে। এই ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখ চেয়ে আপনি প্রতাপের শত অপরাধ ক্ষমা করুন।

বসন্ত। আর কেন লজ্জা দাও মা! এই যে আমি উঠ্‌ছি। নে শালা! হাত ধর্—তোল্—দুর্গা! –দেখিস্ হাত ছাড়িসনি।

ছোট। তাই ত বলি, প্রভুর আমার এমন মূর্ত্তি কেন? বৃদ্ধবয়সে কি আপনার বুদ্ধি লোপ পেলে মহারাজ? প্রতাপের ওপর রাগ ক'রে আপনি মহালক্ষ্মীর প্রসাদ ফেলে চ'লে এলেন! ছেলেমেয়েগুলোকে সব উপবাসী ক'রে রাখলেন।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। ইসাখাঁ মন্সরআলী আসছেন।

বিন্দুমতী ব্যতীত নারীগণের প্রস্থান

ইসাখাঁ। (নেপথ্যে) ছোটরাজা ঘরে আছ?

শঙ্কর। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

ইসাখাঁর প্রবেশ

ইসাখাঁ। বেশ, ভায়া, বেশ!—নাতি-নাত্‌নীর সঙ্গে নির্জ্জনে রহস্যালাপ হচ্ছে নাকি?

বিন্দু। সেলাম ভাইসাহেব! (সকলের অভিবাদন)

ইসাখাঁ। কি বুড়ি! দাদার সঙ্গে এত ভালবাসা—সে দাদা তোকে ফেলে পালিয়ে এল!

বসন্ত। এস নবাব! কখন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল?

ইসাখাঁ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তুমি আর হতে দিচ্ছ কই? আমি এসে সারা ধূমঘাট তোমাকে খুঁজে হাল্লাক হ'লুম, আর তুমি কিনা ছেলের ওপর রাগ ক'রে ঘরের কোণে লুকিয়ে আছ! আরে ছি! তুমি না ঠাকুর বসন্ত রায়! ঠাকুর মানুষটা হ'য়েও যদি তোমার এত অভিমান, তখন খাঁ-সাহেবদের আত্মীয়বিচ্ছেদের কথা নিয়ে তোমরা এত তামাসা কর কেন? নাও, উঠে এস। প্রতাপ কে? তুমিই ত সব। বাঘ-ভালুকের আবাসভূমিকে তুমি মানবারণ্যে পরিণত ক'রেছ। সোনার ধূমঘাট শুন্‌লুম, তোমারই কল্পনাসৃষ্ট পরীস্থান। সব ক'রে শেষকালটা জোর ক'রে আপনাকে ফলভোগে বঞ্চিত ক'রেছ!—নাও, উঠে এস। আমরা আর বিলম্ব ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। শীঘ্র এস। লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোগল আমাদের দেশ আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে। এখনি আমাদের সবাইকে লড়ায়ে যেতে হ'বে!

বসন্ত। তা হ'লে ভাই, আমার জন্যে আর অপেক্ষা ক'রো না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও। আমি যাচ্ছি।

ইসাখাঁ। বহুত আচ্ছা। এস বাবাজী, চ'লে এস।

তৃতীয় দৃশ্য

কালীঘাট—উপকণ্ঠ

সুখময়, মদন, সুন্দর ও সূর্য্যকান্ত

সুখ। আমি ছদ্মবেশে বরাবর মোগলদের সঙ্গে আছি। বরাবর খবর রেখেছি। আজ রাত্রের মধ্যে সমস্ত সৈন্য নদী পার হ'বে। কতক পল্‌টন্ আর জনকয়েক আমীর নিয়ে আজিম আগে থাক্‌তেই নদী পার হ'য়েছে।

মদন। রাজা আমাদের ক'রছেন কি! এখনও এগুতে দিচ্ছেন!

সূর্য্য। রাজার কার্য্যের সমালোচনায় তোমাদের কোনও অধিকার নেই। শুদ্ধ মাত্র প্রাণপণে তাঁর আদেশ পালন কর।

সুন্দর। তাই ত, তর্কে দরকার কি! হুজুর যা হুকুম করেন, তাই শোন।

সুখ। এখনও আমাদের পেছুতে হ'বে?

মদন। আর পেছুলে যে যশোরে গিয়ে পিঠ ঠেক্‌বে!

সুন্দর। যশোরেই পিঠ ঠেকুক, কি ইচ্ছামতীর কুমীরের পেটেই মাথা ঢুকুক, আমরা সব না ম'লে ত মোগল যশোরে ঢুক্‌তে পার্‌বে না।

মদন। জান্ থাক্‌তে মোগল যশোরে পা ঠেকাবে!

সুন্দর। বস্, তবে আর কি! তবে আমাদের আর পেছাপিছির কথায় দরকার কি!

মদন। আমাদের এখন কি ক'রতে হ'বে হুকুম করুন।

সূর্য্য। প্রস্তুত হ'য়ে থাক। আমি হুকুম আন্‌ছি। এ যুদ্ধের সেনাপতি রাজা—আমি নই! প্রস্থান

সুন্দর। ব্যাপার বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না! রাজা এসেছেন, উজীর এসেছেন, ইসাখাঁ মসন্দরী এসেছেন—তাঁর ওপর ঘোড়-শওয়ারের ভার। ভাওয়ালের নবাব ফজলগাজি—তিনি এসে হাতী-সওয়ারের ভার নিয়েছেন। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের সঙ্গে থাক্‌বেন! জামাই রাজা—বাক্‌লার রামচন্দ্র পর্য্যন্ত এসেছেন। রডা সাহেবের সঙ্গে থাক্‌তে তাঁর ওপর হুকুম হ'য়েছে। সবাই একস্থানে জমা হ'য়েছে। বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না, এ এক রকম জেহাদ—ধর্ম্মযুদ্ধ। হয় এসপার—নয় ওস্‌পার।

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

সূর্য্য। মদন!

মদন। জনাব!

সূর্য্য। মোগল নদী পার হ'চ্ছে। তোমরা শীগ্‌গীর পেছিয়ে যাও।

মদন। কোথায় যাব ?

সূর্য্য। তুমি চেত্‌লার পথ আটকে থাক। সাবধান! একজন মোগলও যেন সে পথে প্রবেশ না করে। সুন্দর! তুমি দোস্‌রা হুকুম পর্য্যন্ত বজ্‌বজে থাক। আজ রাত্রেই আমাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা।

উভয়ে। যো হুকুম। প্রস্থান

সুখ। আমার ওপর কি হুকুম ?

সূর্য্য। তুমি যেমন মোগল সৈন্যের ভেতর গুপ্তভাবে আছ, তেমনই থাক। কেবল তুমি কৌশলে মোগলকে এক স্থানে জড় কর।

সুখ। যো হুকুম। প্রস্থান

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ। সেনাপতি!

সূর্য্য। মহারাজ!

প্রতাপ। মদন, সুন্দরকে পেছিয়ে যেতে হুকুম ক'রেছ ?

সূর্য্য। ক'রেছি। কিন্তু মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি মোগলকে আর এগুতে দিতে ইচ্ছা করি না।

প্রতাপ। না ইচ্ছা ক'রে কি ক'র্‌বে সূর্য্যকান্ত! অসংখ্য সুশিক্ষিত মোগল-সৈন্য। আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালা সৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে কতক্ষণ তাদের তীব্র আক্রমণের বেগ সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে ? একপ কার্য্যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী! তখন তুমি কি ক'র্‌বে ? নিষ্ফল কতকগুলি বারশোনিতপাত আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করি না। সম্মুখ-সমরে দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সে স্বর্গ চাই না। যে কার্য্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, সে কার্য্য যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে —সূর্য্যকান্ত! যদি বু'ঝতে পারি—মা আমার বেঁচেছে, তা হ'লে আমি

হাসিমুখে নরকেও প্রবিষ্ট হতে পারি। মোগলকে কৌশলে পরাভব ক'র্‌তে না পার্‌লে শুধু বীরত্ব-প্রদর্শনে পরাস্ত ক'র্‌বার চেষ্টা বিড়ম্বনা! একবার লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'লে, আর কি তুমি যশোর রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বে?

সূর্য্য। তা হ'লে আমি কি ক'র্‌ব— আদেশ করুন।

প্রতাপ। গাজী সাহেবকে কোথায় পাঠালে?

সূর্য্য। গাজী সাহেবকে রায়গড়ের পথে থাক্‌তে ব'লেছি! মনুসর আলি সাহেবকে কল্‌তার কেল্লা আগ্‌লাতে পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। তা হ'লে তুমি ঘর রক্ষা কর। যদিই বিপদ ঘটে, তা হ'লে ত পুরবাসিনীদের মর্য্যাদা রক্ষা হবে!

সূর্য্য। আর আপনি?

প্রতাপ। আমি আর শঙ্কর এখানে থাকি।

সূর্য্য। তা কি হয়! আপনি ধূমঘাটের পথ রক্ষা করুন।

প্রতাপ। ভুলিত হ'য়ো না সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের মহিমা নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা ক'রতে জানে। তার জন্যে সূর্য্যকান্তের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই।

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি আমার প্রাণ হ'তে প্রিয়তর।

সূর্য্য। সুতরাং মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের অস্তিত্ব আগে প্রয়োজন। নতুবা এ প্রাণের অস্তিত্বের মূল্য নেই। ক্ষমা করুন মহারাজ! গোলাম আজ আপনার বাক্যের প্রতিবাদ ক'রছে। (নতজানু)

প্রতাপ। (স্বগত) দেখ্‌ছি আজ যশোরেশ্বরার ইচ্ছা, আত্মরক্ষা নয়—আক্রমণ! ভাল, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্‌। (প্রকাশ্যে) যাও—শীঘ্র যাও। সমস্ত সেনাপতিদের ফিরিয়ে আন। তোমার মনোমত স্থানে সমবেত কর। হয় ধ্বংস, নয় হিন্দুস্থান!

সূর্য্য। যো হুকুম। প্রস্থান

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মহারাজ! রাজা গোবিন্দ রায় ও জামাতা রাজা রামচন্দ্র—উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রস্থান ক'রেছেন।

প্রতাপ। কেন?

শঙ্কর। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ ক'র্‌তে চান্ না—রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ ক'র্‌তে অনিচ্ছুক।

প্রতাপ। তাদের সম্বন্ধে স্থির ক'র্‌লে কি?

শঙ্কর। স্থির কিছু ক'র্‌তে পারিনি। তবে আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রে তাদের গ্রেপ্তার ক'র্‌তে লোক পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। বেশ ক'রেছ—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। শঙ্করের প্রস্থান

কি ক'র্‌লুম! ভাল কি মন্দ—চিন্তা ক'রবারও অবকাশ নেই।—জয় যশোরেশ্বরী! তোমার যশোর আজ দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত। এ দারুণ বিপদে তোমার চরণ স্মরণ ভিন্ন আমার আর কি চিন্তা আছে! বিষম সময়—শত্রু দ্বারদেশে—কর্ত্তব্য স্থির ক'র্‌বার পর্য্যন্ত অবসর নেই। রক্ষা কর দয়াময়ি! বঙ্গের সমস্ত বীর সন্তান আমার আদেশের অপেক্ষা ক'র্‌ছে। আমি কি ক'র্‌ছি—বুঝতে পা'র্‌ছি না। রক্ষা কর মা—রক্ষা কর। সে সমস্ত নিঃস্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষী মহাপুরুষগণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। প্রতাপ!

প্রতাপ। কেও—মা!

বিজয়া। কি ভাব্‌ছ?

প্রতাপ। কপালিনি! কি ভাব্‌ছি—তুমি কি বুঝতে পা'র্‌ছ না? অগণ্য মোগল যশোরেশ্বরীর দ্বারদেশে—

বিজয়া। অতিথি?—সুখের কথা। তাদের সৎকারের কিরূপ আয়োজন ক'রেছ?

প্রতাপ। আমি এখনও তাদের আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জান্‌তে দিইনি!

বিজয়া। কেন?

প্রতাপ। মনে মনে সঙ্কল্প—বিনা বাধায় তাদের ভাগীরথী পার হ'তে দেব। ভাগীরথীর এপারে প্রতাপ-আদিত্যের অদৃষ্ট পরীক্ষা। মায়ের যদি ইচ্ছে হয়, তা হ'লে এইখানেই প্রতাপ-আদিত্যের পতন হোক্। নতুবা একজন মোগলও যেন সম্রাটের সৈন্যধ্বংসের সংবাদ দিতে আগ্রায় উপস্থিত না হ'তে পারে। স্থির ক'রেছি—মোগল যেমন এ পারে এসে উপস্থিত হ'বে, অমনি চারিদিক থেকে প্রাণপণ-শক্তিতে তাদের আক্রমণ ক'র্‌ব। তার পর মা যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা!

বিজয়া। উত্তম যুক্তি। কিন্তু প্রতাপ! ভাগীরথী পার হ'য়ে মোগল যদি এখানে উপস্থিত না হয়?

প্রতাপ। সে কি!—এ পারে লক্ষ লোকের অবস্থান-যোগ্য স্থান আর কোথায়!

বিজয়া। আছে। তুমি দেখনি। যুদ্ধবিশারদ আজিম, প্রতাপের সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হ'তে এখানে এসে রাত্রি যাপন ক'র্‌বে না। সে রাত্রিবাসযোগ্য সুন্দর সুদৃঢ় স্থান আবিষ্কার ক'রেছে। তুমি বুঝ্‌তে পারনি!

প্রতাপ। তা হ'লে ত দেখ্‌ছি, সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হ'ল—আজিমের গতিরোধ হ'ল না!

বিজয়া। যেমন ক'রে হোক্, গতিরোধ কর্‌তেই হবে। কিন্তু প্রতাপ! লক্ষ সৈন্য দিয়ে লক্ষের গতিরোধে গৌরব কি? অল্প সৈন্য দিয়ে যদি সে কার্য্য সাধিত হয়, তা হ'লে কি সে কাজটা ভাল হয় না?

প্রতাপ। এ তুই কি বল্‌ছিস্ মা! আমার মস্তিষ্ক বিচলিত!

বিজয়া। আমার সন্তানের রক্তে ভাগীরথীর শুভ্র অঙ্গ রঞ্জিত হ'বে।—তা আমি কেমন ক'রে দেখ্‌ব? প্রতাপ! মুষ্টিমেয় সৈন্যে সাগর-

প্রমাণ মোগল সৈন্যের গতিরোধ কর। আমার প্রিয়পুত্র প্রতাপ-আদিত্যের যশ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হোক্।

প্রতাপ। কি ক'রে হবে মা ?

বিজয়া। উপায় স্থির কর। যেমন ক'রে হোক্, হওয়া চাই! আজকের তিথি কি জান ?

প্রতাপ। চতুর্দ্দশী।

বিজয়া। রাত্রে অমাবস্যা ওই যে অদূরে জঙ্গলবেষ্টিত স্থান দেখ্‌ছ, ওই স্থানের নাম কি জান ?

প্রতাপ। জানি কালীঘাট।

বিজয়া। ওই স্থানে এসে মোগল রাত্রের মত বিশ্রাম ক'র্‌বে।—

বেগে সুখময়ের প্রবেশ

সুখ। মহারাজ। সর্ব্বনাশ। মোগল পার হ'ল—কিন্তু—এখানে এল না!

প্রতাপ। ভয় নেই—তুমি নিশ্চিন্ত থাক—কেবল তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ। সুখময়ের প্রস্থান

বিজয়া। ওই কালীঘাট তোমার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের গুরু ভুবনেশ্বর হালদার ব্রহ্মচারী ওই স্থানে বাস করেন। ওই দেখ, দূরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মায়ের মন্দির। রাজা বসন্ত রায় নিজে ওই মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। ওই স্থানটিকে চারিদিক দিয়ে বেষ্টন ক'রে চারিটি নদী প্রবাহিত। নিশ্চিন্ত হ'যে মোগল ওই স্থানে রাত্রের জন্যে বিশ্রাম গ্রহণ কর্‌বে। সহস্র চেষ্টায়ও তোমার স্থলচারী সৈন্য ওর সমীপস্থ হ'তে পার্‌বে না। আর মুহূর্ত্ত পরেই দেখতে পাবে—ভীম ভৈরব গর্জ্জনে বিষম ফেনোদ্গীরণ ক'র্‌তে কর্‌তে আকাশস্পর্শী জলোচ্ছ্বাস ওই স্থানের তটভূমিকে আঘাত ক'র্‌ছে। মুহূর্ত্তমধ্যেই ওই স্থান একটি সুন্দর দ্বীপে

চতুর্থ দৃশ্য

কালীঘাট—পথ

আজিম খাঁ

আজিম। ব্যাপারখানা ত কিছুই বুঝ্‌তে পা'রলুম না! ক্রমে ক্রমে ত প্রতাপ-আদিত্যের বাড়ীর দ্বারে এসে উপস্থিত হ'লুম, কিন্তু শত্রু কই!

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। জনাব এখানে আছেন?

আজিম। খবর কি?

সৈনিক। জনাব! তাজ্জব ব্যাপার!—এক আওরাৎ!

আজিম। আওরাৎ!

সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ জনাব! এমন খুবসুরৎ আওরাৎ কেউ কখনও দেখেনি।

আজিম। কোথায়?

সৈনিক। দরিয়ায়।

আজিম। খবরটা কি ঠাণ্ডা হ'য়ে বল দেখি।

সৈনিক। আজ্ঞে জনাব! আমরা সব নদী পার হচ্ছি, এমন সময় দেখি, একখানা খুব লম্বা সরু নায়ের ওপর চেপে এক বিবি আপনার মনে গান ধ'রেছে! সেই গান না শুনে,—আর সেই বিবিকে না দেখে,—সব আমীর একেবারে দেওয়ানা। চারিদিকে কেবল 'ধর্' 'ধর্' শব্দ। তখন বিবির নাও ছুট্‌ল,—আমীরের নাও ছুট্‌ল। এখন কেবল আমীর আর বিবিতে ছুটোছুটী হ'চ্ছে!

আজিম। কি আপদ্! এ আবার কি ব্যাপার! আর সব নৌকো?

সৈনিক। আজ্ঞে জনাব! তারা এগুতেও পার্‌ছে না, পেছুতেও পার্‌ছে না। কেবল লায়ে লায়ে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। প্রস্থান

আজিম। চল দেখি,—দেখে আসি (প্রস্থানোদ্যত)

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ

২য় সৈ। জনাব—জনাব! সব গেল! দরিয়ায় নয়—জনাব—সয়তান! সব গেল!

আজিম। ব্যপার কি?

২য় সৈ। নৌকো সব দরিযার মাঝখানে আস্‌তে না আস্‌তে দরিয়া ক্ষেপে উঠ্‌ল। যাচ্ছিল এদিকে, দেখ্‌তে দেখতে ওদিকে ছুট্‌ল! ভয়ঙ্কর শব্দ!—ঐ তালগাছের মতন উঁচু—শাদা ফেনা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নৌকোর ঘাড়ে চেপে প'ড়্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মড়্‌ মড়্‌, ওলট-পালট—ভেসে গেল—ডুবে গেল—মরণ-চীৎকার—এক ধাক্কায় অর্দ্ধেক ফৌজ কাবার!

প্রস্থান

আজিম। হে ঈশ্বর! কি ক'র্‌লে! আমার ফৌজ গেল! বিনাযুদ্ধে আমার ফৌজ গেল! (নেপথ্যে কামানের শব্দ)—ওরে এ কি রে! যুদ্ধ দেয় কে?—যুদ্ধ দেয় কে?

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ

৩য়, সৈ। ভাসা কেল্লা জনাব!—ভাসা কেল্লা। তার ভেতরে সয়তান—মানুষ নয়। জনাব, সব গেল! আমাদের কেল্লায় ঘেরেছে—কেল্লায় ঘেরেছে। সব খেলে—সব খেলে!

প্রস্থান

আজিম। কি হ'ল!—যঁ্যা কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

বেগে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গাবক্ষ

নৌকা বাহিয়া বিজয়ার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গীত

এখনও তরীতে আছে স্থান।
ছুটে এস, উঠে এস, এই বেলা পাশে বস',
ক'রো না জীবন অবসান॥
দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙ্গে ঢেউ তুলে,
কূলে কূলে তুলে কত গান।
সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে,
সেই চির আকুল পিয়াসে— ঢেউ সনে মাখামাখি প্রাণ॥

প্রস্থান

সুন্দর ও রডার প্রবেশ

সুন্দর। দোহাই সাহেব! আর মেরো না! শাদা নিশেন তুলেছে।

রডা। চোপ্ রাও শালা!

সুন্দর। দোহাই সাহেব! কামান বন্ধ কর।

রডা। লাগাও—মৎ বন্ধ কর।

(যুদ্ধ-জাহাজ হইতে গোলন্দাজগণের মোগল সৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ)

সুন্দর। সেনাপতির হুকুম—শাদা নিশেন তুল্‌লে লড়াই বন্ধ। বন্ধ কর—সাহেব বন্ধ কর। (জাহাজ হইতে তোপধ্বনি)

রডা। *[শাদা নিশেন তুললে শাদা মানুষ মা'রতে বাইবেলে নিষেধ

আছে। কিন্তু কালা আদ্‌মি—অসভ্য কালা—ড্যাম নিগার—মারিয়া ফেল—মারিয়া ফেল—উদ্ধার কর। পুণ্যি আছে।]* (তোপধ্বনি ও নেপথ্যে আর্ত্তনাদ) দেখো শালা! কিস্‌মাফিক্ কাম চল্‌তা হায—দেখো।

সুন্দর। তবে রে শালা!—(রডাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন)

রডা। বস্‌—সুন্দর! তোম্‌বি মেলেটারি, হাম্‌বি মেলেটারি। বস্ করো। মৎ টানো!

সুন্দর। হুকুম দাও। (রডার বংশীধ্বনি) বস্‌—চল সাহেব! তোমাকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিই।

পঞ্চম অঙ্ক

[প্রথম দৃশ্য]

আগ্রা—বাদ্‌সার কক্ষ

আকবর ও সেলিম

সেলিম। জাঁহাপনা! এ গোলামকে তলব ক'রেছেন কেন?

আক। বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় আজ আনিয়েছি। সঙ্গে কেউ আছে?

সেলিম। আজ্ঞে, গোলাম একা জাঁহাপনা!

আক। দরজা বন্ধ কর। তার পর শোন—যা বলি, তা মন দিয়ে শোন।—আমার শারীরিক অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছ?

সেলিম। জাঁহাপনার শারীরিক ও মানসিক—দুই অবস্থাই খারাপ।

আক। শারীরিক যত, মানসিক তার চেয়ে শতগুণে বেশী। বাঙ্গালায় কি ব্যাপার হচ্ছে, তা জান?

সেলিম। শুনেছি—বাঙ্গালায় একটা ক্ষুদ্র ভূম্যাধিকারী বিদ্রোহী হ'য়েছে।

আক। হাঁ, ব্যাপারটা এইরূপই ব'লে আগ্রায় প্রচার। আর এই ভূঁইয়ার বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন নামে এ কথা হিন্দুস্থানে প্রচার ক'র্‌তে দেব না। আর মোগল রাজত্বের ইতিহাসে এ সংবাদের একটিমাত্র অক্ষরও উদ্ধৃত হ'বে না। তা পরাজিতই হই, কি জয়ীই হই।

সেলিম। একটা তুচ্ছ বাঙ্গালী ভূঁইয়ার বিদ্রোহে যে হিন্দুস্থানের বাদ্‌সা এতদূর চিন্তিত, এটা আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না।

আক। হিন্দুস্থানের বাদ্‌সা কি সামান্য কারণেই এতদূর চিন্তিত!—সেলিম! এ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়।

সেলিম। তবে কি জাঁহাপনা?

আক। বাঙ্গালীকে দেখেছ?

সেলিম। দেখেছি, বড় বুদ্ধিমান্। কিন্তু শরীর সম্বন্ধে কি, আর মন সম্বন্ধেই বা কি—বড় দুর্ব্বল। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ প্রাণ—কিন্তু বড় দুর্ব্বল—দুর্ব্বলতার জন্য বাঙ্গালীতে একতা নেই,—বাঙ্গালীতে সত্যনিষ্ঠার অভাব,—বাঙ্গালী পরচ্ছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর। একা বাঙ্গালী মহাশক্তি—জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক-পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়,—মহাশক্তিমান্ সম্রাটেরও পূজনীয়। কিন্তু একত্র দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ—হীন হ'তেও হীন। অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি!

আক। কিন্তু বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বোঝে—এটা জান? আর বুঝে যদি কার্য্য করে, তা হ'লে বাঙ্গালী কি হ'তে পারে, জান?

সেলিম। গোস্তাকি মাফ হয় জাঁহাপনা—ওইটেতেই আমার কিছু সন্দেহ আছে।

আক। আগে আমারও ছিল, কিন্তু এখন নেই। বাঙ্গালীতে একতা এসেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি হ'য়েছে! বাঙ্গালার বিদ্রোহ—তুচ্ছ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটি বাঙ্গালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান। বল দেখি সেলিম! হিন্দুস্থানের বাদ্‌সার তাতে চিন্তার কারণ আছে কি না?

সেলিম। অবশ্য আছে। কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কেমন ক'রে সংঘটিত হ'ল জাঁহাপনা?

আক। অত্যাচার! একমাত্র কারণ অত্যাচার। নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, রাজভক্ত প্রজা, আজ অত্যাচারে উত্তেজিত হ'য়েছে। আমার নরাধম কর্ম্মচারিগণ, বাঙ্গালী-চরিত্রের বিকৃত চিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত ক'র্‌ত।

অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'য়ে প্রজা যখন আমার কাছে প্রতিকারের জন্য উপস্থিত হ'ত, তখন কুলাঙ্গার আর কতকগুলো বাঙ্গালীর সহায়তায়, আমার কর্ম্মচারী আমাকে বিপরীত ভাবে বুঝিয়ে যেত। আমি কিছু বুঝ্‌তে না পেরে কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে প্রতিকারে অক্ষম হ'য়েছি! কখন কখন অত্যাচারের কথা, আমার কানের কাছে আস্‌তে আস্‌তে পথেই মিলিয়ে গেছে। নিরুপায় প্রজা বহুদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য ক'রেছে। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। আজ বাঙ্গালী সেই সীমা অতিক্রম ক'রেছে। প্রতিকারের জন্য একত্র হ'তে গিয়ে একজন মহাশক্তিমান যুবকের কৌশলে তারা আজ একটা মহান্‌ জাতীয় জীবনে উল্লসিত।

সেলিম। সে ব্যক্তি কে জঁাহাপনা?

আক। তুমি তা'কে দেখেছ,—তুমি তা'র সঙ্গে বন্ধুতা ক'রেছ, তা'র প্রকৃতিতে মুগ্ধ হ'য়ে তার উন্নতি-কামনায় তুমি আমাকে অনুরোধ ক'রেছ।

সেলিম। কে—প্রতাপ-আদিত্য?

আক। প্রতাপ-আদিত্য। আমিও তার আচরণে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে যশোরের আধিপত্য প্রদান ক'রেছি! সে এক কথায় আমাকে বশীভূত ক'রে রাজ্য পুরস্কার পেয়েছে। আমায় দেখে,—আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে, সে আমাকে ব'লেছিল, "জঁাহাপনা! আজও আপনি দুনিয়া জয় ক'র্‌তে পারেন নি!" বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে চাইলুম। দেখ্‌লুম,—সেই উজ্জ্বল পলকহীন বিশাল চক্ষু আমার দৃষ্টিপথ ভেদ ক'রে হৃদয়মধ্যস্থ শক্তির ভাণ্ডার অন্বেষণ ক'র্‌ছে। আমি রহস্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—'প্রতাপ! কিছু খুঁজে পেলে?' যুবক ব'ল্‌লে—"জঁাহাপনা! পেয়েছি। রাশি রাশি স্তূপীকৃত অতুলনীয় শক্তি। কিন্তু সম্রাট্‌ আকবরের শক্তি তুলনায় তাঁর জীবনের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র! নইলে পাঁচজন মোগল

নিয়ে যে ব্যক্তি ভারত আয়ত্ত ক'রেছে, সে মহাপুরুষ পঞ্চাশজন ভারতবাসী নিয়ে কি পৃথিবী জয় ক'র্‌তে পারে না! পারে, কিন্তু ঈশ্বর আক্‌বরকে শতবর্ষব্যাপী যৌবন দান করেন নি। প্রিয়দর্শন দিল্লীশ্বরের মুখে আজ বার্দ্ধক্যের ম্লান রেখা! তাই, সময়ের অভাবে তিনি আজ কেবল ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট!" আমি ব'ল্‌লুম 'তুমি পার?' প্রতাপ ব'ল্‌লে "বোধ হয়।" আমি কৌতূহল-পরবশ হ'যে পরীক্ষার জন্যে তা'কে যশোর প্রদান করি। অল্পদিনের মধ্যে সেই যশোর বেহার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়েছে। আর যদি এক পদ অগ্রসর হয়—কোনও ক্রমে বাঙ্গালা যদি বারাণসীর এপারে এসে পড়ে, তা হ'লে মোগলের হাত থেকে ভারত গিয়েছে জেনে রাখ। আমার শরীরের অবস্থায় বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমি আর অধিক দিন বাঁচ্‌ব না। এ কার্য্য তোমাকেই ক'র্‌তে হবে। কাবুল যাক্‌, গোলকুণ্ডা যাক্‌, আমেদনগর যাক্—দিল্লী বাদে ভারতের অধিকৃত সাম্রাজ্য সব যাক্‌, একদিন না একদিন ফিরে পাবে! কিন্তু বাঙ্গালা বারাণসীর পারে যদি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্থানেও অগ্রসর হয়, তা হ'লে মোগল-সাম্রাজ্য আর ফিরে পা'বে না। পাঁচজন মোগল নিয়ে ভারত-শাসন। মানসিংহ, বীরবল, ভগবান্‌দাস, টোডরমল্ল প্রভৃতির মলিন দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে এই পাঁচজন মোগল পাঁচ কোটির আবছায়া ধারণ ক'রে আছে এ দর্পণ না ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে শীঘ্র যাও। যত শীঘ্র পার, প্রতাপের গতিরোধ কর।

সেলিম। জাঁহাপনা কি গতিরোধের চেষ্টা করেন নি?

আক। ক'রেছি। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কিছু ক'র্‌তে পারিনি। সেরখাঁ গেছে, ইব্রাহিম পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছে। শেষে আজিম-খাঁকে বাইশ আমীর সঙ্গে দিয়ে লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক ক'রে পাঠিয়েছি। কিন্তু আজও ত জয়ের সংবাদ কেউ আন্‌লে না! (নেপথ্যে দ্বারে করাঘাত) কেও?

সেলিম-কর্ত্তৃক দ্বারোন্মোচন ও দূতের প্রবেশ

আক। খবর।

দূত। জাঁহাপনা! ব'ল্‌তে গোলামের মুখে কথা আস্‌ছে না।

আক। বুঝ্‌তে পেরেছি—আজিমও হেরেছে।

দূত। শুধু হার নয় জাঁহাপনা!—সব গেছে!

সেলিম। সব গেছে!

দূত। আজিম খাঁ মারা গেছেন, বাইশ আমীরের একজনও নেই। পঞ্চাশ হাজার ফৌজ ধ্বংস। বিশ হাজার বন্দী। বাকি আছে কি গেছে, খবর নেই!

আক। সেলিম! এরূপ যুদ্ধের খবর আর কখনও কি শুনেছ? এক লক্ষ সৈন্য সব শেষ! সেলিম! শীঘ্র যাও—এই পাঞ্জাযুক্ত হুকুম নাও। মানসিংহ কাবুল যাচ্ছে, পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আন। সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারে যশোরের ওপর চেপে পড়। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'রো না। সেলিম! এ পরাজয় নয় আমার মৃত্যু। কিন্তু আমার পানে চেয়ো না, আমার মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রো না। জল্‌দি যাও—জল্‌দি যাও। এ পরাজয়-সংবাদ হিন্দুস্থানে রাষ্ট্র হ'বার পূর্ব্বে মানসিংহের সঙ্গে বাঙ্গালায় সৈন্য প্রেরণ কর। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যশোহর—রাজান্তঃপুর

বসন্ত রায়

বসন্ত। কি যে অদৃষ্টে আছে কিছুই বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না। দাদা পুণ্যবান—অম্লানবদনে একদিনে সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন, গিয়ে কাশীপ্রাপ্ত হ'লেন। কিন্তু আমার পরিণাম কি! আমি গোবিন্দদাসকে ছা'ড়লুম,—দাদাকে ছা'ড়লুম, কি সুখে যে ঘরে রইলুম, তা'ত ব'ল্‌তে

পারি না। প্রতাপের কোষ্ঠির ফল বুঝি আমার ওপর দিয়েই ফ'লে যায়! গতিক ভাল বুঝ্‌ছি না। প্রতাপ বাংরবার মোগল-জয়ে অহঙ্কারে এত আত্মহারা হ'য়েছে যে, সে বাঙ্গালী এ কথা একেবারে ভুলে গেছে। পুত্র-কলত্রপূর্ণ ছোট ছোট ঘরই যে বাঙ্গালীর রাজ্য, তা আর প্রতাপের মনে নেই। 'বাঙ্গালা বাঙ্গালা' ক'রে প্রতাপ এমন সোনার রাজ্য ধ্বংসে প্রবৃত্ত! কি করি। কেমন ক'রে প্রতাপের ক্রোধ থেকে ছেলেপুলে-গুলোকে রক্ষা করি!

ছোটরাণীর প্রবেশ

ছোটরাণী। হাঁ মহারাজ, এ সব কি শুনি?

বসন্ত। কি শুনেছ ছোটরাণী?

ছোটরাণী। প্রতাপ নাকি গোবিন্দকে কয়েদ ক'র্‌তে হুকুম দিয়েছে?

বসন্ত। কই না, একথা কে ব'ল্‌লে?

ছোটরাণী। যশোরময় এ কথা রাষ্ট্র! আপনি না ব'ল্‌লে শুন্‌ব কেন?

বসন্ত। কয়েদ ক'র্‌তে হুকুম দেয় নি। তবে তোমার ছেলেদের সম্বন্ধে সুবিচার ক'র্‌তে প্রতাপ আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছে।

ছোটরাণী। কেন? আমার ছেলের অপরাধ?

বসন্ত। অপরাধ খুবই! যদি রাজার যোগ্য কার্য্য ক'র্‌তে হয়, তাহ'লে প্রাণদণ্ডই হ'চ্ছে তার অপরাধের শাস্তি। তোমার ছেলে সেনাপতির বিনা অনুমতিতে যুদ্ধস্থল ত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছে। যুদ্ধের আইনে সেটা গুরু অপরাধ।

ছোটরাণী। কেন, আমার ছেলে ত তার অধীন নয়?

বসন্ত। প্রতাপ বাঙ্গলার সার্ব্বভৌম। আমি যশোরের অধীশ্বর—তার একজন সামন্ত রাজা! ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমিই তার অধীন,—

তা তোমার ছেলে! তবে প্রতাপ আমাকে মান্য ক'রে শ্রদ্ধায় উচ্চ আসন দেয়—এই আমার ভাগ্য।

ছোটরাণী। তা হ'লে গোবিন্দকে আপনি শাস্তি দেবেন নাকি?

বসন্ত। এই ত ব'ললুম—রাজার যোগ্য কার্য্য কর্‌তে হ'লে, নিরপেক্ষ বিচার ক'রলে শাস্তি দিতে হয়।

ছোটরাণী। বেশ, তবে শাস্তিই দিন। কিন্তু জামাই রামচন্দ্র ত চ'লে এসেছে, কই তার বেলায় ত নিরপেক্ষ বিচার হ'ল না। সে ত প্রতাপের নিজ বাড়ীতে মহা আদরে বাস কর্‌ছে! যত বিচার বুঝি দেউজীর বেলা!

উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতার প্রবেশ

উদয়। দাদা! রক্ষা করুন।

বিন্দু। দাদা! আমাকে রক্ষা করুন। (বসন্তের পদধারণ)—(বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) ঠাকুর-মা, রক্ষা কর।

ছোটরাণী। ব্যাপার কি?

বসন্ত। ব্যাপার কি?

উদয়। পিতা রামচন্দ্রকে বন্দী ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছেন।

বিন্দু। বন্দী নয় দাদামহাশয়!—হত্যা! আমি বেশ বুঝেছি—হত্যা। বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে, আমার অসাক্ষাতে তাঁকে হত্যা ক'র্‌বে! দোহাই দাদামশাই। অভাগিনীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন।

বসন্ত। দেখ্‌লে ছোটরাণী।

ছোটরাণী। না—প্রতাপ যথার্থ রাজা বটে! মেয়েকে—তাই কি যে সে মেয়ে—উদয়াদিত্য হ'তেও প্রিয় যে বিন্দুমতী—তাকে বিধবা ক'র্‌তে সে অগ্রসর হ'য়েছে! মহারাজ! যে কোন উপায়ে মেয়েটাকে যে রক্ষা ক'র্‌তে হচ্ছে!

বসন্ত। রামচন্দ্র কোথায়?

উদয। তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

বসন্ত। কেমন ক'রে তাকে বাড়ী থেকে বা'র ক'র্বে ?

উদয। আমি এক উপায় ঠাওরেছি। আজ সন্ধ্যায় আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ! সেই স্থযোগে তাকে বেয়ারাদের সঙ্গে মশালচীর বেশে আমার পাল্‌কীর সঙ্গে সঙ্গে আপনার এখানে নিয়ে আস্‌ব।

বসন্ত। উত্তম পরামর্শ। ভয় নেই দিদি! আমি তোকে রক্ষা ক'র্ব।

ছোটরাণী। যেমন ক'রে হোক্, রক্ষা ক'র্তেই হ'বে। রাজ-শাসনের অছিলায় এরূপ নিষ্ঠুরতা—বিধর্ম্মী রাজারই শোভা পায়। হিন্দুর—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর—রক্ষা কর মহারাজ—রক্ষা কর। বিন্দুকে রক্ষা কর। মোহান্ধ প্রতাপকে রক্ষা কর।

বসন্ত। যাও ভাই! তুমি নাত্‌জামাইকে যে কোনও উপায়ে পার, সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। ভয় নেই দিদি—কিছু ভয় নেই।—যাও, আর বিলম্ব ক'রো না। উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রস্থান

ছোটরাণী। ধন্য—প্রতাপ! ধন্য তোমার হৃদয়বল!

বসন্ত। ছোটরাণী! এখন তুমি প্রতাপকে কি ব'ল্‌তে চাও ?

ছোটরাণী। মহারাজ! আমি দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী—রাজচরিত্র বোঝা আমার সাধ্য নেই।

বসন্ত। তোমার সম্বন্ধে এখন কি বল ?

ছোটরাণী। দোহাই মহারাজ! আমি মা! আমাকে পুত্র-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ক'র্বেন না। ধার্ম্মিক-চূড়ামণি মহারাজ বসন্ত রায়ের যা অভিরুচি। প্রস্থান

রাঘবের প্রবেশ

বসন্ত। রাঘব! তোমার দাদা কোথায় ?

রাঘব। (সভয়ে) চাকসিরিতে বাঘ ম'র্তে গেছে।

বসন্ত। হুঁ! বাঘ মা'র্তে গেছে—না পালিয়েছে ? এখানে

থা'ক্‌লে যদিও হতভাগ্য বাঁচ্‌ত, তা এখন আর কিছুতেই তার নিস্তার নেই।—কে আজ? দেউড়ীতে কে আজ?

প্রস্থান

অপর দিক দিয়া গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ

রাঘব। (অনুচ্চস্বরে) দাদা—দাদা! (পলাইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। (অনুচ্চস্বরে) কেন—ব্যাপার কি?

রাঘব। চুপ—চুপ। বাবা তোমাকে—(হত্যার ইঙ্গিত)—একেবারে। পালাও—পালাও। লম্বা চৌচা—চাকসিরি—চাকসিরি!

তৃতীয় দৃশ্য

যশোহর-সান্নিধ্য—শিবির

শঙ্কর ও কল্যাণী

শঙ্কর। এ স্থানে কি মনে ক'রে কল্যাণী?

কল্যাণী। স্বামীর কাছে স্ত্রী ত অন্যমনস্কেই আসে! মনে ক'রে আসে—এমন ত কখনও শুনিনি।

শঙ্কর। গৃহস্থের বউ, অন্তঃপুর ছেড়ে অন্যমনস্কে চ'লে আসা, আমি ভাল বিবেচনা করি না।

কল্যাণী। যখন গৃহস্থের বউ ছিলুম, তখন ত কই আসিনি। এখন স্বামী আমার সন্ন্যাসী! শাস্ত্রমতে আমি সন্ন্যাসিনী। সংসার আমার ঘর। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছি—দোষ কি।

শঙ্কর। আমাকে যেন কোনও অনুরোধ ক'রো না।

কল্যাণী। কেন—রাখ্‌তে পার্‌বে না?

শঙ্কর। অযোগ্য হ'লে পা'র্‌ব না।

কল্যাণী। তুমি এ কথা যে ব'ল্‌তে পেরেছ—এই আশ্চর্য্য! আমি জানি তুমি আমার অনুরোধ এড়া'তে পা'র্‌বে না।

শঙ্কর। রহস্য নয় কল্যাণী। আমাকে কোনও অনুরোধ ক'রো না! আমি রাখ্‌তে পা'র্‌ব না!

কল্যাণী। ভিখারী বামুনের ছেলে মন্ত্রী হ'য়ে, দেখ্‌ছি একেবারে চাণক্যের ভায়রাভাই হ'য়ে প'ড়েছ।

শঙ্কর। রাজার আদেশ কি তা জান? তাঁর জামাতার সম্বন্ধে যে কেউ আমার কাছে অন্যায় উপরোধ নিয়ে আস্‌বে, সে তৎক্ষণাৎ দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হ'বে। তা সে পুরুষই হোক্—কি স্ত্রীলোকই হোক্। তা তিনি রাজমহিষীই হ'ন—কি মন্ত্রীপত্নীই হ'ন।

কল্যাণী। সে ভয় আমাকে দেখিয়ে নিরস্ত ক'র্‌তে পার্‌ছ না, আমি ত নির্ব্বাসিত হ'য়েই আছি! প্রসাদপুরের সেই ক্ষুদ্র কুটীর—আমার শ্বশুরের ঘর—আর সেই ঘরের ঐশ্বর্য্য—পঁচিশ বৎসরের স্বামিসঙ্গ যে দিন ছেড়ে এসেছি, সেই দিন থেকে ত আমি ফকির্‌ণী। আমাকে তুমি নির্ব্বাসনের ভয় দেখাও কি!

শঙ্কর। তুমি বড়ই অত্যাচার আরম্ভ ক'র্‌লে কল্যাণী!

কল্যাণী। এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবে ত! আজকাল তুমি একজন বড়লোক—বঙ্গেশ্বরের প্রধান সচিব। কত রাজারই ওপর আধিপত্য কর। একজন শক্তিমান্ রাজাকে আয়ত্বে পেযে তাকে হত্যা ক'র্‌তে চ'লেছ। আমার সঙ্গ এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হবেই ত!

শঙ্কর। আঃ! এ ত ভাল জ্বালাতনেই প'ড়লুম।

কল্যাণী। কিন্তু এই কল্যাণী বাম্‌নীর অত্যাচার সইতে শিখেছিলে, তাই তুমি এত বড় হ'য়েছ!

শঙ্কর। কল্যাণী! এখনও ব'ল্‌ছি—স্থান ত্যাগ কর। নইলে মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

কল্যাণী। কখন কিছু চাইনি—আজ তোমার কাছে রামচন্দ্রের জীবন ভিক্ষা চাই।

শঙ্কর। তা হ'তেই পারে না।

কল্যাণী। তা হ'লে কি এই ঘোর অধর্ম্ম ক'র্‌তেই হ'বে ?

শঙ্কর। অধর্ম্ম নয়—তবে—নিষ্ঠুর ধর্ম্ম।

কল্যাণী। জামাতৃ-হত্যা—ধর্ম্ম ?

শঙ্কর। রাজদ্রোহী জামাতৃ-হত্যা—ধর্ম্ম। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্জ্জুনকে বার বৎসর বনে পাঠিয়েছিলেন।—

কল্যাণী। তার ফলে—কুরুক্ষেত্র। আর যাঁর পরামর্শে এই ধর্ম্মের সৃষ্টি হ'য়েছিল, তাঁর গুণে প্রভাস—একদিন যদুবংশ ধ্বংস। আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, এ পোড়া বাঙ্গালার রাজত্বের আর বেশী দিন অস্তিত্ব নেই।

প্রতাপের প্রবেশ

প্রতাপ। আশীর্ব্বাদ কর মা—আশীর্ব্বাদ কর; শীঘ্র এ রাজ্যের ধ্বংস হোক্।

কল্যাণী। (সসঙ্কোচে) মহারাজ!—মহারাজ! বুঝতে পারিনি, —আমি জ্ঞানহীনা নারী।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা—তুমি জ্ঞানময়ী। তুমিই তোমার স্বামীকে উপদেশ দিয়ে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়েছ। তুমি তোমার স্বামীকে জোর ক'রে প্রসাদপুর থেকে নির্ব্বাসিত না ক'র্‌লে কেউ যশোরের নামও শুন্‌তে পেত না! আমি কিন্তু রাজদণ্ড-ধারণে অনুপযুক্ত। কঠোর কর্ত্তব্যপালনে এখনও ইতস্ততঃ ক'র্‌ছি—অপরাধীর শাস্তি দিতে পার্‌ছি না।

কল্যাণী। হতভাগ্য রামচন্দ্র।

প্রতাপ। হতভাগ্য আমি। আমার নিজের শক্তি না বুঝ্‌তে পেরে, রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে গেছি। আজ বঙ্গের একপ্রান্ত থেকে কাঞ্চনাভরণা একাকিনী রমণী নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গের অপর প্রান্তে চ'লে যাচ্ছে।

নরঘাতী দস্যু, ঠগ, এখন তার পানে লোলুপদৃষ্টিতে চাইতেও সাহস করে না। কিন্তু আর থাকে না—এ দিন আর থাকে না। *[আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—বাঙ্গালীর চিরন্তন দুর্দ্দশা আবার তাকে গ্রাস ক'র্‌বার জন্যে ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।]* আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি ক'র্‌ছি। (নেপথ্যে কামানের শব্দ)—কি এ!

কমলের প্রবেশ

কমল। মহারাজ! জামাই রাজা পালা'লেন!

প্রতাপ। এ কি সেই নরাধমই কামান ছুঁড়লে?

কমল। আজ্ঞে হাঁ! কামান ছুঁড়ে জানিয়ে গেলেন।

প্রতাপ। কমল! যার সাহায্যে এ নরাধম পালিয়ে গেছে, তার মাথা যদি এখনি আমার নিকট এনে উপস্থিত কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমাকে মহামূল্য পুরস্কার দিই। সে হতভাগ্য যদি আমার পুত্রও হয়, তথাপি তাকে হত্যা ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হ'যো না।

কমল। যো হুকুম! তা হ'লে সেলাম! মহারাজ! গোলামের শত অপরাধ ক্ষমা করুন।

প্রতাপ। তোমার অপরাধ কি?

কমল। আজ্ঞে জনাব, এই বেইমানই অপরাধী! আমাকে অন্দর-রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। সুতরাং আমিই অপরাধী। জামাই রাজা গোলাম সেজে মশালচীর বেশ ধ'রে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিন্‌তে পেরেছিলুম—তাঁকে ধ'রেও ছিলুম। ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লুম না।

প্রতাপ। কেন?

কমল। শুধু একজনের জন্যে পা'র্‌লুম না। তাঁর কাতরোক্তিতে কমলের কঠোর প্রাণ গ'লে গেল, হাতের বাঁধন খ'সে গেল।

প্রতাপ! কে সে?

কমল। বলুন, তাঁকে হত্যা কর্‌বেন না?

প্রতাপ। তুমি না ব'ল্‌লেও জান্‌তে পা'র্‌ব।

কমল। কিছুতেই না—বিশ বৎসর চেষ্টা ক'র্‌লেও না। আপনি কমলকে শাস্তি দিন।

প্রতাপ। তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌লুম।

কমল। কমল মাফ চায় না—অপরাধের শাস্তি চায়। সেলাম জাঁহাপনা, সেলাম উজীর-সাহেব, সেলাম মা-জননী! (কমলের আত্মহত্যা)

কল্যাণী। হায় হায়, কি হ'ল! কমল আত্মহত্যা ক'র্‌লে!

শঙ্কর। যাও কল্যাণী! ঘরে যাও।

কল্যাণীর প্রস্থান

প্রতাপ। বুঝ্‌তে পেরেছ শঙ্কর—কার সাহায্যে রামচন্দ্র পলায়নে সক্ষম হ'য়েছে?

শঙ্কর। বুঝেছি, কিন্তু মহারাজ! তিনি অবধ্য।

সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

শঙ্কর। এমন অসময়ে কেন সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। মহারাজ। বিষম সংবাদ।—রাজা মানসিংহ একেবারে দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে যশোরের দ্বারে উপস্থিত!

প্রতাপ। বেশ হ'য়েছে! যশোরের ধ্বংসচিন্তাও মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মনে উদিত হ'য়েছে। যশোরের অস্তিত্বের কিছুমাত্রও মূল্য নেই। * [দাসত্ব ক'র্‌বার জন্য বাঙ্গালীর জন্ম,—রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার বিড়ম্বনা।] * শঙ্কর। মরণের জন্য প্রস্তুত হও।

শঙ্কর। সর্ব্বদাই ত প্রস্তুত আছি মহারাজ! কিন্তু আমি ত বিশ্বাস ক'রতে পা'র্‌ছি না। এই জলবেষ্টিত দেশ—চারিদিকে সজাগ প্রহরী—এ সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে কেমন ক'রে শত্রু যশোরে প্রবেশ ক'র্‌লে?

সূর্য্য। প্রহেলিকা! আমি কিছু ব'ল্‌তে পা'রছি না মহারাজ! ধূমঘাট থেকে একদিনের মাত্র তফাৎ। দুই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ।

যমুনা পার হ'তে তার একটিমাত্র সৈন্যও অবশিষ্ট নেই। ঈশ্বরীপুরে এসে রাজা দূত পাঠিয়েছেন।

প্রতাপ। দূত কই। সূর্য্যকান্তের প্রস্থান

ব্যাপার কিছু বুঝতে পা'র্‌লে কি শঙ্কর ?

শঙ্কর। কে এমন বিশ্বাসঘাতক মহারাজ ?

প্রতাপ। এখনি বুঝতে পার্‌বে—মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত জান্‌তে পা'র্‌বে। যে জাতি সামন্য দু'এক পয়সার লোভে, * [চাকরীর খাতিরে, ঈর্ষা-অভিমানের বশে] * সহোদরের ওপর অত্যাচার করে, সে জাতির কাকে তুমি বিশ্বাস কর !

দূতসহ সূর্য্যকান্তের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! মহারাজা মানসিংহ এই দুই উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এ দু'য়ের মধ্যে যেটা মহারাজের অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন।

(শৃঙ্খল ও অস্ত্র ভূমিতে রক্ষা)

প্রতাপ। (অস্ত্র লইয়া) তোমার প্রভুকে বল'—প্রতাপ-আদিত্য যতই কোন বিপন্ন হোক্ না, তথাপি সে যবন-শ্যালকের কাছে মস্তক অবনত করে না।

দূত। যথা আজ্ঞা ! শৃঙ্খল লইয়া প্রস্থান

প্রতাপ। এখন কর্ত্তব্য ! (পরিক্রমণ)

সূর্য্য। এই রাত্রির মধ্যে তার সম্মুখে উপস্থিত না হ'লে কা'ল প্রভাতেই ধূমঘাট দুই লক্ষ সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হ'বে।

শঙ্কর। সমস্ত সৈন্য ত দেশের চারিধারে ছড়িয়ে আছে।

সূর্য্য। রাত্রের মধ্যে বিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ক'র্‌তে পারি। তার পর—এক দিন বাধা দিয়ে রা'খ্‌তে পা'র্‌লে আরও বিশ হাজারের যোগাড় হয়।

শঙ্কর। বড়ই বিপদ সূর্য্যকান্ত !

রডার প্রবেশ

প্রতাপ। কি সাহেব! খবর কি?

রডা। হামি কি ক'র্‌বে রাজা! তোমার বাঙ্গালী আপনার পায়ে কুড়ুল মার্‌বে, তা হামি কি ক'র্‌বে!—আমরা চব্বিশ ঘণ্টাই জলে জলে ঘুর্‌ছে—তোমার বোবানন্দ চাক্‌সিরি দিয়ে শট্টু আন্‌বে, তা হামি কি ক'র্‌বে!

প্রতাপ। শঙ্কর! শুন্‌লে?

রডা। সোজা পথ দিয়ে আন্‌লে কি আন্‌তে পা'র্‌ত!—বন কেটে নয়া রাস্তা তৈরী ক'রে মানসিংহকে যশোরে এনেছে।

প্রতাপ। এখন কি ক'র্‌বে?

রডা। হুকুম কর।

প্রতাপ। তুমি সহর রক্ষা কর।

রডা। বেশ।

প্রতাপ। আর পুরবাসিনীদের সব জাহাজে তুলে রাখ।—ফিরি, আবার তাদের কূলে নিয়ে এস। আর যদি মোগল-সৈন্যকে সহরে ঢুক্‌তে দেখ ত'—তখনি তাদের ইচ্ছামতীর জলে বিসর্জ্জন দিও।

রডা। (চক্ষে রুমাল প্রদান)

প্রতাপ। দেখো, যেন তারা মোগলের বাঁদী হ'য়ে আগ্রায় না যায়?

রডা। আচ্ছা।

প্রতাপ। যাও, আর বিলম্ব ক'রো না। রডার প্রস্থান

হাঁ শঙ্কর! ধূর্ত্ত মানসিংহ এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত যশোরটা ঠকিয়ে নেবে! —ঠকিয়ে নেবে!—শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও বাঙ্গালী আমার প্রাণ। সেই বাঙ্গালীর কণ্ঠহারের মধ্যমণি আমার সোণার যশোর, মানসিংহ এসে ঠকিয়ে নেবে! সূর্য্যকান্ত! কত সৈন্য তোমার কাছে আছে?

সূর্য্য। বিশ হাজার। আর বিশ হাজার কাল সন্ধ্যার মধ্যে

আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু কাল সমস্ত দিন যদি কোনও রকমে মানসিংহের গতিরোধ ক'র্‌তে পারি, স্থির ব'ল্‌ছি মহারাজ, পরশু প্রভাতে আমি তার সৈন্য-স্রোত ফিরিয়ে দেব।

প্রতাপ। বিশ হাজার! যথেষ্ট—যথেষ্ট—সূর্য্যকান্ত! তুমি আর তোমার গুরু—দুজনে দশ হাজার নাও। আমায় দশ হাজার দাও। যাও শঙ্কর, তুমি এই রাত্রে দশ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত গ্রামে আগুন দাও। গ্রামবাসিদের ধূমঘাটে পাঠাও। আমি পেছন থেকে মোগলের রসদ মা'রতে চ'ললুম। দেখো, সাবধান! সমস্ত দেশের মধ্যে মানসিংহ যেন তণ্ডুলকণা না পায়। ক্ষুধার যাতনায় মোগলসৈন্য কেমন লড়াই করে, একবার দেখ্‌বে এস। বেগে প্রস্থান

শঙ্কর। ঈশ্বর! প্রতাপ-আদিত্যকে চিরজীবী করুন, *[সমস্ত ভারত যেন তাঁর পদানত হয়।]*

সূর্য্য। দু'লক্ষ বীরের ক্ষুধানলে আজ দাবানল প্রজ্বলিত ক'রব—

উভয়ে। জয়—যশোরেশ্বরীর জয়!

চতুর্থ দৃশ্য

যশোহর—প্রাসাদ—বসন্ত রায়ের মহল

বসন্ত রায়, ছোটরাণী ও সূর্য্যকান্ত

ছোটরাণী। যাঁ্যা! এমন বিশ্বাসঘাতকতা কে করলে! আমারই চাক্‌সিরি দিয়ে আমার ঘরে শত্রু প্রবেশ করা'লে! এমন কুলাঙ্গার কে?

বসন্ত। কে আর জেনে কাজ নেই ছোটরাণি! মা যশোরেশ্বরীকে ধন্যবাদ দাও যে, এবারেও তাঁর কৃপায় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ ক'রেছি।

সূর্য্য। পায়ের ধুলো দিন রাণী-মা! আপনার আশীর্ব্বাদে বড় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ ক'রেছি! আমাদের কলঙ্ক রাখ্‌বার আর স্থান ছিল না। চোখে ধুলো দিয়ে জুয়াচোর মানসিংহ আর একটু হ'লে আমাদের

প্রাণের যশোর কেড়ে নিয়েছিল! মানসিংহ এখন টের পেয়েছে। যখন সমস্ত সৈন্য পেটের জ্বালায় খাই-খাই ক'রে তাকে ঘেরে ধ'রেছে তখন বু'ঝেছে—যশোরজয় চোরের কর্ম্ম নয়। অধর্ম্ম না ঢুক্‌লে স্বয়ং বিধাতাও অনিষ্ট ক'র্‌তে যশোরে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌বে না—সমস্ত সৈন্যই তার ধ্বংস হ'ত, কি ব'ল্‌ব আমাদের সৈন্য ছিল না!—এ দাস আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পা'র্‌বে না। অনুমতি করুন—বিদায় হই। যে সমস্ত গ্রামবাসীদের গৃহ দগ্ধ ক'রেছি, তা'দের বাসস্থান প্রস্তুত ক'রে দেবার ভার আমার ওপর।

ছোটরাণী। তা হ'লে এখনি যাও। স্থানাভাবে গরীবদের বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। (সূর্য্যকান্তের প্রস্থান) তা এ পোড়া চাক্‌সিরি নিয়েই যখন এত গেল, তখন মহারাজ! এ চাক্‌সিরি প্রতাপকে সমর্পণ করুন না।

বসন্ত। ঠিক ব'লেছ ছোটরাণী! এ চাক্‌সিরি আর রাখ্‌ব না—

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। মহারাজ! ব্রাহ্মণসন্তান আজ ঠাকুর বসন্ত রায়ের কাছে চাক্‌সিরি ভিক্ষা করে।

বসন্ত। বেশ। প্রতাপকে এখনি পাঠিয়ে দাও।

শঙ্কর। যথা আজ্ঞা।

প্রস্থান

বসন্ত। চাক্‌সিরিও রাখ্‌ব না, বিষয়ও রাখ্‌ব না। ছোটরাণী। তুমি গঙ্গাজল নিয়ে এস। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আজ প্রতাপকে দান ক'র্‌ব। গঙ্গাজল নিয়ে এস—ফুল চন্দন নিয়ে এস।

ছোটরাণী। সেই ভাল, কিছু রাখ্‌বার প্রয়োজন নেই। যখন প্রতাপ আছে, তখন সব আছে।

উভয়ের প্রস্থান

গোবিন্দ রায়ের প্রবেশ

গোবিন্দ। হায়—হায় এত চেষ্টা—সব পণ্ড হ'ল! সাগরপ্রমাণ মোগলসৈন্য যশোরের দ্বারে এসে ফিরে পালিয়ে গেল! চাকসিরি দিয়ে

শত্রু এনে শুধু কলঙ্ক কিন্‌লুম। কি কর্‌লুম! হয় ত' প্রতাপ মনে ক'রেছে—পিতাও এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন। আমার দেবতা পিতার স্কন্ধে কলঙ্ক অর্পণ কর্‌লুম। ওই প্রতাপ আস্‌ছে! বিজয়ী হ'য়ে পিতাকে আমার লজ্জা দিতে আস্‌ছে। অসহ্য—অসহ্য! মর্ম্মভেদী টিট্‌কারি—অসহ্য—অসহ্য!

প্রতাপের প্রবেশ

বসন্ত। (নেপথ্যে) গঙ্গাজল—শীঘ্র গঙ্গাজল। প্রতাপ এসেছে শীঘ্র গঙ্গাজল!

প্রতাপ। য়্যাঁ, 'গঙ্গাজল'!—হত্যার ষড়যন্ত্র! ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ করিয়ে শঙ্কর চ'লে গেল। বৃদ্ধ 'গঙ্গাজল' অস্ত্র হাতে কর্‌লে ত, আর কিছুতেই আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না!

গোবিন্দ। য়্যাঁ—গঙ্গাজল! পিতা 'গঙ্গাজল' অস্ত্র খুঁজ্‌ছেন! তা হ'লে হত্যা—পিতৃহত্যা। (প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের আওয়াজ)।

প্রতাপ। তবে রে নরপিশাচ।—(গোবিন্দকে অস্ত্রাঘাত)

বসন্ত রায়ের প্রবেশ

বসন্ত। গঙ্গাজল দে! কে কোথায় আছিস, আমায় গঙ্গাজল দে। গঙ্গাজল।—গঙ্গাজল।

প্রতাপ। আর 'গঙ্গাজল' কেন? মা-গঙ্গার স্মরণ কর্‌ ভক্ত-বিটেল!—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার!—(বসন্ত রায়কে হত্যা)

বেগে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর। হাঁ—হাঁ—হাঁ—মহারাজ! নিবৃত্ত হও—ক্ষান্ত হও—যা! সর্ব্বনাশ হ'ল।

পুষ্প ও গঙ্গাজল-পাত্র হস্তে ছোটরাণীর প্রবেশ

ছোটরাণী। এ কি! এ কি! কি ক'র্‌লে প্রতাপ!

শঙ্কর। কি ক'র্‌লে মহারাজ!

ছোটরাণী। তোমাকে সর্ব্বস্ব দান কর্‌বেন ব'লে রাজা যে আমাকে গঙ্গাজল আন্‌তে ব'লেছেন। আমি যে তোমার জন্য গঙ্গাজল এনেছি।

প্রতাপ। য়্যাঁ—তবে কি ক'রলুম!

ছোটরাণী। মহারাজ! গঙ্গাজল চেয়ে চুপ ক'র্‌লে কেন? প্রতাপ এসেছে—গঙ্গাজল নাও—আচমন কর। সর্ব্বস্ব তাকে দান কর। ঋষিরাজ—ঋষিরাজ! (মূর্চ্ছা)

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। ওগো কি হ'ল! মা যশোরেশ্বরী হঠাৎ মুখ ফেরালেন কেন?—য়্যাঁ—এ কি!—তাই!—তাই বুঝি মা চ'লে গেলেন!

শঙ্কর। কি ক'র্‌লে মহারাজ! কাকে হত্যা ক'র্‌লে? বসন্ত রায় যে, প্রতাপ ভিন্ন আর কাউকে জানত না।

প্রতাপ। তা হ'লে কি ক'র্‌লুম!

কল্যাণী। আত্মহত্যা কর্‌লে। যাঁর কৃপায় আজও তুমি প্রাণ ধারণ ক'রে রয়েছে—প্রতাপ! তোমার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী রাজর্ষিকে হত্যা ক'র্‌লে! তুমি গেলে, তোমার যশোর গেল, ইহকাল—পরকাল সব গেল!

প্রতাপ। যাক্—তবে সব যাক্। ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, 'বিজয়া' তুইও আর থাকিস্ কেন? তুইও যা! (অস্ত্রনিক্ষেপ) শঙ্কর! মানসিংহকে ফিরিয়ে আন। সে যশোর গ্রহণ করুক! এ গুরুশোণিত-সিক্ত হস্তে বঙ্গের শাসনদণ্ড ধারণ আর আমার শোভা পায় না! [প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

যশোর-উপকণ্ঠ—মানসিংহের শিবির

মানসিংহ

মান। না, আর নয়। এ প্রাণ রাখা আর কর্ত্তব্য নয়। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিজয় লাভ ক'রে, শেষে বাঙ্গালায় এসে পরাজিত হ'লুম! সমস্ত সৈন্য নষ্ট ক'রলুম! অন্নাভাবে আমার অর্দ্ধেক সৈন্য উন্মত্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে! কি পরিতাপ! কি লজ্জা! না, আর না। কোন্ মুখে আগ্রায় ফির্‌ব! কেমন ক'রে বাদশাহকে মুখ দেখা'ব! না—জীবনধারণের আর কিছুমাত্র প্রযোজন নেই। এইখানেই জীবনের শেষ করি। (আত্মহত্যার উদ্যোগ

বেগে রাঘব রায় ও ভবানন্দের প্রবেশ

ভবা। মহারাজ! মহারাজ!

মান। কে'ও—ভবানন্দ ?

ভবা। শীগ্‌গির আসুন—শীগ্‌গির আসুন।

মান। কোথায় ? কেন ?

ভবা। যশোরেশ্বরী আপনার মুখ চেয়েছেন! নরাধম প্রতাপকে পরিত্যাগ ক'রেছেন। নরাধম গুরুহত্যা ক'রেছে। হাত থেকে তার 'বিজয়া' অস্ত্র খ'সে প'ড়েছে। নরাধম শক্তিহীন। এই অবসর। শীঘ্র আসুন!

মান। এ তুমি কি ব'লছ!

ভবা। এই দেখুন রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র! বল,—বল, মহারাজের কাছে বল! এই বেলা বল!

রাঘব। মহারাজ! আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে—আমার ভাই গেছে—মা গেছে! আমি কচু—কচু—কচুবনে লুকিয়ে বেঁচেছি।

মান। কি ক'রব ভবানন্দ! আমার যে রসদ নেই!

ভবা। রাশ রাশ রসদ আছে। আমি দেব। গোবিন্দ দেবের সেবার জন্য সে পামর আমারই হাতে গচ্ছিত রেখেছে। রাশ রাশ রসদ। এক বৎসরে ফুরুবে না। বেশী লোক নয়, সামান্য, সামান্য। গুপ্তপথ—একেবারে প্রতাপ-আদিত্যের অন্দর। চ'লে আসুন—চ'লে আসুন। এই রাত্রির অন্ধকার—বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভেতর দিয়ে পথ—মহা—সুবিধা—আর পাবেন না—চ'লে আসুন। কিন্তু—গরীব ব্রাহ্মণ—বক্‌সিস্—

মান। ভবানন্দ! বাঙ্গালার অর্দ্ধেক তোমাকে দান কর্‌ব।

ষষ্ঠ দৃশ্য

যশোহর-সান্নিধ্য—প্রতাপের শিবির

শঙ্কর ও কল্যাণী

(নেপথ্যে বন্দুক-শব্দ)

কল্যাণী। আর কেন প্রভু! সব শেষ! রাণী, রাজকুমারী, সমস্ত পুরবাসিনী ইচ্ছামতীতে ঝাঁপ খেয়েছে।

শঙ্কর। এ দিকেও সব গেছে। সূর্য্যকান্ত, সুখময়, মদন, মামুদ—সব গেছে। শুধু আমি অবশিষ্ট। কল্যাণী! আমারই কেবল মৃত্যু হ'ল না। রাজা আমার চক্ষের ওপর পিঞ্জরাবদ্ধ! ব্রাহ্মণ ব'লে মানসিংহ আমাকে হত্যা করেনি। অস্ত্র ধ'র্‌ব না,—প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

কল্যাণী। আর কি জন্য অস্ত্র ধ'র্‌বে শঙ্কর!

শঙ্কর। ব্রাহ্মণসন্তান—অস্ত্র ধ'রেছিলাম। তার ভীষণ পরিণাম দেখ্‌লুম।

কল্যাণী। চল—কাশী যাই।

শঙ্কর। এখনি, আর বিলম্ব নয়!

কল্যাণী। মা যশোরেশ্বরী! চ'ল্লুম। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) যশোর! প্রাণের যশোর! আর তোমাকে দেখ্‌তে পা'ব না। পবিত্র যশোর!—আমার স্বামীর বীরত্বের লীলাভূমি—সোনার যশোর!—চ'ল্লুম।

শঙ্কর। অন্ধকার!—অন্ধকার।—যাক্—এ জন্মজন্ম সাধনার বিষয়। এ জন্মে হ'ল না, আবার জন্মা'ব, আবার ফিরে আস্‌ব।

উভয়ের প্রস্থান

ভবানন্দ ও রাঘব রায়ের প্রবেশ

ভবা। বস্—কাম ফতে। ভবানন্দ! গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল। যশোর ধ্বংস—যশোর ধ্বংস!

রাঘব। এ কি হ'ল দেওয়ান-মশাই!

ভবা। কি হ'বে!—তুমি রাজা হ'বে—আর কি হ'বে! রাঘব রাঘব—আজ তুমি যশোরজিৎ।

রাঘব। য়্যাঁ! তা কেন!—এ কি হ'ল! দাদা গেল!—সে আলো কোথা গেল! প্রস্থান

ভবা। আর আলো! টিম্-টিম্—টিম্-টিম্!—বস্—বস্—বস্—এইবারে আমার বক্‌সিস্! বস্—বস্! গোবিন্দ বল!—গোবিন্দ বল!

রডার প্রবেশ

রডা। আর একবার বল—(ভবানন্দের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) সব গেছে—তোমাকে রেখে যাচ্ছি না।

ভবা। য়্যাঁ—য়্যাঁ! দোহাই—দোহাই, মেরো না, মেরো না।

রডা। মা'র্‌ব না—তোমায় মা'র্‌ব না!—সয়তান্! সময় দিলুম—দয়া ক'র্‌লুম—গোবিন্দ বল। (গলদেশ পীড়ন)

ভবা! অ! আ!—আল্-লা—দোহাই—আল্লা। (পতন)

মানসিংহের প্রবেশ

[রডাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের আওয়াজ ও রডার মৃত্যু]

মান। ওঠ—ভবানন্দ !

ভবা। যাঁ্যা—আমি বেঁচেছি ! উঃ ! বড় পিপাসা।

মান। বেঁচেছ !

ভবা। তা হ'লে আমার বকসিস ?

মান। আগে জল খাও—প্রাণ বাঁচাও।

ভবা। অবশ্য—প্রাণ বাঁচাতেই হ'বে। তা হ'লে মহারাজ ! বক্‌সিস্।

মান। যাও ভবানন্দ ! যা তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছি, তাই নাও। (পাঞ্জাপ্রদান) বাঙ্গালার অৰ্দ্ধেক তোমাকে প্রদান ক'র্‌লুম ! নিয়ে, চ'লে যাও। আর এসো না। আমিও হিন্দুকুলাঙ্গার, কিন্তু তুমি আরও নীচ—নিমকহারাম ! যাও—দূর হও, এ মুখ আর দেখিয়ো না !

ভবা। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে— দ্রুত প্রস্থান

ক্রোড়াঙ্ক

রণস্থল

পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপ

বিজয়ার প্রবেশ

বিজয়া। প্রতাপ!

প্রতাপ। কেও, মা! কি ক'র্‌লি মা! একবার বিদ্যুদ্দীপ্তির মতন লীলা দেখিয়ে, সমস্ত জীবনের মত মাতৃভূমির কোলে এ কি অন্ধকার ঢেলে দিলি মা! গুরুহত্যা ক'র্‌লুম—তবু যশোর হারা'লুম! বল্ মা—আমার যশোর বেঁচে আছে। নরকে গিয়েও তা হ'লে আমি যশোর-জীবনে উজ্জীবিত হই।

বিজয়া। কি ক'রবে বাপ্! অদৃষ্ট—প্রতাপ অদৃষ্ট! বাঙ্গালী মায়ের মর্য্যাদা রাখ্‌তে জান্‌লে না!

প্রতাপ। হা বঙ্গ! শত অপরাধেও আমি তোমায় ভালবাসি।

বিজয়া। বাঙ্গালী শত বৎসর আপনার পাপের ফল ভোগ ক'রবে। দেশ অত্যাচারে ছেয়ে যাবে।